প্রাচীন

ওস্তাদি কবির গান।

মনুলাল মিশ্র কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

প্রাপ্তিস্থান—

'মজুমদার লাইব্রেরী'

১০৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

S
৮৯১.৪৪-১
মজু

শিবুলাল বন্ধন সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত

প্রাচীন

ওস্তাদি কবির গান।

মনুলাল মিশ্র কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

প্রাপ্তিস্থান—

"মজুমদার লাইব্রেরী"

১০৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীনুটবিহারী মজুমদার।
১০৬ নং অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা।

S
৮৯১.৪৪৩
অগ্নি
4261

১৩৩২।

১০৬ অপারচিৎপুর রোড,
"মজুমদার প্রেসে"
এন্, বি, মজুমদার দ্বারা
মুদ্রিত।

ভূমিকা।

জগতে যত কিছু প্রিয় বস্তু থাকুক না কেন, গান ও বাজনা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রামপ্রসাদী, মধুকানের, প্রাচীন কবি ও দাশরথীর, ইহাদের গানগুলি যদিও পুরাতন কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সমান আদরে চলিতেছে। তন্মধ্যে প্রাচীন কবির গানগুলি এখন পর্য্যন্ত কোন পুস্তকাকারে প্রকাশিত না থাকায় অনেকেরই অনেক সময় কষ্ট হইয়া থাকে, কারণ কবি গাহনা যখন যেখানে হইয়াছে, নূতন নূতন বান্ধুনিতে হইয়া থাকে, এবং সেই সকল হস্তলিখিত কাপি কেহ একাল পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আমি বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া এই প্রাচীন কবির গানগুলি সংগ্রহ করিয়া এক্ষণে জনসাধারণের নিকট পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। এবং ইহাতে যে সমস্ত গান আছে, তাহার নিম্নে কোন্ গানটী কোন্ মহাত্মার রচনা নোট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পাঠকগণ বোধ হয় তাঁহাদের নাম শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতার কোন পরিচয় পান নাই। এই পুস্তকে যে সমস্ত ব্যক্তির গান সন্নিবেশিত আছে, তাহাদের কিয়দংশের জীবনী ও নাম প্রদত্ত হইল। যথা,—রাসু নৃসিংহ, লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস, গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী,

ভবানীচরণ বণিক, ভীমদাস মালাকার, গৌর কবিরাজ, নবাই ঠাকুর, রাম বসু, নীলু ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর, ভোলানাথ ময়রা, চিন্তামণি ময়রা, মাধবচন্দ্র ময়রা, রামসুন্দর রায়, মোহন সরকার লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী, নীলমণি পাটুনি, রামসুন্দর সরকার, আণ্টনী সাহেব, গুরো দুম্বো, সৃষ্টিধর ছুতার, উদয়চাঁদ বৈরাগী, পরাণচন্দ্র সিংহ, গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষ নাথ যোগী এবং সীতানাথ মুখোপাধ্যায়। এই সকল মহাত্মা-গণের মধ্যে কেহ বা গীত রচনাকর্ত্তা, কেহ বা দলপতি হইয়া কবির দল করিয়াছিলেন। ইঁহারা যে সকল গীত রচনা করিয়া-ছিলেন সেই সকল গানের লালিত্য এবং বাধুনিশক্তি দেখিলে মোহিত হইতে হয়। আজ পর্য্যন্ত এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই যে, তাঁহাদের শতাংশের এক অংশ হইতে পারেন। এই সকল গীত এত সুমধুর যে পাঠকগণ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এক্ষণে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন হইলেই আমার পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব। ইতি—

মন্থলাল মিশ্র।

কবিগণের জীবনী।

হরু ঠাকুরের জীবনী।

বাঙ্গালা ১১৪৫ কিংবা ৪৬ সালে কলিকাতা সিমুলিয়ার হরু ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালীচন্দ্র দীগড়ির তাদৃশ সঙ্গতি না থাকিলেও প্রতিবেশী সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, এজন্য হরু ঠাকুর * প্রথমে বিনা পুরস্কারে স্বকীয় সঙ্গীত মাধুরী দ্বারা অন্যান্য কবিওয়ালাদিগের দলের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন; পরে নিজে পেশাদারী দল করেন।

কথিত আছে, কোন পর্ব্বাহ রজনীতে রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে এক পেশাদারী দলে হরু ঠাকুর সখ করিয়া গাহিতেছিলেন, রাজা তাঁহার গান শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ একযোড়া শাল প্রদান করেন। এইরূপ রাজপ্রসাদে হরু ঠাকুরের আহ্লাদ না জন্মিয়া প্রত্যুত অপমান বোধ হওয়াতে তিনি শাল যোড়া চুলির মস্তকে নিক্ষেপ করেন। এইরূপ ব্যবহারে নবকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহাকে নিকটে ধরাইয়া আনেন এবং দুর্ব্বিনীত গায়কের গলদেশে যজ্ঞোপবীত না থাকিলে বোধ হয় বিলক্ষণ শাস্তি প্রদান করিতেন। রাজা বাহাদুর তাঁহার পরিচয় পাইয়া ক্রোধভাব সংবরণ করিলেন এবং তদবধি তাঁহার গুণগ্রাহক হইয়া বিস্তর সমাদর করিতে লাগিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের যত্নে ও উদ্যোগেই হরু ঠাকুর পেশাদারী দল করেন। ফলতঃ উভ-

---

* ইহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীগড়ী, কবিওয়ালাদিগের মধ্যে জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং গান রচনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইনি ঠাকুর উপাধিতে খ্যাত।

ঢোলের বোল।

(ধরার বোল।)

গুড় গুড় গুড় গুড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ, কিটিতা কিটিতা কিটিতা, তাক্ তাক্ তাক্ তেত্তা তেত্তা, কিটি তা কিটি তা কিটি তা, ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ, তাকিটি তাকিটি তাকিটি তা, ঝাঁ ঝিঁনাক্ ঝাঁ, ঝাঁ ঝিঁনাক্ ঝাঁ, ধো ধো তিনি থিটি তা কিত্তা। ধেন্না ধেন্না কিটিতা কিটিতা, ধা ধা কিটি ধা, ধা ধা কিটি ধা।

(তিওটের বোল)

ঝাঁ ঝাঁ কিটিতা ঝাঁ ঝাঁ ধেত্তা কিটিতা কিতা, ধাঁ ধা ধাঁ। গুড় গুড় গুড় তেত্তা ধাঁ ধাঁ ধেত্তা ঝাঁ ঝাঁ তেত্তা কিটি তা।

(দশকুশীর বোল।)

কিটি তাক্ ধিনি তাক্ তিনি তাক্ ধেত্তা ধেত্তা ধেত্তা ধেত্তা তাক্ থুন্না তাক্ থুন্না ধেনা কিটি তাক্ থুন্না।

ধাঁ ধাঁ কিটি ধাঁ, ধাঁ ধাঁ কিটি ধাঁ।

(একতালার বোল।)

ধা ধা ঘিনিতা, ধা ধা ঘিনিতা, তাকুড় তা তাকুড় তা তাকুড় তা, তিনিকিটি তা, তিনিকিটি তা।

এই কয়েকখানি ঢোলের বোল ইহাতে দেওয়া হইল, কবির গানে এই সকল তাল আবশ্যক হয়।

দীননাথ ঢুলির নিকট হইতে সংগৃহীত।

প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান।

ভবানী বিষয়ক।

মহড়া।—এবার দেখ্‌বো শিব কেমন কোরে
রাখে পৈত্রিক ধন।
সে ধন যুদ্ধ কোরে লব কেড়ে যা থাকে কপালে।
জ্ঞান বিজয়ী ধনু ধোর্‌বো হাতে,
সাধন ভক্তিবাণ যুড়বো তাতে,
মার্‌বো শিবের বক্ষে।
অম্‌নি ছাড়বো চরণ কর্‌বো ধারণ, রাখ্‌বো মস্তকে।
সাধন ধনে স্বাধীন হবো, শমন শঙ্কা ঘুচাইব,
ডঙ্কা মেরে চোলে যাব, জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বোলে॥

খাদ।—পিতা পুত্রে কোর্‌বো রণ মা
দেখ্‌বে তা দেবতা সকলে।

ফুঁকা।—শুনি ব্যক্ত আছে রামায়ণে,
লব কুশ যেমন বাল্মীকবনে,
সম্মুখ রণে পিতা রামকে করে জয়,
সেইটে ভেবেছি নিশ্চয় মা গো

কোরেছি পণ মনে মনে, ধনু ধোর্‌বো সম্মুখ রণে,
ভক্তিবাণে ত্রিলোচনে কর্‌বো পরাজয়।

মেলতা।—আমার সাধনের বল আছে কি না,
শিবকে তাই জানাবো ওগো মা ব্রহ্মময়ী।
এতে শরীর পতন, মন্ত্র সাধন, যা হয় হবে যুদ্ধস্থলে॥

১ চিতেন।—মা দুর্গে দুর্গতি হরা হর অঙ্গনা।

পাড়ন।—কলিতে সেই কাল ভয়েতে সাধনা পথে মা,
করে ভক্তিভাবে মুক্তি লাভে শক্তি সাধনা॥

ফুঁকা।—তুমি আদ্যা-শক্তি মুক্তি-দাত্রী
জগদ্ধাত্রী জগৎ মাতা।
শৈলসুতা পরমাত্মা রূপিণী ব্রহ্ম সনাতনী মাগো
ব্যক্ত আছে পদেপদে, মোক্ষপদ তোর ঐ শ্রীপদে,
তাই জেনে শিব রাখিলেন হৃদে পাদপদ্ম দুখানি।

মেলতা।—আমার প্রাপ্য ধনে পিতে
ভোলা বিবাদ তায় ঘটালে ওগো মা ব্রহ্মময়ী
দিতে হবে বোলে, অঙ্গ ঢেলে, পোড়ে তোমার চরণতলে।

অন্তরা।—আমি নই মা তোর তেমন ছেলে।
বারে বারে ভোলার কথায়,
আর কত দিন থাক্‌বো ভুলে।
করেছি এই রণসজ্জা, লজ্জা কি তায় পিতা বোলে।
এবার কাচিন্তা মরণে রণে ছাড়বো না ধন প্রাণ গেলে॥

২ চিতেন।—জানি তুমি মা যোদ্ধা মেয়ে,
আমি তোর সন্তান।

পাড়ন।—তুমি মা যার বর্ত্তমানে, ভয় কি তার রণে,
আছে সার পদার্থ গুরুদত্ত ভক্তি তত্ত্ববাণ।

ফুঁকা।—জানি শিবকে যে জন ভক্তি করে,
বিল্ব বৃক্ষ গাত্রে মারে,
দয়া করে তারে দেন শিব শিবত্ব
আছে পুরাণে ব্যক্ত মা গো
তার সাক্ষী বলি শ্যামা যুদ্ধ কোল্লে অশ্বত্থমা,
তার বলে শিব দিয়ে ক্ষমা রাখলেন তার মহত্ব।

মেলতা।—যদি হরি বলে মরি প্রাণে ক্ষতি নাই মা তাতে,
ওগো মা ব্রহ্মময়ী
তখন দয়া করে রঘুনাথে
চরণ দিও মরণ কালে॥

রঘুনাথ দাস-প্রণীত।

মহড়া।—তারা আমায় আর কত দুঃখ দিবি গো বল মা।
রাখবি আর কত দিন বন্দি কোরে সংসার কারাগারে।
মা তোমার ঐ বিষম মায়ার বেড়ী দিলি এঁটে,
কেবল চিরদিন মলেম আমি ভূতের বেগার খেটে,
মনে মনে করি ফন্দি, পালাতে আর পাইনে সন্ধি,
মা তোমার ঐ নিগুঢ় বন্দি খালাস হবো কেমন কোরে।

খাদ।—ষড়ঋপু রেখেছো মা,
প্রহরি তায় নব দ্বারের দ্বারে।

ফুঁকা।—মা সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম ন জানামি,
পঞ্চ পাতকের পাতকী আমি,
সদাই ভ্রমি কুপথে।
পথে পথে গো মা মা গো যেতে পাইনে সুপথে।
পথের সম্বল গুরুদত্ত ধন, সে সঙ্গে চলে না মন,
সদা তত্ত্ব করে অনিত্য ধন মত্ত করীর বশেতে।

মেলতা।—আমার দেহের মাঝে ঋপু ছ'জন মুন্ত্রী ভাল নয়,
ওগো মা গো তারা তারা।
দিয়ে কুমন্ত্রণা ঐ ছয় জনা সাধন পথে ঘুরিয়ে মারে॥

১ চিতেন।—মা বারে বারে, সহে না আর ষঠর যন্ত্রণা।

পাড়ন।—জননীর সেই ষঠর হোতে বহু কষ্টে মা
এসে জন্ম ভূমে কর্ম্ম হোলো না।

ফুঁকা।—আমি ভেবেছিলেম ভবে যাব,
তোমার দুর্গা নামে দীক্ষিত হবো
কোর্‌বো ও নাম সাধন, ও নাম সাধন গো মাগো
এ ভাগ্যে তা হলো না।
তারা আমার কি কপালের ভোগ,
কায়ায় হলো মায়া রোগ,
তাতে রসনা করে যোগাযোগ দুর্গা বল্‌তে দিলে না।

মেলতা।—আমি সেই অপরাধে অপরাধী,
তোমার শ্রীপদে ওগো মা
মাগো তারা মাগো তারা ॥
তাইতে চক্র! কারে চক্রকারী চক্রে রাখলি বদ্ধ কোরে।

অন্তরা।—আর কি হয় নাই মা তোর মনের মত।
দিনে দিনে দিন আখেরি কত দিন হবে মেয়াদ গত ॥
কারো শত কারো পঞ্চাশ কেও হয়ে মরে,
কারো গর্ব্ভে বিনাশ শিবতন্ত্রে আছি গত।
আর কি আমার নাই খালাস,
খাটনী বার মাস,
দায়মালী কয়েদীর মত ॥

২ চিতেন।—মা তোমা বই ব্রহ্মময়ী দিব কার দোহায়ী।
পাড়ন।—এ ভবের ঘোর বন্ধর হোতে,
ঘুচাইতে মা জীবের মুক্তি দিতে শক্তি কারো নাই।

ফুঁকা।—মা জলের মীন যেমন হয় বন্দী জালে,
আমি তেম্‌নি বিষম মায়াজালে,
বন্দী আছি চিরকাল।
গেলো কালে কাল গো মাগো।
কোন দিন কেশে ধর্‌বে কাল,
ভাই বন্ধু দারা সুত হোয়ে তায় বশীভূত,
তাইতে গিয়েছে মা জন্মের মত ইহকাল আর পরকাল।

মেলতা।—দেখলেম সংসারের সুখ,
যত অসুখ

নিশির স্বপনের প্রায়।
ভেবে রঘু বলে অন্তিম কালে
দিও দাসে মুক্তি কোরে ॥

রঘুনাথ দাস-প্রণীত।

মহড়া।—ওগো তারা গো মা
এবার দুর্গমেতে রক্ষা কর দক্ষ নন্দিনী।
আমি এসেছিলেম ভবের হাটে,
চল্লেম ভূতের বেগার খেটে, মরি সঙ্কটে,
আমার সঞ্চিত বিষয় বার ভূতে খেলে সব লুটে
পঞ্চভূতের ভাঙ্গবে এঘর, নাভিপদ্মে দিয়ে দুকর,
হৃদিপদ্মে দেখি যেন ঐ চরণ দুখানি ॥

খাদ।—অনন্ত রূপিনী মা অন্তর্যামিনী।

ফুঁকা।—এবার ভবের আশা মিথ্যে হোলো ওগো তারা মা
আমি দারা পুত্রের মায়ার বশে, ডুবেছিলেম বিষয় বিষে
উপায় কি আজ করি, পাপে অঙ্গ হোলো ভারি,
হাল ছেড়েছে মন্‌কাণ্ডারী, তরঙ্গে আতঙ্গে মরি,
বল মা কিসে তরি।

মেলতা।—মা তোমা বই দীনের পক্ষে, অন্য গতি কই।
আমায় কাল ভয়েতে অভয় দিয়ে রাখ ত্রিগুণধারিণী ॥

১ চিতেন। মা অনাদ্যে মহা বিদ্যে ভবের কর্ণধার।
ভক্তিভাবে যে জন ভাবে তোমায় শিবে মা,
সে জীবে কর গো উদ্ধার ॥

ফুঁকা। কিসে মুক্তি পাব ওগো তারা মা।
আমি এসে এবার ভবের কূলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে,
তবে দুর্গে এ কপালে কৈ গো দয়া হোলো ॥

মেলতা। তাই তোমারে ভক্তি করি সাধন শক্তি নাই
তুমি নিজ গুণে মুক্তিপদ দিও মুক্তি দায়িনী ॥

অন্তরা। ব্রহ্ম সনাতনী তুমি ভয় হারিনী বেদে শুনি।
শ্রীমন্ত মশানে মরে, তুমি রক্ষা কোরেছিলে তারে
ব্রাহ্মণীর বেশ ধোরে।
তোমায় চিনিবে কেবা অচিন্তেময়ী চিন্তামণির শিরোমণি।

১ চিতেন। মা প্রসন্ন অন্নপূর্ণা হলে কাশীতে।
শক্তিরূপা মূর্ত্তিরূপা বহুরূপা মা কত রূপ ধর জগতে ॥

ফুঁকা। সবাই জানে তুমি জগত মাতা ওগো তারা মা
তুমি গঙ্গারূপে মহীতলে, সগর বংশ উদ্ধারিলে,
তোমার অপার লীলে, আবার শুনি সীতা উদ্ধারিতে,
অভয় দিয়ে অকালেতে, লঙ্কাপুরে রঘুনাথে
আপনি সদয় হোলে ॥

মেলতা। এই অধমে দয়াময়ী করগো নিস্তার।
তাই রঘু বলে নিদেন কালে
দিও মা পদ তরণী ॥

রঘুনাথ দাস-প্রণীত।

মহড়া। ওগো তারা গো মা
দীনের দিন গেলো কি হবে শিবে নিদেনের দিনে।
তারা দিনমণি সুত ভয়ে,
অভয় দে মা সদয় হোয়ে ওগো শঙ্করী,
গেল কালের বশে দিন বয়ে মা হলো আখিরি,
ভেবে তনু হোলো কালি,
যেতে হবে আজ কি কালি,
রক্ষা কর রক্ষাকালী স্থান দিয়ে শ্রীচরণে।

খাদা। চরণ বিনে দীনের আর উপায় দেখিনে।

ফুকা। পথের সম্বল ছিল যাদের তারা ওগো তারা মা
তারা পার হোলো সব অনায়াসে,
আছি আমি পারে বোসে অপার সিন্ধু ভেবে।
তারা ভাবছি বোসে ভবের কুলে,
ডাকৃছি দুর্গা দুর্গা বোলে,
দুর্গা তোমার দয়া হোলে, পার হোয়ে যাই ভবে ॥

মেলতা। আমার সঞ্চিত ধন, কিছুই নাই মা,
বঞ্চিত কোরো না,
দিয়ে পদতরি পার কর মা ভবে যেন আসিনে ॥

১ চিতেন। জন্ম ভূমে এসে তারা
উপায় দেখিনে
জয় জয় কালী কালী কালী কালী মা
কালীনাম মুখে আনিনে।

ফুঁকা। ভেবেছিলেম আজি কিম্বা কালি ওগো তারা মা
সদা বোলবো মুখে কালী
বিফলে দিন গেল কালী,
কালের বসে ভবে।
দেখি কাল আগত হোলো কালী,
ভয় পেয়ে মা বলি কালী,
সঙ্কটেতে রাখ কালী, কালবারিণী শিবে ॥

মেলতা। দেও সকলের মুক্তি তারা বরাভয় দিয়ে,
আমি কাল ভয়ে মা ভীত হোয়ে স্মরণ নিলেম চরণে ॥

অন্তরা। দীনতারিণী, তারা,
তুমি নাম ধরেছ ত্রিলোক-তারা,
স্মরণ নিলেম ঐ চরণে,
তারা বঞ্চিত না হই শমন দিলে,
দীনময়ী শিবে শিবে,
তারা মা বিনে কার কাছে যাব,
কার স্মরণ আর লব তারা।

২ চিতের। কুপুত্র হয়েছি মা কালের বশেতে ওগো তারা
তারা তারা মা, কুমাতা পার কি হোতে।

ফুঁকা। কুসন্তানের দয়া কি রবে না, ওগো তারা মা,
তারা বংশেতে কুপুত্র হোলে,
মায়ে কি করে না কোলে,
দয়াময়ী মা আমায় কালের হাতে সঁপে দিবে,

মা কিগো কুমাতা হবে,
কার স্মরণ আর লব তবে, বল দেখি গো উমা।

মেলতা। তুমি শরণ্য জনে তারা কর করুণা,
যাই ডঙ্কা মেরে ভবপারে ভয় করিনে শমনে॥

হরুঠাকুর-প্রণীত।

আগমনী।

গিরিবালার উক্তি।

মহড়া। গিরি হে তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরি,
যাও হে একবার কৈলাসপুরে।
শিব কে পূজিবে বিল্বদলে, সচন্দন আর গঙ্গাজলে,
ভুলবে ভোলার মন।
অম্নি সদয় হবেন সদানন্দ আস্‌তে দিবেন হারা তারা ধন।
এলো কার্ত্তিক গণপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী ভগবতী
এলো মস্তকে কোরে॥

খাদ। জামাই যদি আসেন এনো সমাদর কোরে।

ফুঁকা। শুনি পুরাণ চণ্ডীতে,
পূর্ব্ব জন্মেতে উমা ছিল দক্ষের মেয়ে, প্রসূতির মেয়ে,
শিব নিন্দা শুনে,
সেই অভিমানে, প্রাণ ত্যজিলেন দক্ষালয়ে।

মেলতা। আমি সেইটে করি ভয়,
ঝি, জামাই আনতে হয়,
এলো কৈলাসবাসিনী সব নিমন্ত্রণ কোরে।

১ চিতেন। নিশি সুপ্রভাতে,
শুভলক্ষিতে, শুভক্ষণ সময়।

ফুঁকা। কোরে সঙ্কল্পনা, ষষ্ঠীর কল্পনা,
কল্পনা কোল্লেন হিমালয়।
বলে পাষাণ কে রাণী, সবিনয় বাণী,
আস্তে যাও ঈশানী, মেয়ে দুঃখিনীর মেয়ে,
আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমাধন,
আশাপথ রয়েছেন চেয়ে ॥

মেলতা। আছে কন্যা সন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়
সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে ॥

অন্তরা। কোরবো চণ্ডীর বোধন বিল্বমূলে।
দণ্ডীগণ পোড়বে চণ্ডী, পাব চণ্ডী, চণ্ডীর ফলে।
ঘটে চণ্ডী, পটে চণ্ডী, স্থানে স্থানে মঙ্গল চণ্ডী,
চণ্ডীর কল্যাণে।
পাব চণ্ডীর ফলাফল, হবে না বিফল,
আসবেন মঙ্গল চণ্ডী সুমঙ্গলে ॥

২ চিতেন। কন্যার মায়াছলে, ত্রিজগৎ ভোলে,
যুগাদ্য সকলে, দেখলে আনন্দ হয়, নিরানন্দ যায়
সদানন্দের মন ভুলালে ॥

ফুঁকা। শিবের নয়নের তারা ত্রৈলোক্য তারা
দুঃখ পাশরা ত্রিনয়নী শিব-মোহিনী
গৌরীর আজ্ঞাকারী শিব,
নামে তরে জীব,
ভবতারিণী ভবানী ॥

BHABANI

মেলতা। আমার এমন ঝি জামাই,
জন্মে জন্মে যেন পাই,
সদাই পূজা করি,
আমার মানস অন্তরে ॥

রামবসু-প্রণীত।

মেনকার উক্তি।

মহড়া। গিরি হে তুমি আন্‌তে আমার গৌরী মাকে
বিলম্ব আর কোরো না।
আমি যষ্টি কল্পকোরে,
বোসে আছি শূন্য ঘরে,
বাঁচি কি সুখে কেবল ভাসি নয়ন জলে,
দুর্গা আমার এলে তবে পূরণ হবে মনের বাসনা।

খাদ। উমা বিনে আমার মনে ধৈর্য্য মানে না।

ফুকা। সে যে সামান্যা নয় আমার মেয়ে,
তিনি থাকেন শিবালয়ে জান তা ওহে গিরি।
ব্রহ্মা সদাই ভাবে মনে,
সাধন করে যোগীগণে,
সে ধন আসবে কতক্ষণে রয়েছি অধৈর্য্য হোয়ে।

মেলতা। তুমি ভক্তি ভাবেতে যদি ভাব মনেতে,
তবে সিদ্ধি হবে তোমার সকল সাধনা ॥

১ চিতেন। হতে ষষ্ঠী গত হিমালয়ে
সকল দেখি শূন্যময়।
দুর্গা বিহনে আর আনন্দ নাই
খেদে রাণী গিরিরাজে কয়।

ফুঁকা। আমি দিবানিশি ভেবে মরি,
আমার কোথায় প্রাণ কুমারী,
বল হে ওহে গিরি
তারা ধন হারা হয়ে,
আছি পথ নিরখিয়ে,
এত দিনে হিমালয়ে,
কৈ এলো আমার শঙ্করী ॥

মেলতা। উমা জগৎ মান্যে হয়
শিবের ঘরে সুখে রয়,
বুঝি পাষাণীকে মায়ের মনে পড়ে না।

অন্তরা। প্রাণ যায় উমার জন্যে,
কন্যে মায়ের প্রাণ তা কি জানে
অন্যে, সাধনেরই ধন সে যে পরম ধন,
জগৎ মাঝে সবাই করে মান্যে।

২ চিতেন। দেখ দুর্গা বিনে গিরি
ভবনে মনের সুখে কেহ নাই।
আন্‌তে সেই ধনে হে,
সযতনে তোমায় এক্ষণে যেতে বলি তাই।

ফুকা। আমার বিবি কোল্লে অচল নারী,
মাকে দেখতে যেতে নারী, এ দেহে ও ওহে গিরি,
পাষাণ কুলে জন্ম লয়ে
আমার ভাগ্যে পাষাণ হয়ে,
ভুলে আছেন শিবালয়ে আমার সেই প্রাণের ঈশ্বরী ॥

মেলতা। তুমি যাত্রা কালেতে দুর্গা বল মুখেতে,
গিরি দুর্গা এলে তোমার দুঃখ থাকবে না ॥

রামবসু-প্রণীত।

গৌরির উক্তি।

মহড়া। পিতঃ বল গো অধিক বেলা হোলো
সেই হিমালয় আর কতদূর আছে
পারিনে আর চোলে যেতে,
অঙ্গ অবস পথ শ্রান্তে,
দারুণ কঠিন পথ,
আমি দেবের দেব নারী, রাজার কুমারী,
চরণ আমার ভারি ভারি হয়েছে।

খাদ। কন্যের মায়া জান বোলে,
কই তোমার কাছে ॥

ফুঁকা। আমায় আনলে যখন,
বোললে তখন,
অধিক দূর নয় সে হিমালয় পিতে গো ও ওগো পিতে,
এক দিন আঙ্গিনে হতে,

প্রাঙ্গণে শিব দেন নাহি যেতে,
কেমন কোরে চোলবো পথে সহজেতে কুলবালা ॥

মেলতা। দারুণ রবির কিরণ, সর্ব্বাঙ্গ করে দাহন,
আমার ক্ষুধানলে আমার জীবন দহিছে ॥

১ চিতেন। গিরি সুষষ্ঠিতে,
কৈলাস হোতে গৌরী লয়ে আগমন।

পাড়ণ। গেছে নিরানন্দ,
কি আনন্দ প্রেমানন্দে, করিছেন গমন ॥

ফুঁকা। আপনি ভগবতী,
অগ্রবর্ত্তী গতি অতি ধীরে ধীরে
সুধীরে চলে ধীরে।
গজেন্দ্র গমনে গমন,
খঞ্জনের প্রায় চলে চরণ,
পথশ্রান্তে বিধু বদন, ভাসে দুটী নয়ন নীরে।

মেলতা। গৌরী কোরে সবিনয়,
পাষাণ পিতার প্রতি কয়।
যাব কতক্ষণে পাষাণী মায়ের কাছে।

অন্তরা। কতক্ষণে যাব,
গিয়ে মা বোলে মায়ের প্রাণ জুড়াব।
বোসে মায়ের কোলে বাৎসল্যছলে,
মায়ে ঝিয়ে দুঃখের কথা কব।

২ চিতেন। যাব পিতৃ গৃহে,
জননীর স্নেহে মনে কল্লেম বাসনা।

পাড়ন। আমি মনের সাধে, সুখ সাধে,
ঘুচাব মার মনের বেদনা।

ফুঁকা। আমি আদরের ধন, যতনের ধন,
আমার আদর মা জানে পিতঃ গো ও ওগো পিতঃ
বৎস হারা গাভী যেমন,
পথ চেয়ে মা আছে তেমন,
কন্যের মায়া পিতঃ এখন,
জানিতে কি পার মনে।

মেলতা। কন্যা সন্তান জন্মে যার,
সদাই মনে চিন্তা তার,
ভেবে রঘু বলে এমন কন্যা কার আছে ॥

রঘুনাথ দাস-প্রণীত।

গিরিরাজার উক্তি।

মহড়া। পাষাণী বহু পুণ্য মানী গৌরী তোমার,
লয়ে এলেম ভবনে।
মনের ব্যথা সকল গেলো,
তাপিত অঙ্গ শীতল হোলো,
জীবন জুড়ালো,
একবার উঠ দুর্গা বোলে,

দুর্গা কর কোলে,
জয় জয় দুর্গা বল বদনে।

খাদ। কন্যাধনে তুমি এখন রাখ যতনে।

ফুঁকা। আমি দেখে এলেম ও শিখরী,
কেবা বলে শিব ভিখারী,
ওহে ও পাষাণী।
উমা তোমার রাজ্যেশ্বরী,
কিবা স্বর্ণময়পুরী,
বিধি বিষ্ণু আজ্ঞাকারী
আবার তায় কুবের ভাণ্ডারী।

মেলতা। মায়ের কোন অভাব নাই,
তোমার কাছে বলি তাই,
থাকেন কাশীধামে জীবের মুক্তি কারণে।

১ চিতেন। দেখ শুভদিনে গিরি ভবনে,
দুর্গার হলো আগমন।

পাড়ন। হেরে প্রসন্ন যায়
প্রসন্ন তায় পুরবাসী করে দরশন।

খাদ। বলে গিরিরাজা দেখ রাণী
এলেন ব্রহ্ম-সনাতনী,
ও হে ও ও পাষাণী।

ফুঁকা।—সঙ্গে কার্ত্তিক গণপতি,
কিবে লক্ষ্মী সরস্বতী,
উদয় হলেন ভগবতী ইনি জগতের জননী।

মেলতা।—তুমি পাবে মোক্ষ ফল,
লয়ে এস বিল্বদল,
দেও ভক্তি ভাবে মায়ের রাঙ্গা চরণে।

অন্তরা।—এই লও তোমার মেয়ে, দুঃখের কথা কও
একবার মায়ে ঝিয়ে।
কৈলাসে উমায় কেবা দেখতে পায়,
আমি পেলেম কত আরাধিয়ে।

২ চিতেন।—দেখ ভক্তগণে তোমার এ ধনে,
সদাই করে সাধনা।

পাড়ন।—কন্যে সামান্যে নয়, সামান্যে নয়,
সবাই মাকে চিন্তে পারে না।

ফুঁকা।—উমা রক্ষে করেন দুর্গমেতে,
সদা থাকেন কৈলাসেতে,
ওহে ও ও পাষাণী।
মনে এখন বাঞ্ছা করি,
ঘরে রাখবো প্রাণ কুমারী,
নিতে এলে ত্রিপুরারী দিব না আর মাকে যেতে।

মেলতা।—কর দুর্গা সাধনা কোন বিপদ হবে না
সদা রঘু বলে চরণ দেখবো নয়নে॥

রঘুনাথ দাস-প্রণীত।

মেনকার উক্তি।

মহড়া। পাষাণ হে তুমি কার মেয়ে,
আজ এলে লয়ে,
দিলে এ দুঃখিনীর কোলে।
এ দেখি কোন রাজার রাণী,
আমার উমা দীন দুঃখিনী প্রায়,
যেমন মাতৃহীন মেয়ে, পরের মা পেয়ে,
দয়া কোরে অমনি ডাকে মা বোলে।

খাদ।—মায়া কোরে মহামায়া আমায় ভুলালে॥

ফুঁকা। আমি দৈন্যের ঘরে কন্যে দিয়ে,
সেই ভাবনা ভাবি মনে গিরি হে ও ওহে গিরি
একে আমি অচল নারী, কৈলাসেতে যেতে নারি,
চক্ষের দেখা দেখতে নারি,
আন্‌তে নারি উমাধনে।

মেলতা।—তাইতে পাঠালেম তোমায়,
শিব আন্‌তে হিমালয়,
আসার আশায় কল্লেম বোধন সবিল্ব মূলে॥

১ চিতেন।—শুভ সপ্তমীতে শুভ দিনেতে,
শুভক্ষণে সুসময়।

পাড়ন।—মঙ্গল চণ্ডীর ফলে,
সুমঙ্গলে মঙ্গলেতে মঙ্গলা উদয়।

ফুঁকা। উমা বিধুমুখে,
পাষাণীকে মা কোথায় মা বলে ডাকে,
কোথায় গো মা ডাকিছে
মধুর বাক্য শ্রবণ কোরে,
পাষাণী ধায় বহির্দ্বারে
মনোভ্রান্তে চিন্তে নারে, উমার মুখ চেয়ে দেখে।

মেলতা। উমা স্বর্ণ প্রতিমে,
এ রূপের আর নাই সীমে,
অমনি ভ্রমেতে পাষাণী পাষাণ কে বলে।

অন্তরা। কৈ সে আমার কন্যে, এ নয় সামান্যে,
যেন ত্রিলোক মান্যে।
প্রাণেরি গৌরী, ভিখারীর নারী,
এ নারীর মা হওয়া বহু পুণ্যে।

২ চিতেন। যে ধন আন্‌বো বোলে, বাৎসল্য ছলে,
গেলে কৈলাস ভবনে।

পাড়ন। কেন পরের মেয়ে লুকাইয়ে দিলে
আমায় এনে এক্ষণে।

ফুকা। তুমি আন্‌বে গৌরী, প্রাণ কুমারী,
সঙ্গে শিব জামাই আসিবে,
গিরি হে ও ওহে গিরি,
বাঞ্ছা ছিল হৃদকমলে,
গৌরী পূজবো গঙ্গাজলে,
শিবকে পূজলে বিল্বদলে পাষাণ দেহ মুক্ত হবে।

মেলতা। উমা পাষাণ উদ্ধার, মৃত্যুঞ্জয়ী শিব আমার,
দীনের ভাগ্যে সে ফল কৈ ফলে ॥

রাম বসু।

গিরি-রাণীর উক্তি।

মহড়া। উমা গো যদি দয়া কোরে হিমপুরে এলি
আয় মা করি কোলে।
বর্ষাবধি হারায়ে তোরে, শোকের পাষাণ বক্ষে ধোরে
আছি শূন্য ঘরে।
কেবল মরি নাই মা বেঁচে আছি,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা নাম কোরে ॥
একবার আয় মা বক্ষে ধরি, পুত্রশোক নিবারি,
চাঁদমুখে শঙ্করী ডাক মা বোলে ॥

খাদ। শোকের অনল ছিল প্রবল এসে নিভালে।

ফুঁকা। আমি অচলা নারী অচলের নারী যেতে নারি,
কৈলাসপুরে আন্‌তে তোমারে।
আমার বন্ধু বান্ধব নাই, কারে আর পাঠাই,
এলে দেখলেম না তোমারে।

মেলতা। তুমি আসবে বোলে সজীব বিল্বমূলে,
কল্লেম বোধন তার সুফল আজ ফললো কপালে।

১ চিতেন। সপ্তমী সুদিনে, গিরির ভবনে,
গৌরীর আগমন।

হোলো মঙ্গল উৎসব, মহা মহোৎসব,
দুর্গা-স্তব করে মহৎগণ।

ফুঁকা। এলো এলো ঈষানী, শুনে পাষাণী,
গজ গমনে যায় ধেয়ে, দৈবাৎ দারিদ্র্য যেমন,
পায় অমূল্য ধন মেনকা পায় তেমন মেয়ে।

মেলতা। লয়ে জবা বিল্বদল,
সচন্দন আর গঙ্গাজল,
উমার চরণ কমল পূজে পাষাণী বলে।

অন্তরা। শিবের কুশল আমায় বল শঙ্করী।
শিব না কি কৈলাসের রাজা
তুমি না কি রাজ রাজেশ্বরী।
নারোদ আমায় বোলে গেছে,
শিবের ঐশ্বর্য্য হোয়েছে বেড়েছে সম্পদ।
আছেন কুবের ভাণ্ডারী, লক্ষ্মী আজ্ঞাকারী,
হবি না কি আছেন দ্বারের দ্বারী।

পর চিতেন। পূর্ব্বে ছিল যে ভাব,
এখন নাই সে ভাব,
অভাব কিছুই নাই।
কত মণিময় হার, অভাব নাই তার,
দৈন্যতা গেছে শুনতে পাই।

ফুঁকা। শিবের নিত্য ভিক্ষে নাই ভিক্ষের ঝুলী নাই,
ভস্মভূষণ নাই অঙ্গেতে।

কৈলাস ধামেতে
এখন নাই অন্নের কষ্ট শুভ অদেষ্ট,
অন্নপূর্ণা তার গৃহেতে।

মেলতা। এখন শ্মশানে নাই বাস,
অট্টালিকায় করেন বাস,
সদাই গৃহেতে বাস করেন
উদয় বলে॥

উদয় চাঁদ-প্রণীত।

মেনকার উক্তি।

মহড়া। ওগো তারা আয় মা দুখ পাসরা বল দেখি
মা আমারে।
কন্যে দিয়ে দৈন্যের ঘরে,
সদাই ভাবতেম তোমার তরে,
দুঃখে মন পোড়ে
জামাই ভিক্ষে কোরে খায়, শ্মশানে
বেড়ায়,
কোথা ছিলে তুমি ভিখারির ঘরে।

খাদ। শুনে তোমার দুঃখের কথা হৃদয় বিদরে।

ফুকা। তোমার কথা শুনে,
ভাবতেম মনে,

ফেটে যে তো বক্ষ স্থল
মনের কথা বল আমায় বল গো বল,
আমি শুনে লোক-মুখে, কাঁদতেম মনোদুঃখে,
চক্ষে না রহিত জল।

মেলতা।—এখন সে সব দুঃখ গেলো,
তাপিত প্রাণ জুড়'লো
এখন হোয়েছে আনন্দ তব মুখ হেরে॥

১ চিতেন।—শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে
উমা এলেন হিমালয়।

পাড়ন।—কোরে নিরক্ষণ, চক্ষে হেরে চাঁদ বদন
অভয়ায় গিরিরাণী কয়॥

ফুঁকা।—আয় মা পূর্ণশশী স্বর্ণশশী বিধি আমায় দিয়েছে
কপাল ফিরেছে, বল্ গো কে আছে,
একবার আয় গো মা কোলে, ডাকো মা বোলে,
পাষাণেতে পথ ফুটেছে।

মেলতা।—গেলো মনো-দুঃখ দূরে,
তোমার বিধুমুখ হেরে,
এলে করুণাময়ী মা করুণা কোরে॥

অন্তরা।—বল মা আমার কাছে,
জামাই শিব এখন কেমন আছে।
শিবের সুমঙ্গল, শুনিলে সকল,
শুনলে পরে আমার জীবন বাঁচে॥

২ চিতেন।—মনে কত্তেম আমি সদাই বাসনা,
উমাধনে আন্‌তে যাই।

পাড়ন।—ভাবতেম মনেতে, কাঁদতেম নিশি দিনেতে,
চলিবার কিছু শক্তি নাই।

ফুঁকা।—গিরি প্রাণ বঁচালে তোমায় এনে পূর্ণ হলো বাসনা
ঘুচ্‌লো বেদনা সকল যন্ত্রণা।
তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন,
মায়ে ঝীয়ে দেখা হোতো না।

মেলতা।—এখন জুড়াল হৃদয়, দুঃখ গেল সমুদয়,
হোলো কোটি চন্দ্র উদয় এ গিরিপুরে॥

হরুঠাকুর-প্রণীত।

মহড়া।—তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে।
গিরিরাজ! ওহে শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে॥
নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে,
এসে বল্‌তে মেনক, তোমার দুঃখের কথা,
উমা সব শুনেছে।

খাদ।—তোমায় দেখতে পাষাণী, আপনি ঈশানী,
আস্‌তে চেয়েছে।

ফুঁকা।—তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে,
আমি আপনি এসেছি জননী বোলে।

১ চিতেন।—তারা হারা হোয়ে নয়নের তারা হারা হোয়ে রই।
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই॥

আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা,
বিধি এনে মিলালে।

পাড়ন।—উমা চন্দ্র বদনে, ড'কৃছে সঘনে, মা মা মা বোলে,
উমা যত হেসে কয়, ও তো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে।

অন্তরা।—ভাল হে'ক্ হোক্ ওহে গিরি,
যাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে।
তোমারো কি মনে, হোতা না হে সাধ
হেরিতে উমার চন্দ্র'ননে।

২ চিতেন।—আশা বাক্যে আমার পাপ প্রাণ,
রহে বল কত দিন।

পাড়ন।—দিনের দিন, তনু ক্ষীণ বারি হীন, যেন মীন॥
যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বৎসরে তাকে,
আন্‌তে তো যেতে হয়।

ফুঁকা।—যেন মা হীনা কন্যা, তিন দিনের জন্যে,
এলো হে হিমালয়॥

মেলতা।—মুখে করি হাহা রব, ছিলেম যেন শব হে,
গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে॥

রামবসু-প্রণীত।

মহড়া। মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্‌তে পাই।
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে, রাজরাজেশ্বর,
হোয়েছেন জামাই॥

খাদ। শিবে এসে বলে মা, শিবের সে দিন আর
এখন নাই।

ফুঁকা। যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে,
সকলে দিলে ধিক্কার।
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বিভব,
কুবের ভাণ্ডার তার॥

মেলতা। এখন শ্মশানে মশানে, বেড়ায় না মেনে,
আনন্দ কাননে, জুড়াবার ঠাঁই।

১ চিতেন। ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে তত্ত্ব না
পাইয়ে যার।
তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে
শিবো পরিবার॥

পাড়ন। এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ
গঞ্জনা দূরে গেলো।

ফুঁকা। আমার মা কৈ, মা কৈ, বোলে উমা ঐ,
ব্যাগ্র হোয়ে দাঁড়ালো॥

মেলতা। বলে, তোমার আশীর্ব্বাদে, আছি মা ভাল,
দুঃখিনীরো দুঃখ ভাবতে হবে নাই।

অন্তরা। হোক্ হোক্ হোক্ উমা সুখে রোক্,

সদাই হোতো মনে।
ভিখারির ভাগ্যে, পোড়েছেন দুর্গে,
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে ॥

২ চিতেন। দুহিতার সুখো শুনিলে গিরি,
যে সুখো হয় আমার।

পাড়ন। যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা,
উমা ভাল আছে তোর।

ফুঁকা। যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধেয়ে যাই,
আনন্দে হোয়ে বিভোর ॥

মেলতা। শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সংবাদ,
আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই ॥

অন্তরা। এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়,
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
যে দুর্গা নামেতে দুর্গতি খণ্ডে,
সে দুর্গের দুর্গতি এ কি প্রাণে সয় ॥

৩ চিতেন। তুমি যে কয়েছ আমায় গিরিরাজ,
কত দিন কত কথা।
সে কথা, আছে শেল-সম, মম হৃদয় গাঁথা ॥

পাড়ন। আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায়,
কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।

ফুঁকা। হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণারো কার্ত্তিক,
ধুলায় পোড়ে লুটাতো ॥

মেলতা। গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা,
আমি এখন অন্ন অনেক কে বিলাই।

রাম বসু।

মহড়া। কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা,
ভিখারি হরের ঘরে।
জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল,
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা কোরে॥

খাদ। শুনে জামাতার দুঃখ, খেদে বুক বিদরে॥

ফুঁকা। তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গ নয়নী,
কনক বরণী তারা।
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুণ,
শিরে জটা বাকোল পরা।

মেলতা। আমি লোক মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি,
ফণি ধোরে অঙ্গে ভূষণ করে।

১ চিতেন। গৌরী কোলে কোরে নগেন্দ্র রাণী,
করুণ বচনে কয়।
উমা মা আমার, সুবর্ণ লতা,
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়॥

পাড়ন। মরি জামাতার খেদে, তোমারো বিচ্ছেদে,

ফুঁকা। প্রাণ কাঁদে দিবানিশি।
আমি অচল নারী, চলিতে নারি,
পারিনে যে, দেখে আসি॥

মেলতা। আছি জীবন্মৃত হোয়ে, আশাপথ চেয়ে,
তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝোরে।

অন্তরা। মরি, ছি ছি ছি, একি কবার কথা,
শুনে লাজে মোরে যাই।
তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি,
ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই।
মাখে অঙ্গেতে ছাই॥

২ চিতেন। তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা,
কূলে এনে দিতে পারো।
দেখে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ,
সে দুখো ঘুচাতে নারো॥

রামবসু-প্রণীত।

মহড়া। তারা গো মা পাপে তনু জীর্ণ হ'লো,
তারা আমায় তরাও তরাও ভবে।
বিফল হ'লো মানব জনম তবে,
হোল না মা ভজন-সাধন, দীনের দিন ফুরাল;
শমন প্রতিদিন গুন্‌তেছে সে দিন,
দিন আখেরি হোলো।
দয়াময়ী দয়া করি, দেও আমায় ঐ চরণ-তরী,
শমন রাজার ভেঙ্গে জারি,
পার হ'য়ে যাই ভবার্ণবে॥

খাদ। দিন তারিণী তোমা বিনে দিনে কে তরাবে।

ফুঁকা। আমার পুণ্য নাই মা পাপে ভরা,
ভয় পেয়ে তাই ডাকি তারা,
শক্তিময়ী তারা ওগো তারা মা, ব্রহ্মময়ী মা,
পুরাণে মহিমা শুনি, তুমি মা পতিতপাবনী,
নাম ধরেছ দিন তারিণী দিন তরাতে তারা।

মেলতা।—আছি মর্ত্ত্যে লয়ে পুত্র দ্বারা,
ব্রহ্মময়ী মা, ভব যন্ত্রণা আর সহে না,
তারা ভবে আর পাঠিও না শিবে ॥

১ চিতেন।—ত্রিতাপ হরা ত্রিলোক তারা, নাম ধর তারা,
ভবার্ণবে তরাও শিবে, জীব তরে যায় ভবে,
মা তুমি ভব ভয় হরা।

পাড়ন।—ভবে এসে আমার কর্ম্ম ফেরে,
মুগ্ধ আছি মায়া ঘোরে,
বদ্ধ হোয়ে আছি ভুলে ওগো মা, ব্রহ্মময়ী মা।

ফুঁকা। নিত্য ভাবি আজি কালি, রসনায় না বলি কালি,
অনিত্য বাসনায় কালি,
নিত্য ধন হারিয়েচি।

মেলতা। আমার অপরাধ ক্ষমা কর,
করুণা বিতরী তার,
ব্রহ্মময়ী মা, দয়াময়ী দিনের,
প্রতি কবে দয়া প্রকাশিবে ॥

অন্তরা। দুর্গতি নাশিনী তারা, ওগো তারা,
তুমি ভব ভয় নিবার,

ডাকি দুর্গা বলে দুর্গা নামের ফলে,
দুর্গমে রক্ষ তারা,
তারা মাগো নাই আমার উপায়, উপায় তব পায়,
ভব রাণী ভব দ্বারা।

২ চিতেন। মা দিনের অন্ত জীবনান্ত হবে যে সময়।
সিদ্ধেশ্বরী শুভঙ্করী সুরেশ্বরী গো মা,
সেই সময় দিও পদাশ্রয়॥

পাড়ন। এ দেহ পিঞ্জরে ওগো তারা,
পক্ষী যেমন থাকে তেম্নি ধারা, জীবের জীবন!

ফুঁকা। ওগো তারা মা ব্রহ্মময়ী মা,
প্রাণ-পাখী যখন পলাবে,
দেহ পিঞ্জর পড়ে রবে,
যাবার বেলা, কোথায় যাবে,
জান্‌তে কে তা পারে।

মেলতা। পাখী উড়ে গিয়ে কালি বোলে,
বসে কল্পতরু মূলে,
রঘুর এই বাসনা ভবে মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ পেলে,
ভবের আশা দূরে যাবে॥

রঘুনাথ দাস-প্রণীত।

মহড়া। জয়া যোগেন্দ্রজায়া মহামায়া,
মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার।

মা তাই শুনে এ ভবের কূলে,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, বিপদকালে,
ডাকি দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা !—
তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
আমায় দয়া কোরলে না মা পাষাণে প্রাণ বঁধলি উমা,
মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা ?

খাদ। অতি কুমতি কুপুত্র বলে,
আপনিও কুমাতা হলে—আমার কপালে,
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণ কুলে,
ধর্ম্ম তেমনি রেখেছ,—

ফুঁকা। দয়াময়ী ! আজ আমায় দয়া কোরবে কি মা,
কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ।

মেলতা। জানি তোমার চরণ সাধন করি,
ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী,
দেখ সকল ফেলে, ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি,—
আবার শূন্য করে সোণার কাশী,
ওগো শ্যামা সর্ব্বনাশী,
শিবকে ক'রে শ্মশানবাসী,
সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।

১ চিতেন। নাম কেবল করুণাময়ী, করুণাশূন্য হ'য়েছ।
মা, তুমি দক্ষরাজকুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি,
যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে,
শিব বিহনে, শিব অপমানে,

মা সেই অভিমানে,—
এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি,
দক্ষরাজায় নিদয় হলি,—
আপনি মলি, তায়েও মেলি,
পিতার দুঃখ ভাব্‌লিনে।

পাড়ন। তখন, যার অপমান শুনে কাণে,
প্রাণ তেজেছ বিষাদ মনে, দক্ষভবনে,
আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে,
তার বুকে পা দিয়েছ।

ফুঁকা। তুমি তার, তার, তার, না তার, না তার,
আপনার গুণে তোরবো,
দুর্গা নাম তরি, মস্তকেতে করি,
যতন করিয়ে রাখবো,
আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে

মেলতা। দুর্গা দুর্গা বলে ডাকবো।

২ চিতে। মা অসাধ্য তোমার সাধন, কোর্‌লে সাধন,
কেবল তার নিধন হ'তে হয়।

পাড়ন। একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,
তারা, তোমার ধারাত, মায়ের ধারা নয়!

ফুকা। মা রাবণ রাজা অন্তিমকালে, রঘুনাথের রণস্থলে
দুর্গা বলে ডেকেছিল বদনে,

মেলতা। তবু তার পানে ফিরে চাইলিনে,
তার দুঃখ ভাব্‌লিনে,

তারে ধ্বংস করে ভগবতী,
নিদয় হলি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি
দিতেও কারে রাখ্‌লিনে।

অন্তরা। আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,
বাজ্‌াত জয়কালীর ডঙ্কা,—অতি তেজ ডঙ্কা,
আবার ছল কোরে, তার সোণার লঙ্কা
দগ্ধ কোরে এসেছ।

মেলতা। দয়াময়ী মা গো,
কোন্‌কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ ?

এণ্টনি সাহেব।

বিজয়া।

মহড়া। আমার প্রাণ উমা,
আজ কি তুই যাবি গো মা,
কৈলাস পুরে।
আমি চিরদিন দুঃখিত পুত্রশোকে,
তিন দিন সুখে ছিলেম তোর চাঁদমুখে দেখে,
আজ কি মা যাবি ছেড়ে, হিমালয় শূন্য করে,
দিব, মা হয়ে বিদায় তোরে কেমন করে ॥

খাদ। তোমার যাই কথা সহে না আমার অন্তরে।
আমি ইচ্ছা করি মা তোমায়,
রাখি এই হিমালয় করিয়ে স্থাপন ॥

ফুঁকা। সদা সর্ব্বক্ষণ হায় হায় গো,
শিবকে পূজবো বিল্বদলে,
তোমায় পূজবো গঙ্গাজলে,
এইকালে পরকালে হবে কাল বরণ।

মেলতা। আমার এমন সুখের দিন,
বল আর কবে হবে,
জীবন জুড়াবে,
যেওনা হরিষে বিষাদ করে॥

১ চিতেন। বিজয়া দশমী কাল হ'লো উদয়।
নিতে উমাধনে বৃষ আরোহণে,
গঙ্গাধর এলেন হিমালয়॥

পাড়ন। উমা গঙ্গাধরকে হেরিয়ে মনোদুঃখেতে
মায়ের কাছে যায়।

ফুঁকা। কেঁদে কেঁদে কয় হায় গো,
দেমা আমায় সজ্জা কোরে, করবি বেঁধে দাও শিরে
যাই মা আমি কৈলাস পুরে,
প্রণাম হই তোর পায়॥

মেলতা। এই কথা শুনে রাণী,
উমার মুখে, মরি দুঃখে,
বক্ষেতে ভাসে দুটী চক্ষের নীরে॥

৺কৃষ্ণলাল।

ঠাকুরণ বিষয়ক গীত
সমাপ্ত।

সখীসংবাদ।

মেলতা। জান্‌তে এলেম তাই হে বল শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে
মধুর রাজ্যে মধুসূদন।
তোমার দুই রাজ্যের দুজন রাজা,
আমরা কার হব প্রজা,
বল শুনি, বল ওহে চিন্তামণি,
আমরা কোন্ রাজার রাজ্যেতে বাস করিব এখন॥

খাদ। শুনবো তোমার মুখে বাঁকা মদনমোহন॥

ফুঁকা। কৃষ্ণ সূক্ষ্ম বিচার কর তুমি,
ধর্ম্মভার দিলাম আমি, ও হে দয়াময়,
ও দান দয়াময়, লয়েছি ঐ পদাশ্রয়,
করোনা অবিচার হরি, ধরি ঐ শ্রীচরণ ধরি গুণনিধি
থাকে যদি তোমার ধর্ম্মভয়॥

মেলতা। এবার জানিব শ্যাম কেমন তোমার করুণা।
ওহে করুণাময় করুণাময়,
কর হে বিপদ রক্ষে বিপদভঞ্জন॥

১ চিতেন। বৃন্দে গে মধুপুরে গোবিন্দের পদারবিন্দে কয়॥

পাড়ন। ওহে বংশীবদন, রাধার মদনমোহন,
শুন হে দীন-দয়াময়॥

ফুঁকা। কৃষ্ণ আমরা জানি বৃন্দাবনে,

রাই রাজা সেই নিধুবনে,
ও হ শ্যামরায় শ্যামরায়, নিবেদি ঐ রাঙ্গা পায়।
ব্রজধামে ছিলে যখন, রাজবেশ ছিল না তখন,
রাখাল ছিলে রাজা হলে, এ মধুপুরে ॥

মেলতা। নূতন রাজ্যেতে নূতন রাজা হয়েছ,
রাণী পেয়েছ, শ্যাম শ্যাম,
ভুলেছ ব্রজলীলা ব্রজের জীবন ॥

অন্তরা। তোমায় তাই সুধাই শ্যাম দয়াময়,
ওহে নিরোদয়, হয়োনা নিদয়,
বঞ্চনা করোনা হরি, শুন ওহে রসময় বাঁকা শ্যাম হে হে।
কোত্তে হবে এমন দিন, কুদিনের সুদিন,
পাব ঐ পদে পদাশ্রয় ॥

২ চিতেন শুনলেম এই রাজ্যে এসে হয়েছ নূতন ভূপতি ॥

পাড়ন। এই যে নূতন রাজ্যে, পাইয়ে নূতন ভাষ্যে,
মনে আর নাই সে শ্রীমতী ॥

ফুঁকা। কৃষ্ণ আমরা তোমার দাসীর দাসী,
আমরা তোমায় ভালবাসী,
দেখিতে আসি তাই দেখিতে আসি তাই,
শুন হে নাগর কানাই ;
কোথায় তোমার পীতধড়া, কোথায় তোমার মোহন চূড়া ॥
ব্রজের বেশ আর নাই হে তোমার,
রাজার বেশ শ্যাম দেখিতে পায় ॥

মেলতা। এসে মথুরায় হলে ছত্রধারী শ্যাম,
গুণের গুণধাম হে গুণধাম হে।
কে দিলে তোমারে ঐ রাজসিংহাসন ॥

৺হরুঠাকুর।

মহড়া। অমনি ভাল শ্যাম হে তুমি রাধার নাম
আর করোনা এই মধুপুরে।
শুনে কুবজা মরে রবে, সেই দশা আবার হবে,
বোঝো মনে, যেমন রাজার দুর্জ্জয় মানে,
আবার কুব্জার মান ভাঙ্গতে হবে তেম্নি করে ॥

খাদ। শুন বনমালী বলি বিনয় করে ॥

ফুঁকা। যদি ভালবাসিতে শ্রীরাধারে,
আসিতে না যমুনা পারে, ওহে বাঁকা শ্যাম,
ওহে বাঁকা শ্যাম, করোনা আর রাধার নাম।
কুব্জার নাম কর সাধন, জুড়াবে শ্যাম তাপিত জীবন,
সুখী হবে সুখে রবে পাবে মোক্ষধাম ॥

মেলতা। যেমন তুমি হে বাঁকা রাজা মথুরায়,
ওহে শ্যামরায় হে শ্যামরায় হে,
তেমনি পেয়েছ রাণী কুবজারে ॥

১ চিতেন। বল্লে যাও রাধা রাজার রাজ্যে বাস কর সকলে ॥

পাড়ন। তোমার কথা শুনে, ভাবি মনে মনে,
কি ববে যাব গোকুলে ॥

ফুঁকা। রাধার সর্ব্বস্ব ধন চিন্তামণি,
তুমি হে শ্যাম গুণমণি, ফণির মণি প্রায়,
বলবো কি তোমায়, শুন ওহে শ্যামরায়,
তুমি রইলে মধুপুরে, আমরা যাব কেমন করে,
ব্রজে গেলে, রাই সুধালে, বলবো কি রাধায় ॥

মেলতা। তোমার কুব্জা যায় ভাল থাকে সেই ভাল,
ভাল ভাল হে শ্যাম, বেঁধেছে কুব্জা তোমায় প্রেমডোরে ॥

অন্তরা। যেমন সাধ করে সেই রাধার নাম
আদরিণী নাম রেখেছিলে শ্যাম।
সে আদর সব কোথায় এখন,
ওহে বংশীধারী শ্যাম, বল শ্যাম শ্যাম হে,
রাধার সে নাম এখন, দিয়ে বিসর্জ্জন,
সার ভেবেছ মনে কুবজার নাম ॥

২ চিতেন। তেম্নি শ্যাম আদর করে কুব্জার মান রাখ মথুরায় ॥

পাড়ন। তবে সমাদরে, অতি আদর করে,
তোমারে রাখিবে শ্যামরায় ॥

ফুঁকা। কৃষ্ণ ত্রিজগতে সবাই শুনেছি নাম বিপদকালে,
রাধাকৃষ্ণ কয়, ওহে রসময়, শুন হে শ্যাম দয়াময়,
বুঝে দেখ মনে মনে, শয়নে আর কি স্বপনে,
কুব্জা কৃষ্ণ কে বলে শ্যাম বিপদ সময় ॥

মেলতা। এখন বল হে বল কৃষ্ণ বল হে প্রাণকৃষ্ণ হে
তাই কি দোষে এলে রাধায় ত্যজ্য করে ॥

৺নীলুঠাকুর।

মহড়া। কাল শশী, আমরা ব্রজবাসী, বল কি দোষে
দূষি তোমার রাঙ্গা পায়।
তুমি পেয়েছ রাজধানী, রাজলক্ষ্মী কুব্জা-রাণী,
সাধন গুণে বিচ্ছেদে রাই মরে তায়॥ খেদ করিনে।
আমরা হই তোমার দাসী, যুগল পদের অভিলাষী,
বিচ্ছেদে কেন দাসীর প্রাণ যায়॥

খাদ। প্রবঞ্চনা মম বলো না হে আমায়।

ফুঁকা। জানি শ্যাম শ্যাম তুমি তিল আধ আধ-পদ ছাড়া
নও শ্রীবৃন্দাবন, কেবল রাধার প্রতি অদর্শন।
আমরা তোমার ধ্যান করিলে, দরশন পাই হৃদকমলে,
কেন জলে স্থলে বিচ্ছেদানলে হই দাহন॥

অন্তরা। বংশীর ধ্বনি শুনে, ধেয়ে যাই বনে হে
সে বনে, দেখিতে কেন পাইনে তোমায়॥

১ চিতেন। বিচ্ছেদে ব্রজবাসী ধায় মথুরায়।

পাড়ন। গমনের নিরানন্দে, সঙ্গের সঙ্গীবৃন্দে,
গোবিন্দে প্রণাম গে জানায়॥

ফুঁকা। কালাচাঁদ চাঁদ তুমি কাল বলে মথুরায় এলে,
সে কাল হলো কতকাল,
আমরা দুঃখে কাঁদি চিরকাল শ্যাম,
কাল ভেবে হয়েছি কালি, মনের কালি জানেন কালী,
আজ মরি কি মরি কালি, কাল হয়েছে মৃত্যুকাল॥

মেলতা। তোমার কাল ভুজঙ্গ, দংশেছে অঙ্গ হে,
বিচ্ছেদ বিষ জ্বালায় এলেম হে এ মথুরায়॥

অন্তরা। আমরা গোকুলে তোমার নিত্যসেবার দাসী।
দেখিতে ঐ কালরূপ ভালবাসী হে।
যখন ছিলে বৃন্দাবনে, আমরা বনের বনফুল এনে,
দিতেম রাঙ্গা চরণে।
মনের মানসে এই গোপীগণে॥

২ চিতেন। তাইতে কি বিচ্ছেদ দণ্ড কল্লে প্রাণে॥

পাড়ন। কর যে সব দণ্ড, সই সকল দণ্ড,
প্রেমদণ্ড সইতে পারিনে।
শুনেছি তোমার কৃষ্ণনাম জপিলে তুণ্ডে অন্তে খণ্ডে,
কালের ভয়, চরণ ভাবিলে জীবের ঐহিক হয়। শ্যাম
এস্মি গোপীর দুরাদৃষ্ট, কৃষ্ণনামে অধিক কষ্ট,
স্মরণ নিলে দুকুল নষ্ট, প্রেম কল্লে কলঙ্কের ভয়॥

মেলতা। আমরা দীন দৈন্যের প্রায়, এলেম মথুরায় হে,
তাই জানিতে এলেম তোমার রাজসভায়॥

৺রামপ্রসাদ-ঠাকুর।

মহড়া। কুব্জা গো তোদের রাজ্যে কি গো,
শ্যাম শুক পাখী এসেছে।
ব্রজে আমাদের রাই চন্দ্রমুখী পুষেছিল শ্যাম-শুকপাখী,
প্রেম-পিঞ্জরের সে পাখী অক্রূর এনেছে হরে।
আমরা তার পাইনে দেখা, পাখীর মাথায় পাখীর পাখা,
সেই পাখায় শ্রীরাধার নাম লেখা আছে॥

খাদ। যথার্থ বল আমার কাছে ॥

ফুঁকা। সে যে শ্যাম শুক-পাখী, রাধার প্রিয়-পাখী,
ছিল কুঞ্জধামে কুব্জা গো।
তার ভঙ্গী সুঠাম থাকতো রাই-প্রেমপিঞ্জরে,
মুরলী করে, বলিত সে চন্দ্রাধরে, শ্রীরাধার নাম ॥

মেলতা। তারে দেখলে চিন্তে পারি,
ভঙ্গী দেখে নয়ন দেখে গো,
ভৃগু-পদচিহ্ন তার বক্ষে রয়েছে ॥

১ চিতেন। অষ্ট সখিগণে কংসের ভবনে হইয়ে উদয়।

পাড়ন। কুব্জার অন্তঃপুরে, বলে ভঙ্গী করে,
কৌশলে পরিচয় জানায় ॥

ফুঁকা। আমরা ব্রজবাসী, রাই দুঃখিনীর দাসী,
ছিলাম স্বদেশে এলেম এ দেশে।
শ্যাম নামে শ্যাম শুক-পাখী, আমরা তারে হারিয়ে সখি,
অন্বেষণ করি পাখী, দেশে দেশে ॥

মেলতা। হলো অনেক দিন পাইনে কোন দেশে, কুব্জা গো
অবশেষে জান্তে এলেম তোমার কাছে ॥

অন্তরা। সে যে সুঠাম শুকপাখী,
অক্রূর আনলে রাধায় দিয়ে ফাকি।
পাখীর বরণ চিকণ-কালো, তার রূপে করে ভুবন আলো,
এমন রূপ আর কোথাও নাই।
আমরা ব্রজ-গোপীকায়, ঠেকিছি এ দায়,
তায় ঝোরে আঁখি ॥

২ চিতেন। সে যে শ্যাম শুক-পাখী, প্রেমসুখের পাখী,
সামান্য সে নয়॥

পাড়ন। তার যে ভঙ্গী বাঁকা, দুটী নয়ন বাঁকা,
সর্ব্ব অঙ্গ কেবল বাঁকাময়॥

ফুঁকা। শুন গো কুব্জা সখি, শ্যাম কেমন শুক-পাখী,
জান না মর্ম্ম, কুব্জা গো
সে পূর্ণব্রহ্ম নাম নিলে জীবের নিস্তার,
অনায়াসে হয় ভবপার, দক্ষিণ চরণেতে যাঁর গঙ্গার জন্ম॥

মেলতা। তেজে বৈকুণ্ঠ ব্রজমাঝে হলেন উদয়।
রাইপ্রেমের দায় গো।
পাখী হয়ে পাখীর ব্যভার ধরেছে॥

৺রাসু নৃসিংহ।

মহড়া। কুব্জা গো রাধার সে পাখী গো,
থাকলে হবে তোর ভাগ্যেতে।
সে নয় ব্রহ্মাণ্ডে কারো বাধ্য, বদ্ধ করা তায় অসাধ্য,
সাধন করে ধ্যান করে ব্রহ্মা পেলেন না তাঁরে,
কোন দিন সে পালিয়ে যাবে, প্রেম-খাঁচা তোর পড়ে রবে,
অবশেষ কাঁদতে হবে পথে পথে॥

খাদ। পারবিনে তারে ভুলাতে॥

ফুঁকা। রাধে জীবন-যৌবন, সকল করে অর্পণ,

তার মন পেলে না, কুব্জা গো, পেলেন লাঞ্ছনা।
খেয়ে রাধার প্রেমের সুধা, নিবৃত্তি করে ক্ষুধা,
পালিয়েছে ত্যজে রাধা, কেলে সোণা ॥

মেলতা। সে যে সামান্য বন্ধনেতে রয় না বন্ধ কুব্জা গো,
প্রেমশিকল কাটতে পারে কটাক্ষেতে ॥

১ চিতেন। কুব্জা কি বল্লি গো, শুনে প্রাণ দহে গো,
ভাবি অন্তরে ॥

পাড়ন। রাধার পাখী ধরে, এই মধুপুরে,
রেখেছিস্ হৃদি পিঞ্জরে ॥

ফুঁকা। তুই তো ঘরে বসে, পেলি অনায়াসে,
দেবের দুর্লভ ধন, কুব্জা গো রাধার মনের ধন।
অক্রূর তাই চুরি করে, এনে তাই দিলে তোরে,
তুই রাখলি হৃদ-পিঞ্জরে করে বন্ধন ॥

মেলতা।—সে যে সামান্য বন্ধনেতে রয় না বন্ধন কুব্জা গো,
বলি তায় বাঁধলেন কেবল পাতালেতে ॥

অন্তরা।—জানি তুই যে কংসের দাসী,
হলি শ্যাম শুক-পাখী প্রেম-প্রয়াসী।
রাধার প্রাণে ব্যথা দিয়ে পাখী রেখেছ,
এই কংসালয়ে নূতন প্রেমের পিঞ্জরে।
পাখী হতে অদর্শন, বন উপবন,
খেদে কাঁদে রাই রূপসী ॥

২ চিতেন।—একবার দেখাও দেখি, সে সুখের পাখী,
মনে বাঞ্ছা তাই ॥

পাড়ন।—অনেক দিনের পরে, তারে চক্ষে হেরে,
অদ্য রে তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥

ফুঁকা। তুই তো মনের সাধে, নূতন প্রেমের ছাদে,
ধল্লি শ্যাম-শশী, কুব্জা গো তুই কংসের দাসী।
দুর্য্যোগে রাহু হরে, সুযোগে শ্যামকে পেয়ে,
জানিলেম তুই চতুর মেয়ে সর্ব্বগ্রাসী ॥

মেলতা।—তারে গ্রহণে মুক্তি কর যুক্তি করে কুব্জা গো
ত্রাসিত আছেন সদা তোর ভয়েতে ॥

৺গোজলা গুঁই।

মহড়া। গোপীর পূরাও মনস্কাম, ত্যজে মধুধাম,
একবার চল শ্যাম বিচ্ছেদ-ব্রজেতে।
আমি এসেছি মনের দুঃখে হরি, আমরি
তোমার বিচ্ছেদে মরে ব্রজে প্যারি,
ব্রজে নাই হে সে সুখের কাল,
বিচ্ছেদ কাল রাধার মৃত্যুকাল,
এসেছি তোমায় নিতে ॥

খাদ। দেখবে রাধার দশা আপন চক্ষেতে ॥

ফুঁকা। রূপে প্যারি তোমার চাঁপাকালি,
হুতাশে তার অঙ্গ কালি,
চল একবার বনমালী, দেখে এস শ্রীরাধায়,
এস পুনরায় হায় হায় হায় হে শ্যাম।

কাঁদে প্যারি কৃষ্ণ বলে, বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে,
চক্ষের জল শ্যাম প্রবল হয়ে, গোকুল বুঝি ভেসে যায় ॥

মেলতা। হলো শোকাকুল সকলে, যাও যদি গোকুলে,
শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে।
বিচ্ছেদ শেষদশায় বাঁচে প্যারি প্রাণেতে ॥

১ চিতেন। বিচ্ছেদে কাতরা অধীরা দেখে শ্রীরাধায় ॥

পাড়ন। বৃন্দে ধেয়ে যায় মথুরায়,
গিয়ে নিবেদন করে কৃষ্ণের পায় ॥

কুঁকা। প্যারি কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে, কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমী হয়ে,
ছিল প্যারি মনের সুখে।
সে সুখ রাধার ঘুচেছে, বিচ্ছেদ ঘটেছে,
তোমায় এনেছে সেই অক্রূর মুনি, হারায়ে রাই চিন্তামণি,
মণি হারা যেমন ফণি, ধরায় রাই পড়ে আছে ॥

মেলতা। দশম দশাতে প্যারি, হায় হায় কি করি,
শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে।
মনে ভেবে তাই এলেম শ্যাম গোকুল হতে ॥

অন্তরা। আছে ধরা শয্যায় দশম দশায়, শেষদশায় প্যারি
জীবন পাবে হরি দেখলে তোমায় কালাচাঁদ হে।
নয়ন মুদে প্যারি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
রেখেছে রাধারে তুলসী-তলে,
আসন্নকাল বলে ওহে শ্যাম হে ও শ্যাম
আসন্নকাল বলে সবাই বলে হরি, ব্রজে চল হরি,
দেখে এস তোমার শ্রীরাধায়, কাঁলাচাঁদ হে ॥

২ চিতেন।—বলেছি আন্‌তে হরি, কিশোরী বধূর রাজ্যে যাই ॥

পাড়ন।—আছেন সে আশায়, প্রেমাশায়,
বধূ-জীবন রেখেছে তোমার রাই ॥

ফর্কা। ব্রজে কমলিনী প্রাণে মলে,
বাঁচবে না কেও গোপীকুলে,
নারী হত্যা গোপের কুলে, হবে কৃষ্ণপ্রেমের দায়,
বিচ্ছেদ-বেদনায়, হায় হায় হায় হে শ্যাম।
এলে গোকুল পরিহরি, আজ মরে কাল মরে প্যারি,
এখন শ্যাম ব্রজে গেলে রাধার জীবন রক্ষা পায় ॥

মেলতা। আমি জানলেম রাঙ্গা পায়, কর হে তার উপায়,
শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে।
কিসে রক্ষা পায় প্রেমাধিনী প্রাণেতে ॥

নীলু পাটনী।

মহড়া।—বিচ্ছেদ ব্যাধির কি ঔষধি আছে কি বিধি
আমরা গোপীকায় কিসে মুক্তি পাই।
বিচ্ছেদ অনলে অঙ্গ জ্বলে হরি,
জলেতে বঁধূ নিভায় না এ অনল।
কি করি বল বল হে।
জান যদি ঔষধি আমরা বাঁচি শ্যাম আমরা বাঁচি শ্যাম।
কমলিনীর প্রাণ বাঁচাই ॥

খাদ। বল হে শুনে যাই ওহে কানাই ॥

ফুঁকা। ব্রজে দিয়ে দারুণ বিচ্ছেদ ব্যাধি, নিদয় হয়ে গুণনিধি,
গোপীর পক্ষে বিগুণ বিধি, মরি বক্ষ-বেদনায়।
দুঃখ বলবো কায়, হায় হায় হায়।
প্যারি আশাপথ চেয়ে আছে, কি বলবো গে তাহার কাছে,
এলো না শ্যাম শুনে পাছে, হুতাশে রাই প্রাণ হারায়॥

মেলতা। প্যারি মলে আর উপায় নাই, কি করি ভাবি তাই,
শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে।

১ চিতেন। শ্রীরাধার মৃত্যু নাই বলে শ্যাম বুঝালে আমায়॥

পাড়ন। মরি গোপীকায় শ্যামরায় মধুর বাক্যে কি তাপিত
প্রাণ জুড়ায়॥

ফুঁকা। তোমার বিচ্ছেদ অনল বৃন্দাবনে,
গোপীকার হৃদয়-কাননে, প্রবল হয়ে মন পোড়ে শ্যাম,
সে অনল কিসে নিভায়, কল্লে কি উপায়,
হায় হায় হায় হে শ্যাম।
যাবে না সেই বৃন্দাবনে, আমরা তা জেনেছি মনে,
মন বুঝে না তোমায় নিতে, এসেছি তাই মথুরায়॥

মেলতা। জানি যাবে না ব্রজধাম, ত্যজে এই মধুর ধাম,
শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে।
তুমি যাও না যাও মহৌষধি জেনে যাই॥

অন্তরা।—কেবল নাম হলো শ্যাম কলঙ্কিনী।
সে ধনি এখন কৃষ্ণ ধনে হলো কাঙ্গালিনী, কালাচাঁদ হে।
বিচ্ছেদে ব্রজে প্যারি করে হা হা ধ্বনি,

সে ধনেতে এখন কুব্জা ধনি ধনী,
ওহে শ্যাম ওহে শ্যাম করেছ যায় ধনী।
ছিল কংসের দাসী, করেছ রূপসী,
রাজরাণী হয়েছে ধনি, কালাচাঁদ হে।
বুঝেছি অভিপ্রায়, যাবে না ব্রজে শ্যামরায়॥

২ চিতেন।—মধুর রাজ্যেতে সুখেতে
হরি থাক হে লয়ে কুবজায়।

ফুঁকা।—কুব্জা নব প্রেমের প্রমোদিনী, ষোড়শী-নবযৌবনী,
সে আদর কি চিন্তামণি,
কিম্বা পার হতে, নব-প্রেমেতে এ এ হরি।
মরে ব্রজে মরুক প্যারি, কি ক্ষতি তায় তোমার হরি,
আমরা রাধার সহচরি, মরবো রাই মরণেতে॥

মেলতা।—আমি এসেছি মথুরায়,
আছে রাই সেই আশায়, শ্যাম হে।
প্যারি সুধালে বলবো কি শ্যাম বল তাই॥

লালু নন্দলাল।

মহড়া। গোপাল বল রে বল শুনি নয়ন ছল ছল
কেন চক্ষের জল পড়ে কি দুঃখে।
যাবি মথুরায় কংস যজ্ঞে জানি, নীলমণি,
তোমায় নিতে এসেছে অক্রূর মুনি, ওরে
গিয়ে সেই মথুরায়, পুনরায়,
বুঝি আস্‌বিনে ব্রজাঘাত হান্‌বি চক্ষে॥

খাদ। আজ তোর মনের কথা বল রে আমাকে ॥

ফুঁকা। ও তোর ভাব দেখে ভাবি মনেতে,
এলি কৃষ্ণ বিদায় নিতে, মা বলে কেঁদে নীলমণি।
চেয়ে রইলি মুখপানে, ব্যথা পাই প্রাণে, গোপাল,
সবে ধন তুই রতন মণি, লয়ে যাবে অক্রূর মুনি,
মা বলে কি দুঃখিনীরে চাঁদমুখে আর ডাকবিনে ॥

মেলতা। শোকে জীবন অধৈর্য্য হয়, হেরি দিক্ শূন্যময়,
কেন দিবসে অন্ধকার হেরি চক্ষে ॥

১ চিতেন। মথুরায় যাবেন কৃষ্ণ, ধনু ক্ষয় কংস যজ্ঞেতে।

পাড়ন। চিত্র বিচিত্র সুচিত্রে অক্রূর রথ সাজালেন রাজপথে ॥

ফুঁকা। জগত ভুলে যার মায়াতে,
গোপাল বেশে গোকুলেতে,
কেঁদে কেঁদে বিদায় নিতে,
ধল্লেন যশোমতির পায়, বল্‌বেন অভিপ্রায়,
হায় হায় হায় রে,
ফিরে আস্‌বো না আর গোকুলেতে।
পারেন না মা যে বলিতে।
পড়ে রাণীর পদতলে নয়ন-জলে ভেসে যায় ॥

মেলতা। রাণী গোপাল লয়ে কোলে, কেঁদে কেঁদে বলে,
হায় হায় হায় রে।
কেন প্রাণ কাঁদে কৃষ্ণ তোর চাঁদমুখ দেখে ॥

অন্তরা। থাকি ঘুমালে তোয় বক্ষে ধরে,

প্রাণ ধরে, তোরে কি বলে,
বল্‌বো যাও মধুপুরে, গোপাল বল রে।
দিবস না হতে থাকিতে যামিনী,
দে মা দে মা বলে খাও রে নবনী,
ওরে রতনমণি, মরি তাই ভেবে রে,
ওরে রতনমণি যাবি মধুপুরে, ক্ষুধা হলে পরে
কে দেবে নবনী তোরে, গোপাল রে বল রে ॥

২ চিতেন। ধনুক্ষয় যজ্ঞ ছলে, কংস তোয় নিতে পাঠালে ॥

পাড়ন। সে যে যজ্ঞ নয়, সন্দ হয়,
গোপাল যেও না মধুমণ্ডলে ॥

ফুঁকা। সে যে নিষ্ঠুর কংস নৃপমণি,
পাঠায়েছে অক্রূর মুনি, লয়ে যাবে রতনমণি,
দুঃখী করে আমায়,
দুঃখ বলবো কায়, হায় হায় হায় গোপাল।
এক দিন স্তনে বিষ মাখায়ে, পুতনা তোর মুখে দিয়ে,
বিনাশ কত্তো তোরে গোপাল, কালী রক্ষা কল্লেন তায় ॥

মেলতা। সেথা আপনার কে আছে, ভেবে মন সচঞ্চল,
হায় হায় হায় রে।
কংস বিপক্ষ সকলে তো তার পক্ষে ॥

রাম বসু।

মহড়া। ওহে অক্রূর মুনি, বল বল শুনি,
কোন মণি ঐ তোমার রথে।

আমরা হারিয়ে নীলকান্তমণি, কাঁদি সব কুলরমণী,
হরে কে নিলে ব্রজের চিন্তামণি,
কাঁদে বিচ্ছেদে রাই রমণী, ব্রজের পথে পথে ॥

খাদ। আমরা নারী সব নারি চিনিতে ॥

ফুকা। অক্রূর হে তুমি বৈষ্ণব চূড়ামণি, ধর্ম্মজ্ঞানী পরায়ণ।
তোমার সরল মন ও ও হে।
রথ লয়ে এই গোকুলে, এলে কালি সন্ধ্যাকালে,
তুমি কি আজ হরে নিলে, আমাদের নীলকান্ত ধনে ॥

মেলতা। তোমার পাইনে দেখা হলে অদেখা হে
দৈবাৎ দেখা হলো ভাগ্য হতে ॥

১ চিতেন। অক্রূর কৃষ্ণ লয়ে, বেগে ধেয়ে যায় মথুরায় ॥
পাড়ন। রথের শব্দ শুনে, ভ্রান্ত হয়ে মনে,
ব্রজবাসীগণে ধেয়ে যায় ॥

ফুঁকা। এ সময় যমুনার নিকটে গিয়ে, অক্রূর মুনির দেখা
পায় কৃষ্ণপ্রেমের দায় হায় গো।
কেউ বা কৃষ্ণ বলে ধায়, কেউ ধরে ঐ মুনির পায়,
কেউ বা রথে, কেউ বা পথে, কেউ শোকেতে মূর্চ্ছা যায় ॥

মেলতা। বিনয় বাক্যে বলে অক্রূরকে গো,
কে কল্লে এ ডাকাতি গোকুলেতে ॥

অন্তরা। আমরা কখন কারো মন্দকারী নই, শুন কই হে,
আমরা জানি না প্রাণ-কৃষ্ণ বই।

করি কৃষ্ণগুণ গান, কৃষ্ণপদ ধ্যান,
কৃষ্ণকথা মুখে সবাই কই ॥

১ চিতেন। কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নিরানন্দ আজ করিয়ে।

পাড়ন। গোপীর সুখ সাধে, বিষাদ হলো সাধে ॥

ফুঁকা। অতি সাধের ধন প্রাণ কালিয়ে। অক্রূর হে।
লঙ্কায় যেমন মহীরাবণ, শ্রীরাম লক্ষ্মণ হরে লয়।
ঘটলো তেমনি দায় হায় গো,
ঘটলো তেম্নি বৈলক্ষণ, রাম কৃষ্ণ কল্লে হরণ,

মেলতা। ব্যথা কারে জানাই, এমন ব্যথিত নাই গো,
এরূপে উদ্ধার হব এ দায় হতে ॥

৺উদয়চাঁদ।

মহড়া। তোমায় ধরেছি চোর, ব্রজের কৃষ্ণধন চোর,
চোর ধরে ছেড়ে দিব না।
আন্‌লে রাধার ধন চুরি করে,
ধন সহিতে ধল্লেম তোমারে,
আছে রাজার হুকুম বাঁধবো করে করে
করবো বিধিত দণ্ড তোমায় আর লাঞ্ছনা ॥

খাদ। শিষ্ট বাক্যেতে আমরা ভুলবো না ॥

ফুঁকা। অক্রূর হে তুমি চোরের শিরোমণি,
ব্যভারে জান্‌লেম তোমায়, পেলেম পরিচয় হে,
চোরে কল্লে সৎব্যবহার, পূর্ব্বের ভাব যায় না তার,
অপরের ধন দেখলে আবার সাধু-তত্ত্ব ভুলে যায় ॥

মেলতা। তুমি চোরের গণ্য চোরের মান্য হে।
তোমার মত চোর আছে আর ক-জনা॥
২ চিতেন। বল্লে অক্রূর মুনি ব্রজের চিন্তামণি এই রথে॥
পাড়ন। তোমার কথা শুনে ব্যথা পেলেম প্রাণে॥
ফুঁকা। আমরা বাঁচিনে আর দুঃখেতে।
মথুরায় ধনু যজ্ঞ করবে কংস আমরা তায় অসুখী নই,
মনের কথা কই। ওহে।
অগ্রেতে বল্‌তে যদি, দিতাম যজ্ঞে যেতে শ্যাম-নিধি,
হয়েছ চোর অপরাধী, মুনির ধর্ম্ম রাখলে কই॥
মেলতা।—তোমায় ধার্ম্মিক বলে মান্‌তেম সকলে হে,
বকের প্রায় এমন ধার্ম্মিক আর দেখবো না॥
অন্তরা। চোরে ধরা পড়লে মিষ্ট কথা কয়। কয় হে।
চোরকে ছাড়লে আর কি ধরা যায়।
সিঁদেল চোরে নিদেল দিয়ে, গৃহীলোকের মন ভুলায়ে,
তুমি তদ্রূ প্রায় হে চোর।
প্রধান মাশুল চোর চুরি কল্লে এসে নন্দালয়॥
২ চিতেন। কৃষ্ণ নবীন চোর, নারীর বসন চোর গোকুলে॥
পাড়ন।—বাজিয়ে মোহনবাঁশী, ঐ কালোশশী,
ব্রজবাসীদের মন হরিলে॥
ফুঁকা। তুমি আজ এমন চোরকে কল্লে চুরি,
অসাধ্য আর কিছুই নাই, স্পষ্ট বলি তাই হায় গো,
লোকের মুখে শুন্‌তে পাই, চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই,
দুই চোরেতে এক মনেতে রথে প্রণয় দেখতে পাই॥

মেলতা। চিরচিন যারে মন প্রাণ দান করে হে,
তবু তার ব্রজপুরে মন পেলেম না ॥ ০ ॥

৺সৃষ্টিধর।

মহড়া। ফিরে এস হে রাধার মান দেখে মান করে
শ্যাম আজ যেও না।
তুচ্ছ নারীর মান ক'দিন রবে, তোমার রাই তোমার হবে,
শ্যাম হে কেবল কথাই রবে,
রাগের ভরেতে ব্রজাঙ্গনার প্রাণ বধো না ॥

খাদ। চল হে নিকুঞ্জে, মান যাবে না ॥

ফুঁকা। শ্যাম তুমি হে রসিক মণি, জানি তোমায় চিন্তামণি,
গুণমণি বলি শ্যাম তোমায়, তুচ্ছতায়। শ্যাম হে,
থাক বঁধু ধৈর্য্য ধরে, পাবে তোমার শ্রীরাধারে,
কালবরণ না দেখে রাই অমনি মূর্চ্ছা যায় ॥

মেলতা। এতই চিন্তা কেন, গুণমণি শ্যাম,
নিরোদ-বরণ নীরদ-বরণ,
মানের দায় বংশীবদন আর কেঁদো না ॥

১ চিতেন। শ্রীমতী মানের দায়ে বিদায় তুমি বল্লে এখন ॥

পাড়ন। রাধার মান দেখে তোমার প্রাণ কাতরা অধরা হে
দুঃখে দহে জীবন ॥

ফুঁকা। রাই তোমারে বিদায় দিয়ে, কুঞ্জে কাঁদেন ব্যাকুল হয়ে,
আকুল হয়ে ধৈর্য্য ধরে না ধরে না শ্যাম হে।

আমরা উভয় পক্ষের দাসী, উভয় পক্ষে ভালবাসী,
রাধা শ্যাম বিচ্ছেদ হলে প্রাণে সহে না ॥

মেলতা। প্যারী কাল ভালবাসে জানি হে কালশশী,
শ্রীরাধার মানের দায়ে আর ভেব না ॥

অন্তরা। বলবো কি হে শ্যাম তোমাকে,
গিয়ে রাধার দশা দেখ চোখে ॥
পড়েছেন রাই ধরাতলে, সদাই ডাকেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
কৃষ্ণ কই বোলে বোলে,
হয়ে কৃষ্ণ হারা, প্রাণ কাতরা, সবাই কাঁদে মনের দুঃখে ॥

২ চিতেন। কাতরে বল্লেম তোমায়,
তাতেই হরি আমরা সব গোপীকায় ॥

পাড়ন। চল চল শ্যাম হে, সেই রাধার কুঞ্জে,
বলি তাই হে, ধরি রাঙ্গা পায় ॥
কৃষ্ণপ্রাণা রাই, বলি তাই শ্যাম হে,
আমরা সবে ব্রজনারী, কৃষ্ণ বিনে রইতে নারি,
চরণ বিনে গোপীগণের অন্য উপায় নাই ॥

মেলতা। তোমার অভয় পদে আছি সঁপে মন, গোপী সবে
গোপী সবে ঐ চরণ বিনে নাইকো আর উপায় ॥ ০ ॥

এণ্টনি সাহেব।

মেলতা। কোথা যাও হে বধু আজ কেন জলধারা দু'নয়নে।
এলে শ্রীরাধার কুঞ্জ হতে, রজনী প্রভাতে, শ্যাম হে
যাচ্ছ রাগভরেতে, তোমার মুখ দেখে বাঁচিনে প্রাণে ॥

খাদ। দেখিয়ে বিরস মন ভাবি মনে ॥

ফুঁকা। আজ কেন হে কালশশী, শ্রীমুখে নাই মধুর হাসি,
মন উদাসী, সদাই দেখতে পাই, ভাবি তাই শ্যাম হে,
বিরস বদন দেখতে নারি, এও কি প্রাণে সইতে পারি,
মানের ভরে, শ্যাম তোমারে, কি বলেছেন রাই ॥

মেলতা। প্যারী অবোধ নারী কল্লেন মান কমলিনী,
মানের দায় কল্লেন ত্যজ্য পূজ্য ধনে ॥

১ চিতেন। না ভেঙ্গে রাধার মান মানের দায়ে কেঁদে
শ্যাম ফিরে যায় ॥

পাড়ন। দেখে ললিতে, বলেন দ্বার থেকে,
দাঁড়াও শ্যাম হে নিরোদয় ॥

ফুঁকা। ধূলায় অঙ্গ ঢেকে গেছে, বদনকমল শুকায়েছে,
সে ভাব গেছে, এ কি দেখতে পাই, ভাবি তাই, শ্যাম হে,
গেছে তোমার সুখের দশা, গেছে রাধার ভালবাসা,
নীলকমল হে, এ কি দশা আহা মরে যাই ॥

মেলতা। ভাবের অভাব দেখে, মনে ভাবি তাই,
কালো শশী কালো শশী,
নিরন্তর জ্বলবে জীবন মনাগুণে ॥

অন্তরা। যাও কোথা হে বংশীধারী,
হলো শ্রীরাধার মান এতই ভারি,
তুচ্ছ মানে কাতর হলে, বঁধু সেধে কেন ফিরে এলে,
গোকুল ভাসালে গোকুল ভাসালে।
জানি গোকুল রক্ষে করেছিলে, বাম করেতে ধরে গিরি ॥

২ চিতেন। হয়েছ কাতর প্রাণে রাধার মানে নীরদ বরণ ॥

পাড়ন। এখন ধৈর্য্য হও শ্যাম-চিন্তামণি, বলি শ্যাম হে,
তোল চাঁদ-বদন ॥

ফুঁকা। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, প্রভাতে নিকুঞ্জে এলে,
মানিনী মান কত্তে পারে, বল্লে দুটো বলতে পারে,
সেই কথা কি কৃষ্ণ তোমার সইলো না প্রাণে ॥

মেলতা।—হয়ে কৃষ্ণ হারা আমরা কোথা যাই বল বল,
কৃষ্ণ বই ব্রজাঙ্গনা বাঁচিনে ॥

৺নীলমণি পাটনী।

মহড়া। মেয়ে হয়ে রাই, মধুর কৃষ্ণ নাম
লেখালি তোর রাঙ্গা পায়।
জপে কৃষ্ণ নাম ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী,
সেই নাম তোর পায়ে গো লিখলেন বংশীধারী,
ঐ নাম জপিলে তুণ্ডে, কালে কালের ভয় খণ্ডে,
জপে কৃষ্ণ নাম অজামিল বৈকুণ্ঠে যায় ॥

খাদ। এ কি লজ্জার কথা তোর কথা শুনে লজ্জা পায় ॥

ফুঁকা। যে নাম যোগে ভাবে যোগিগণে,
অন্বেষণ পায় না সাধনে,
এম্নি কঠিন নাম, নামের প্রধান নাম গো ও ও গো।
সে নাম তোমার পায়ে লেখা, পাপচক্ষে যায় কি দেখা,
ঢাকলে ও নাম যায় না ঢাকা, সুধাসিন্ধু নাম ॥

মেলতা। কৃষ্ণ নামে হয় পরিত্রাণ, শুন গো রাই তার প্রমাণ,
হয়ে রাজ-সন্তান।
প্রহ্লাদ বিষ-পানে নামের গুণে জীবন পায়॥

১ চিতেন। কি কথা বল্লে রাধে শুন্‌লেম কর্ণে॥
পাড়ন। ভাঙতে অভিমান পায়ে ধরে আপ্নি ভগবান॥

ফুঁকা। লিখলেন কৃষ্ণ নাম দুটী চরণে।
আমরা শুনেছি ঐ নামের বলে, পাষাণ ভেসেছিল জলে,
সেই নাম রাই তোর পায়, শুনে কান্না পায়, গো ও ও গো
ঐ কৃষ্ণ নাম জপে প্যারি, পঙ্গুজন লঙ্ঘে গিরি,
পশু-পক্ষী আদি করি কৃষ্ণগুণ গায়॥

মেলতা। নামের সহিতে নারায়ণ, বিরাজমান সর্ব্বক্ষণ,
রাধে শোন্ গো শোন্।
এ নির্ম্মল নাম নারীর পায় কি শোভা পায়॥

অন্তরা।—তোর চরণের নাম কে করে।
কৃষ্ণ নাম করে লোকে যাগ করে আর যজ্ঞ করে,
কেবল কৃষ্ণের প্রেমের গুণে,
হলি সুসম্মানী রাই বৃন্দাবনে রাধে গো।
রাধাকৃষ্ণ যুগল-মিলন নাম,
নাম রেখেছেন শ্যাম প্রেমাদরে॥

২ চিতেন। কিঞ্চিৎ গুণ আছে প্যারি তোমার নামে॥
পাড়ন। মধুর প্রেমে শ্যাম, আপন নামের অগ্রে তোর॥
ফুঁকা। তাইতে রাখলেন নাম, এ ব্রজধামে।

কৃষ্ণ নামের ধর্ম্ম রাখলি ভাল, প্রেমের ধর্ম্ম জাননি ভাল,
কীর্ত্তি রাখলি বেশ করে, দেশে দেশে গো ও ও গো।
তোমার প্রেমের মান্য রাখা, চূড়ার উপর ময়ুর পাখা,
সেই পাখায় রাই তোর নাম লেখা, লিখিছেন হৃষীকেশ ॥

মেলতা। একে নারী তুই অবলা, তাহে কুলবালা,
রাজবালা গো,
দেখলে কৃষ্ণ নাম কুটীলে ঘটাবে দায় ॥

৺নীলু ঠাকুর।

মহড়া। সত্যভামা দেখ গো, মুনির সঙ্গে আজ গো,
মনের ধন শ্যাম ঐ যাচ্ছেন বনে।
কৃষ্ণ ত্যজেছেন আভরণ, ডোর কপিন কল্লেন ধারণ,
বংশীধারী,
সেজেছেন রাম জটাধারী, এমন কে কল্লে বনচারী কৃষ্ণধন

খাদ। কৃষ্ণের কষ্ট দেখে কষ্ট সয় না প্রাণে ॥

ফুঁকা। একবার ত্রেতাযুগে ঐ বেশ ধরে,
শিরে জটা বাকল পরে, গেলেন বনবাসে।
কল্লেন বনে বাস, মনে হলে হয় হুতাশ,
দ্বাপর যুগে সেই বৈলক্ষণ, শ্যাম করেছেন রামরূপ ধারণ,
কোন অভাগী আমার কল্লে সর্ব্বনাশ ॥

মেলতা। মুনির সঙ্গেতে, কঠিন পথে হেঁটে যেতে,
পথে পথে গো,
কুশাঙ্কুর বাজবে কত শ্রীচরণে ॥

১ চিতেন। করিলেন সত্যভামা পারিজাত ব্রত দ্বারকায়॥

পাড়ন। ব্রত উজ্জাপনে, নারদ তপোধনে,
দক্ষিণে দিলেন শ্যামরায়॥

ফুঁকা। যেমন অমূল্য ধন পরশ-মণি,
তার অধিক ধন চিন্তামণি, নারদ মুনি পায়।
বনে লয়ে যায়, কুলবধূ দেখতে পায়,
কেও কেঁদে ধায় পথ অগ্রে, কেও কেঁদে যায় পথ অগ্রে,
কেও বা শোকে মনোদুঃখে মুনির অগ্রে ধায়॥

মেলতা। বলে রুক্মিণী ডেকে সত্যভামাকে, এ দায় কল্লে কে,
কে দিলে গরল আমার সরল প্রাণে॥

অন্তরা। কৃষ্ণের মুখ দেখে বুক ফেটে যায়।
কেঁদে কেঁদে যায়, ফিরে ফিরে চায়,
অরুণ কিরণ লাগে কালার কাল গায়, মরি হায় হায় গো;
কাজ কি ঐ সজ্জা এখন, দিয়ে বহু ধন,
ধরি গিয়ে দুজন মুনির পায়॥

২ চিতেন। কোন দিন গৃহ হতে রাজপথে যেতে দেখি নাই।
পাড়ন। আজ গো সেই হৃষীকেশ, সেজে সন্ন্যাসীর বেশ,
বনের বেশ চক্ষে দেখতে পাই॥

ফুঁকা। যে জন দেবের দুর্লভ দেবীর দুর্লভ,
নরের দুর্লভ নারীর দুর্লভ, পরম দুর্লভ ধন,
যোগীর যোগের ধন, হারা চক্ষের তারা ধন।
দিবা নিশি ঐ ধন লাগি, ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মযোগী,
শম্ভু হয়ে সর্ব্বত্যাগী করেন যোগ সাধন॥

মেলতা। লোকে অন্তিমে যাঁর নাম বলে কর্ণমূলে,
আজি কি ছলে গো মুনি তাঁর মন্ত্র দিলে কাণে ॥

৺হরু ঠাকুর।

——

মহড়া। ভাল ব্রত করে, এ দ্বারকাপুরে,
কি ফল পেলে করি উজ্জাপন।
লোকে যাগ যজ্ঞ ব্রত করে, যথাসম্ভব দান করে,
অনায়াসে তায় বৈকুণ্ঠে যায়,
তুমি জন্মের শোধ দান দিলে হায় প্রাণপতি ধন ॥

খাদ। তোর একার কৃষ্ণ নয়, কৃষ্ণ জগত জীবন ॥

ফুঁকা। দিলি তুই কৃষ্ণধন মুনির করে,
আমি আনবো সে ধন ফিরে,
আর তো নাই উপায়, ধল্লে মুনির পায়,
ব্রাহ্মণের রাগ ক্ষান্ত পায়,
আমার পতি চিন্তামণি, সকলি ত জানেন তিনি,
হলি আমার তুই সতিনি, কাল সতিনীর প্রায় ॥

মেলতা। যেমন শ্রীরাধার শত্রু কুব্জা মথুরায়,
উচিত বলা যায় গো,
তুই আমার তেম্নি শত্রু হলি এখন ॥

১ চিতেন। কি কথা সত্যভামা প্রত্যক্ষে শুনালি আমায় ॥

পাড়ন। আজ তোর কথা শুনে, ব্যথা পেলেম প্রাণে,
বাঁচিনে দুঃখেতে প্রাণ যায় ॥

ফুঁকা। পেয়ে নারদ মুনির অনুমতি,

হলি পারিজাতের ব্রতী, এই দ্বারকায়।
কৃষ্ণ কেঁদে যায়, কান্না পায়,
এই তোর ভালবাসাবাসি, অন্তরে বিষ মুখে হাসি,
তুই রাক্ষসী সর্ব্বনাশী সর্ব্বগ্রাসী প্রায়॥

মেলতা। বল গো তোর মত এমন ব্রত করে কে,
এমন ব্যাপিকা কে লো,
ব্রতে তোর অনর্থ লো হলো এখন॥

অন্তরা। কি দায় ঘটালি নূতন ব্রতে, পারিজাত ব্রতে,
মুনির দান দিতে,
সাহা নারী ব্রত করে, পতি দেয় মুনির করে,
সে দিন নেয় ফিরে, ব্যক্ত সংসারে।
শেষে হলো ব্রহ্মশাপ, পেয়ে মনস্তাপ,
কেঁদে কেঁদে বেড়ায় রাজপথে॥

২ চিতেন। সকলি জানি আমি, জান্তে আর বাকি কিছু নাই।

পাড়ন। করে সপত্নীর বাদ, বিষম বাদ-অনুবাদ,
সাধে তোর বিষাদ দেখতে পাই॥

ফুঁকা। যখন সত্যযুগে কারণ জলে,
বটপত্রে শ্যাম ভেসেছিলে,
আমি সঙ্গেতে কৃষ্ণের সঙ্গেতে,
আছে আমার মনেতে,
ত্রেতাযুগে অযোধ্যাধামে,
আমি সীতা রামের বামে,
দ্বাপরেতে দ্বারিকাতে শ্যামের বামেতে॥

মেলতা। আছি যুগে যুগে হরির দাসী চরণে।
ছাড়া থাকিনে লে',
দিন কত হলি শ্যামের মন রঞ্জন ॥

৺উদয়চাঁদ।

মহড়া। এ কি অকস্মাৎ, ব্রজে বজ্রাঘাত,
কে আনিল রথ গোকুলে।
রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে।
অক্রূর সহিতে, কৃষ্ণ কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিলে,
রাধারে চরণে ত্যজিলে,
রাধানাথ কি দোষ রাধার পাইলে ॥

খাদ। শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাব শুন হে মাধব, তোমার প্রেমের প্রয়াসী ॥

১ চিতেন। নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপী সকলে ॥

পাড়ন। দিয়ে বিসর্জ্জন কুল শীলে ॥

ফুঁকা। এতেই হলাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি ॥

মেলতা। এই দোষে কি হে ত্যজিলে ॥

অন্তরা। শ্যাম যাও মধুপুরী নিষেধ না করি,
থাক হরি, যথা সুখ পাও।

একবার হাস্যবদনে, বঙ্কিম নয়নে,
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ॥

২ চিতেন। জনমের মত শ্রীচরণ দুখানি, হেরি হে
নয়নে শ্রীহরি ॥
পাড়ন। আর হেরিব আশা না করি ॥
ফুঁকা। হৃদয়ের ধন তুমি গোপীকার ॥
মেলতা। হৃদে বজ্র হানি চলিলে ॥

৺হরুঠাকুর।

মহড়া। শ্যাম কাল মান করে গ্যাছে, কেমন আছে,
দূতী দেখে আয়।
করে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে,
হয়ে খণ্ডিতে, মরি হরি প্রেমের দায় ॥

খাদ। ছলে আমার মন ছলেছে,
আগে বুঝবে মন দূরে থেকে, চক্ষে দেখে গো,
কয় কি, না কয় কথা ডেকে ॥

মেলতা। যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয় অপ্রণয়,
অম্নি সেধো গো ধরে দুটি রাঙ্গা পায়।

১ চিতেন। সাধ করে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান,
শ্যামের তায় হলো অপমান,
শ্যামকে সাধলেম না, ফিরে চাইলেম না,
কথা কইলেম না, রেখে মান ॥

পাড়ন। কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো,
পড়ে চন্দ্রাবলীর নব রাগে ॥

মেলতা। ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্বরাগ,
আবার এ কি অপূর্ব্ব রাগ,
পাছে রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায় ॥

অন্তরা। যার মানের মানে আমায় মানে, সে না মানে,
তবে কি করবে এ মানে।
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ,
মানিনী হয়েছি যার মানে ॥

২ চিতেন। যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান,
সেই পক্ষে রাখতে হয় সম্মান ॥

পাড়ন। রাখতে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের মান, অপমান ॥

ফুঁকা। এখন মানান্তে প্রাণ জ্বলে, জলে জ্বলে গো,
জুড়াবে কি অন্য জলধরের জলে ॥

মেলতা। আমার সেই কালো জলধর, হলো আজ স্বতন্তর,
রাধে চাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায় ॥

৺নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া। কোথা নীলমণি রে একবার দেখা দে বাপ ধন,
আমার আয় কোলে।
এলেম তোর আশায় প্রভাস তীর্থে,
দুরন্ত দ্বারীর হাতে, প্রাণ যায় রে।

কাঙ্গাল বলে প্রহার করে, এ সময় নীলমণি রে,
দেখ এসে বহির্দ্বারে।
একবার মা বলে প্রাণ বাঁচাও রে, প্রভাসকূলে ॥

খাদ। আমি তোর জননী, পুত্র তুই নীলমণি,
জানুক সকলে ॥

ফুঁকা। আমি তোমার শোকে নীলমণি,
হয়েছি কাঙ্গালিনী, যেন পাগলিনীর প্রায়।
তোর আশায় বেঁচে আছি নন্দালয়।
কেঁদে দুটি নয়ন গেছে, শোকে তনু ক্ষীণ হয়েছে,
কেবল মাত্র প্রাণ রয়েছে, তাও বুঝি আজ যায় ॥

মেলতা। একবার অক্রূর মুনি তোরে, আন্‌লে হরণ করে,
ওরে নীলমণি রে,
আবার দশা নারদ মুনি ঘটালে ॥

১ চিতেন। শ্রীকৃষ্ণ করবেন যজ্ঞ প্রভাসকূলে।

পাড়ন। যজ্ঞের পত্র পেয়ে, পুলক চিত্ত হয়ে,
অম্নি বেগে ধেয়ে, চল্লেন সকলে ॥

ফুঁকা। শুনে মুনির মুখে সুসংবাদ, পূরাইতে মনের সাধ।
যশোদা প্রভাসে যায়, স্নেহের দায়,
বৎস হারা গাভীর প্রায়।
অশ্রুবারি পূর্ণ চক্ষে, রোদন করে কৃষ্ণ শোকে,
ধারা বহে মনোদুঃখে, বক্ষ ভেসে যায় ॥

মেলতা। করে দ্বারে বাৎসল্য ভাব,

শুনে তাই দ্বারীসব, প্রহার করে,
বলে কেশব রে এই কল্লি বাপ শেষকালে ॥

অন্তরা। তোর মা হয়ে এই দশা হলো কপালে।
মার খেয়ে প্রাণ গেল আমার এসে তোমার প্রভাসকূলে।
তুই রইলি বাপ যজ্ঞস্থলে,
আমি দ্বারে কাঁদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
ভাসি দুটি চক্ষের জলে, এসে প্রভাসে আমায় কাঁদালে।
গোপাল তুই রে সুসন্তান, কল্লি অপমান,
এ অপমান আর যাবে না মলে ॥

২ চিতেন। পূর্ব্বেতে জান্‌লে এমন আর আস্‌তেম না।

পাড়ন। তোমার সংবাদ পেয়ে, এলেম আকুল হয়ে ॥

ফুঁকা। গোকুলবাসী লয়ে পেলেম যন্ত্রনা।
একে প্রাণে ছিল পুত্রশোক, তার উপরে বিষম শোক,
হলো মৃত্যুশোকের প্রায়,
প্রাণ যায়, ঘটলো এসে এ কি দায়,
লোকের মুখে এ কি শুনি, তোর মা হলো দৈবকিনী,
তবে কেন রতনমণি, কাঁদালি আমায় ॥

মেলতা। আমি কি তোর মা নই শুনে কি প্রাণ রয়।
ওরে গোপাল রে,
এখন কি বলে ফিরে যাব গোকুলে ॥ ০ ॥

৺লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী।

মহড়া। প্রাণের কৃষ্ণ রে যদি এলি বাপ,
এ দুঃখিনীর আয় কোলে।
আমি যে হতে গোপাল তোরে গর্ভে ধরেছি,
সেই হতে রে কংসের কারাগারে।
এক বেড়ী দুজনার পায়, মরি রে বন্ধন জ্বালায়,
একবার এ সময় চাঁদমুখে ডাক মা বলে॥

খাদ। আমি তোর মা হয়ে এই দশা ছিল কপালে॥

ফুঁকা। দারুণ কংসের ভয়ে গোপাল তোরে।
লুকায়ে যমুনা পারে রাখলেম গোকুলে,
গোপের গোপকুলে রে ও ও রে।
করি নাই তোর লালন-পালন, জানিনে রে মায়া কেমন,
হয়ে যশোদার নীলরতন, তার সাধ পূরালে॥

মেলতা। গোপাল তেম্নি সাধ আজ আমার পূরাও এসময়,
দারুণ কংসের ভয়,
তুই রে দয়াময় বলে তোকে সকলে॥

২ চিতেন। রয়েছে মাতা-পিতে বন্ধন দশায়॥

পাড়ন। সে দায় ঘুচাতে, ধনু যজ্ঞ ভঙ্গেতে,
হরি কংসারি গেলেন কংসালয়॥

ফুঁকা। যেমন দারিদ্র পায় অমূল্য ধন,
তার অধিক ধন প্রাণ কৃষ্ণধন, দেবকিনী পায়।
বলে স্নেহের দায় গো ও ও গো।
অন্ধ যেমন সিন্ধু বিনে, পুত্রশোকে মরে প্রাণে,
তোমা বিনে নিশি-দিনে আছি মৃত্যু প্রায়॥

মেলতা। দেখ রে তোর মায়ের এ দশা,
করেছে যে দশা, অতি দুর্দ্দশা,
গোপাল এই দশা কল্লে আমার শেষকালে ॥

অন্তরা। আমার দশা দেখ নীলমণি,
ও রতন-মণি, আমি দেবকী তোর মা দুঃখিনী।
গর্ভে বাস দিয়ে তোরে, সদা কাঁদি কংস রাজার কারাগারে,
গোপাল রে গোপাল রে।
তাই রে নন্দালয়ে, ভুলেছিস্ আমায়,
মা পেয়ে তায় নন্দরাণী ॥

২ চিতেন। কত দিন এ কষ্ট আর রবে আমার ॥

পাড়ন। এ বিপদ হতে, কদ্দিনে তোর মাতা-পিতে,
কারাগার হতে করবি রে উদ্ধার ॥

ফুঁকা। গোপাল যে জন তোকে গর্ভে ধরে,
কেও সুখী নয় ত্রিসংসারে,
কথা মিথ্যে নয়, বলি পরিচয় রে ও ও রে।
ত্রেতাযুগে রামরূপ ধরে, বনবাসে গমন করে,
কাঁদিয়েছিলি কৌশল্যারে, তুই রে নিরদয় ॥

মেলতা। আবার বুঝে দেখ নীলমণি,
ব্রজের নন্দরাণী তোমার জননী।
গোপাল এখন তায় কাঁদিয়ে এলি গোকুলে ॥

৺রামসুন্দর রায়।

মহড়া। দুঃখে প্রাণ জ্বলে যায়, কেন আন্‌লে আমায়,
ওহে নারদ প্রভাসকূলে।
হেথা রুক্মিণী শ্যামের বামে বসে আছে,
দেখে চক্ষেতে, দুঃখেতে আর কি আমার জীবন বাঁচে,
তোমার হে কথা শুনে, এসে এই যজ্ঞস্থানে,
খেদে ভাসি কেবল নয়নজলে॥

খাদ। হলো যন্ত্রণা মরি প্রেমানলে॥

ফুঁকা। কৃষ্ণ ছিলেন যখন ব্রজপুরে, অভিমান কল্লে পরে,
আদর করে, আদর করে, রাখতেন আমার মান।
গেল সে সব মান. হলেম এখন অপমান, হায়,
রুক্মিণীরে আদরিণী, করেছেন শ্যাম গুণমণি,
হারিয়ে মণি কমলিনীর আর কি বাঁচে প্রাণ॥

মেলতা। হলো আমার আজ মিছে আসা এখানে,
জানিলাম মনে,
আবার সেই বিয়ের বাতি উঠলো জ্বলে॥

১ চিতেন। সখি সমভিব্যাহারে কমলিনী রাই এসে প্রভাসকূলে

পাড়ন। দেখে কৃষ্ণধনে, অতি বিরস-মনে,
শ্রীমতী নারদকে বলে॥

ফুঁকা। আমি কৃষ্ণধন পাবার তরে,
এলেম কত আশা করে, কপাল গুণে।
সে আশা গেল, ভাগ্যে এই ছিল,
এখন কোথা যাই বল, হায়!
ব্রজে ছিলেম ছিলেম ভাল,

প্রাণ যেত যে সেও তো ভাল,
শ্যামকে হেরে প্রাণ বিদরে, অভিমান হলো ॥

মেলতা। এলেম সকলে জলধির তীরেতে,
তাপিত প্রাণ জুড়াতে,
শ্যামময় দেখি হেথায় এই সলিলে ॥

অন্তরা। কুল গেছে গোকুলে আমার নারদ মুনি।
সবাই জানে বৃন্দাবনে আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী,
অথবা যত গোপবালা, এখন কত সব বিচ্ছেদ-জ্বালা,
দেখ কৃষ্ণ বিনে আর, জীবন রাখা ভার,
আশা গেল হলেম অনাথিনী সব গোপিনী ॥

২ চিতেন। মজে কৃষ্ণপ্রেমে, ছিলেম সুখে
সেই মধুর বৃন্দাবনে।

পাড়ন। মধুর সে সব লীলে, কৃষ্ণ গেছেন ভুলে,
আনন্দে আছেন এখানে ॥

ফুঁকা। আমরা কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি,
ভজেছিলেম বনমালী, তাইতে বলি।
তোমার বাক্যেতে এলেম যজ্ঞেতে,
বহু দিনের পরেতে হায়।
এরি গোপীর কপাল মন্দ, পেলেম না আর শ্রীগোবিন্দ,
হলেম এখন নিরানন্দ, গোপীগণেতে ॥

মেলতা। আর তো আমাদের সুখের কপাল হবে না,
শ্যামকে পাব না,
করিছেন দ্বারকাতে নূতন লীলে ॥ ০ ॥

৺মোহন সরকার।

মহড়া। দেখ দেখ হে শ্যাম, রাখ রাখ হে দাসীর সম্মান,
এ গোকুলে।
নারীর মধ্যে যে সতী আমি, সকলি জান তুমি,
দীননাথ হে, জেনে কেন বঞ্চনা হে।
ছিদ্র কুম্ভেতে বারি, যদি না নিতে পারি,
তবে যমুনায় মরিব হরি হরি বলে ॥

খাদ। বারি আন্‌তে গিয়ে, এলো লজ্জা পেয়ে,
জটিলে কুটিলে ॥

ফুঁকা। জানি তাদের মতে ব্রজেতে, কে পারে সতী হতে,
তারা হলো অপমান, গেছে মান,
শুনে আমার কাঁদে প্রাণ।
নিতে বারি ছিদ্র ঘটে, এসে যমুনার ঘাটে,
কি জানি কি কর্ম্ম ঘটে, ঘটাও ভগবান ॥

মেলতা। তোমার এ কেমন চিন্তাজ্বর,
জ্বর জ্বর জ্বর বিষমজ্বর,
চিন্তামণি হে।
ভয় থর থর থর প্রাণ কাঁপে যেতে জলে ॥

১ চিতেন। চিন্তাজ্বর চিন্তামণির গুণে রাধে ॥

পাড়ন। সেই সংবাদ মাত্রে, হয়ে ব্যাকুলচিত্তে,
ধারা যুগল নেত্রে, মনের বিষাদে ॥

ফুঁকা। লয়ে ছিদ্রকুম্ভ কক্ষেতে, বার হলো রাই রাজপথে,
যমুনাতে আন্‌তে জল ;
দেখে জল, কাঁপে হৃদকমল,

কলসী রাই রেখে কূলে, কান্দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
চক্ষের জলে, দুঃখের জলে, ভাসে বক্ষঃস্থল ॥

মেলতা। বলে কৃষ্ণ কি কল্লে দায়,
দায় দায় দায় বিষম দায়, দয়াময় হে।
মরি হায় হায় হায়, কৃষ্ণ কি দায় ঘটালে ॥

অন্তরা। একে আমি শ্যাম-কলঙ্কী আছি কুলে।
এসে যমুনার কূলে, ভাবি কূলে কূলে,
যাই কোন কূলে, হাসে পাছে শত্রুকুলে,
আমি কুলের বৌ ভাসি অকূলে ;
তুমি হয়ে অনুকুল, রাখ রাখ কুল,
নইলে দুকুল ডুবে যায় অকূলে ॥

২ চিতেন। যারা সব সাধ্বী-সতী বৃন্দাবনে ॥

পাড়ন। ছিদ্রকুম্ভতে জল, নিতে যমুনার জল,
ফিরে এলো সকল, বিরস-বদনে ॥

কুঁকা। যদি একটী ছিদ্র ঘটে, তা হলেও জল আনা যায়,
এ যে সহস্র ধারা, এ ধারা যেন বরিষণ ধারা।
জটিলে কুটিলে দুই মায়ে ঝিয়ে,
ঐ ঘ ট জল আন্‌তে গিয়ে,
সতী হয়ে লজ্জা পেয়ে এসেছেন তাঁরা ॥

মেলতা। আমি নিতে পারি কি জল,
জল জল জল বিষম জল, জলধর হে।
কেন ছল ছল ছল দু-আঁখি ভাসে জলে ॥

৺পরাণচন্দ্র সিংহ

মহড়া। তোরা দেখ গো সই কালো বরণ কালো জলে
আমায় ধরেছে, রাখি হৃদকমলে।
ঐ দেখ মুরলী চন্দ্রাধরে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী ধরে,
আমায় ভুলালে, ধরতে গেলে লুকায় জলে,
কিরূপে ওরূপ ধরি, অধীর চাঁদে ধরতে নারি,
ওরে ধরবো কি মন-প্রাণ হরি সকল হরে নিলে॥

খাদ। ওরূপ দেখিলে সখি, কুলের বৌ কি,
যেতে পারে কুলে।
আমি ভেবেছিলেম ভবের কূলে, থেকে ব্রজগোপীর কূলে,
করিব কালার সাধনা।
ছিল বাসনা লো। এ ভাগ্যে সে সব ঘটলো না;
ঘরেতে কাল ননদিনী, সে দুরন্ত রায়বাঘিনী,
সে থাকিতে চিন্তামণির চরণ চিন্তা কত্তে পাল্লেম না॥

মেলতা। আমি যে সুখে করি ঘর,
বন্ধু কেউ নাই সকলি যে পর,
আবার পরস্পর জ্বালায় কালা-কলঙ্কিনী বলে॥

১ চিতেন। রাধার মন ছলিতে শ্যাম নিত্য সেই যমুনার কূলে

পাড়ন। কৃষ্ণ নীরদ-বরণ, জলধর রূপ করে ধারণ,
দণ্ডায়ে কদম্বমূলে॥

ধুঁকা। রাধে স্বর্ণকুম্ভ কক্ষে করে, সখীগণ সব সমভিব্যাহারে,
যমুনায় জল আন্তে যায়।
এমন সময় গো সেই জলে ছায়া দেখতে পায়;
বলে তোরা দেখ লো সখি, কি অপরূপ জলে দেখি,
দেখলে কালার কাল আঁখি, মোহিনীর মন মোহ যায়॥

মেলতা। নিতা এই জলে আসি যাই,
এমন রূপ কখনো দেখি নাই,
আজ কি জলধর জলে স্থলে, আমায় দেখা দিলে ॥

অন্তরা। জলে ঢেউ দিও না লো সখি,
কালরূপ দেখি, ও রূপ নিরখি।
নবীন মেঘ দেখলে যেমন চেয়ে রয় চাতক পাখি,
আমি তদ্রূপ প্রায় চাতকী।
যদি জলের হিল্লোলে, মিশায় রূপ জলে,
তা হলে সব হবি পাতকী ॥

২ চিতেন। যতক্ষণ থাকিব জলে ততক্ষণ দেখিব কালাকে ॥

পাড়ন। জলে ঢেউ লাগিলে, জলধর লুকাবে জলে,
এখনি হারাব চোকে ॥

ফুঁকা। ও রূপ লাগে সই যার অন্তরে,
সে কি কখন ভুলিতে পারে,
ভুলে আছে জলময়, বলতে করি ভয় গো ॥
ও এক আমি বলে নয়,
কালার দৃষ্টি হয় যার প্রতি, সাধ্বী-সতী কি অসতী,
হৃদিপদ্মে করে স্থিতি মনের সঙ্গে কথা কয় ॥

মেলতা। আমি যেদিকে ফিরাই আখি, ঐ কালরূপ দেখি,
সেই দিকে দেখি, উপায় করি কি,
আঁখি ছলে আমার মন ছলে ॥

৺ভীমদাস মালাকার।

মহড়া। ভাল ভাল হে শ্যাম, কালা কলঙ্কী নাম,
থাক আমার ব্রজপুরে।
আমার কাজ কি আর সতী নামে,
মন যেন তোমার প্রেমে, সদাই রয় হে।
বলে বলবে কল'ঙ্কণী হে।
ছলের জল নিতে এসে, না পারি কর্ম্মদোষে,
তবে কালামুখ দেখাব শেষে কেমন করে॥

খাদ। প্রেমে না মজিলে, কলঙ্কিণী হলে,
পায় না তোমারে॥

ফুঁকা। আমি প্রেমসাগরে ডুবেছি, কাল ভালবেসেছি,
সুখে আছি গো'কুলে গোপকুলে কেবল জ্বালায় কুটিলে।
ত'ই বলে কি কৃষ্ণ-নিধি,
সৃজিলে চিন্তজ্বর ব্যাধি,
আন্‌টে মহাজন ঔষধি, ছিদ্রঘট দিলে॥

মেলতা। তোমার এই কি হে উচিত হয়,
অসাধ্য দায়, কি দায় ঘটালে॥
হয়ে কলঙ্কী সতী হই কেমন করে॥

১ চিতেন। কলঙ্ক ঘুচাবে শ্যাম বল্লে আমায়॥

পাড়ন। তোমার দৈব কথা, পেলেম মনে ব্যথা॥

ফুঁকা। তোমার এ কষ্ট তা দাসীর প্রেমের দায়॥
আমার কল'ঙ্কণী নাম ঘুচাবে, সতীত্ব সব জানাবে,
দেখাবে এই নন্দালয়।
শ্যামরায় মনে মনে সঙ্ক হয়।

ব্রজে যারা সতী আছে, তাদের গৌরব ভেঙ্গে গেছে,
আমার গৌরব রাখিতে পাছে, তোমার গৌরব যায় ॥

মেলতা। আছে সকল অঙ্গে আমার,
কলঙ্কের অলঙ্কার, কালাচাঁদ হে।
আমি ডুবেছি প্রেম-কলঙ্কের সাগরে ॥

অন্তরা। প্রেম-কলঙ্কিনী হলে কি শ্যাম পাওয়া যায়।
সতী নারী হয়ে হরি, ধ্যান করে কেও পায় না তোমায়।
তার সাক্ষী গোলোকধামে, ছিল একজন নারী বিরজা নামে,
উন্মাদিনী তোমার প্রেমে, হলো জলসই তার ভাগ্যক্রমে।
শুন তার প্রমাণ বলি, একদিন চন্দ্রাবলী,
প্রেমকলঙ্কের ডালি নিলে মাথায় ॥

২ চিতেন। কলঙ্ক হলো বলে পেলেম তোমায় ॥

পাড়ন। যুগে যুগেতে শ্যাম, কৃষ্ণকলঙ্কী নাম,
যেন বলয়ে শ্যাম আমায় জগৎময় ॥

ফুঁকা। যদি শুক্ল বস্ত্র কালি হয়, উত্তম শোভা দেখা যায়,
শুনিতে কেমন চমৎকার।
আর এক প্রমাণ আছে তার।
প্রেমের দায় গগণচাঁদে, কলঙ্কের দাগ পদে পদে,
পরেছি তাই মালা সাধে, শ্যাম কলঙ্কের হার ॥

মেলতা। এ দাগ জন্মে আর মিটবে না,
ঘুচালে ঘুচবে না, কালাচাঁদ হে।
যেন কলঙ্ক হয় জন্ম জন্মান্তরে ॥ ০ ॥

৺ভবানী চরণ [illegible]িক।

মহড়া। জানি জানি হে চেনা নাবিকের এমন ধর্ম্ম নয়।
অগ্রে পারাপার না হয়ে কে দান দেয় বল,
বাজারের বিকি কিনির সময় গেল,
ত্বরায় পার কর এখন, হাট করে আসবো যখন,
তোমায় বুঝে দান দিব তখন পারের সময়॥

খাদ। যেন জন বেতনভুগী, বঞ্চনা তার কি উচিত হয়॥

ফুঁকা। যার নাই পারের সম্বল সঙ্গেতে,
তারে কি পারে নিতে তুমি পারবে না।
পার কি করবে না হায় হে!
অর্থ বিহীন শত শত, ত্রিজগতে আছে কত,
তাদের পার না কল্লে, আর তো তোমায় ডাকবে না॥

মেলতা। তুমি অনায়াসে কত্তে পার অকূলে পার,
এ নয় তেমন পার হে।
তাইতে লোক বলে তোমায় দীন দয়াময়॥

১ চিতেন। কি কথা বল্লে নাবিক পারের।

পাড়ন। অগ্রে দান সাধিবে শেষে পারে লবে,
তবে পার করবে যমুনায়॥

ফুঁকা। একে তোমার ভগ্ন তরী, তাহে উঠে বারি,
দেখে লাগে ভয়, তরী ভাল নয়, হায় হে!
দেখে রাধায় কাঁচা সোণা,
দান চাইলে তার কাণের সোণা,
এ সব কথা কেলেসোনা, শুন্‌লে লজ্জা হয়॥

মেলতা। তুমি বাঁশীতে উপাসনা কর যারে,

সুমধুর স্বরে হে সুমধুর স্বরে হে,
চিন্তে পাল্লে না হে সেই শ্রীরাধায় ॥ ০ ॥

৺নবাই ঠাকুর।

মহড়া। ও হরি নাবিক হে পার কর যাব আমরা মধুপুরে।
আমরা গোকুলের কুলবালা গোপনারী,
যমুনার ঢেউ দেখে সব ভয়ে মরি,
তায় তোমার ভগ্ন তরী, এ দেহ পাপে ভারি,
ডুবিয়ে মেরনা হরি, অকূল নীরে ॥

খাদ। কত্তে পার হে পার বার বার তাই ডাকি তোমারে ॥

ফুঁকা। জানি শ্যাম তুমি নাবিক ভাল, পার কাণ্ডারী ভাল,
জানে জগতময়, আছে পরিচয় হায় হে!
ভাবলে তোমার চরণতরী, পার হয়ে যায় ভব বারি,
ঐ পদে নাবিকের তরি-কষ্ঠ সোণা হয় ॥

মেলতা। দিয়ে সেই তরী পার কর হে যমুনায়।
ঘুচাও মনের ভয় হে!
পাষাণকায় উদ্ধার কল্লে অহল্যারে ॥

১ চিতেন। গোপী সব দধির সজ্জা সাজাইয়ে ॥

পাড়ন। সবাই প্রাতে উঠে, দধি লয়ে ঘটে,
পারঘাটে ভাবে দাঁড়ায়ে ॥

ফুঁকা। লয়ে সঙ্গেতে রাই রঙ্গিণীরূপে সৌদামিনী,
চাঁদবদনী প্রায়, যাবেন মথুরায় হায় গো।

যমুনা ঐ রাইকে হেরে, প্রফুল্ল হয়ে অন্তরে,
দুকূল ভাসে অকূল-নীরে, বেগে উজান ধায় ॥

মেলতা। রাধায় কত্তে পার রাধাকান্ত তরী লয়ে,
কূলে দাঁড়ায়ে,
গোপী সব বলে হরির চরণ ধরে ॥

অন্তরা। দেখ দেখ হে নবীন নীল কাণ্ডারী।
সাবধানে হাল ধর, দেখিতেছ যমুনার তুফান ভারি।
যদি ভয় পাও বাদাম তুলে, ডাক জয় রাধা শ্রীরাধা বলে,
যমুনার জলে।
তবে পারাবার, কত্তে পারবে পার,
পারে তরী হবেন রাইকিশোরী ॥

২ চিতেন। চিরদিন দধি লয়ে মথুরায় যাই ॥

পাড়ন। দিনের মধ্যে দুবার, আমরা হই পারাপার,
অপার আর কখন দেখি নাই ॥

ফুঁকা। আজ কি বিষম বিপদ তরঙ্গ, হেরে হয় আতঙ্ক,
নারীর অন্তরে, অঙ্গ শিহরে হায়,
নিত্য যোগাই কংসের দধি, যমুনা আজ প্রতিবাদী,
কৃষ্ণ পার কর যদি, তবে যাই পারে ॥

মেলতা। দেখলেম দুকূলের পারাপারের অন্য উপায় নাই।
মনে ভাবি তাই তাই হে!
তোমা বৈ পার কত্তে নাই ত্রিসংসারে ॥ ০ ॥

৺গৌর কবিরাজ।

মহড়া। আ-মরে যাও সিন্ধু সোণার চাঁদ
তুমি কও না কথা কিসের জন্যেতে।
আমি জল পিপাসায় কাতর হলেম,
তোরে জল আনতে পাঠায়ে দিলেম,
তাইতে কি করলি অভিমান।
পথে একলা পেয়ে কে তোমারে কল্লে অপমান।
আমার জল পিপাসায় যায় যাবে প্রাণ,
বাপ বলে আয় কোলেতে ॥

খাদ। মনের কথা ভেঙ্গে বল আমার সাক্ষাতে ॥

ফুঁকা। তুমি জলের ভাণ্ড ভূমে রেখে সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছ,
গলে বসন লয়েছ,
ভেবে তাই হলেম সারা, দেখে প্রাণ যায় না ধরা,
আবার ক্ষণে ক্ষণে ধরে ধরা, রোদন কচ্চেছ ॥

মেলতা। দেখছি তোমায় কুনঞ্জল প্রায় মনে সন্ধ হয়।
আবার চোরের মতন কিসের কারণ রয়েছ সম্মুখেতে ॥

১ চিতেন। আমি অন্ধমুনি রামকমল হই
শ্যামবাজার তপোবনে বাস ॥

পাড়ন। হরি ভজন হরি সাধন, হরিপদে মন,
আমরা স্ত্রী পুরুষে হরিনাম করি বারমাস ॥

ফুঁকা। সদা ধর্ম্মপথে তুজনাতে চিরদিন কাননেতে রই।
কারো মন্দকারী নই।
সিন্ধু তোয় বুকে রেখে, কাল কাটাই পরম সুখে,
কেবল দিবা-রাত্রি বলি মুখে, দীনবন্ধু কই ॥

মেলতা। তুমি পুত্র সেবায় নিযুক্ত, আছ প্রযুক্ত,
তোমার অসক্ত ভাব দেখে আমি মরি মনের দুঃখেতে ॥

অন্তরা। কেন বদন ভারি,
চন্দ্রমুখ সোণার সিন্ধু মলিন দেখতে নারি।
বিভাণ্ডকের একটী পুত্র বিশ্বশ্রবা নাম, মরি হায়!
আমার তেম্নি ধারা পুত্র তুমি সিন্ধু গুণধাম,
এখন কি দোষে বাম হলি রে ধন, ঐ দুঃখেতে মরি ॥

২ চিতেন। দেখ এত রেতে জল তৃষ্ণাতে
বনেতে বিয়োগ হলে প্রাণ ॥

পাড়ন। আর একটী পুত্র রেখে যদি মরি দুজনে,
যত মুনিগণে, আমাদের বলবে ভাগ্যবান ॥

ফুঁকা। আমার অন্ধের নয়ন, দারিদ্রের ধন,
সে ধন আজ কেমন দেখতে পাই।
এমন কখন দেখি নাই।
তোরে কোন রাজার ছেলে, রাজপথে একলা পেলে,
দুষ্টবুদ্ধি অপমান আজ তোমায় কল্লে, সন্দ ভাবি তাই ॥

মেলতা। তোকে দেখে আকুল হচ্চে প্রাণ বল্ রে সন্তান।
শুন্‌লে তোমার কথা, ঘুচে ব্যথা কাজ কি সৌজনতাতে ॥

৺নীলকমল।

মহড়া। ও দশরথ মূর্খ মহারাজ আর তোর মত কাজ
কারে কে কোথায়।
তুমি অযোধ্যার অজ রাজার ছেলে,

ভাল ধনুর্ব্বিদ্যা শিখেছিলে,
বধ করলে ব্রাহ্মণের সন্তান।
এক সিন্ধুশোকে অন্ধ অন্ধীর যায় দুজনার প্রাণ।
তুই এম্নিধারা বাসি মরা হবি পুত্রশোকের দায়॥

খাদ। রাজার সুখে অরণ্যে প্রজা কাল কাটায়॥

ফুঁকা। বল কোন রাজাতে রাত্রিযোগে মৃগ বধে কাননে।
মারলে বাণ শব্দভেদী, করলি কেন অবিধি,
আমার সোণার পুত্র সিন্ধু নিধি, বধলি এক বাণে॥

মেলতা। সূর্য্যবংশে রাজা যে জন হয় তার এ ব্যভার নয়।
শুনি পরশুরামের ধনু বয়ে টাক পড়েছে তোর মাথায়॥

১ চিতেন। তুমি নাম ধর দশরথ রাজা আমারে দিলে পরিচয়॥
পাড়ন। তোমার কথা শুনে আমার বুক বিদীর্ণ হয়।
রাজা দশরথ হে তুই আমার সোণার সিন্ধু নয়॥

ফুঁকা। আমায় পুত্র বোধে কাননেতে
বাক্যেতে ভুলাবি আমায়, আমি বুঝলেম অভিপ্রায়।
হৃদের ধন দিয়ে জলে, তুই ডাকবি বাবা বলে,
ওরে পরের ছেলে বাপ বল্লে কি তাপিত প্রাণ জুড়ায়॥

মেলতা। পরের ধনে সুখী হলে পর হতো পরাশর,
এমন ঢেম্না ছেলে কাজ কি আমার,
আপন ছেলে ছেড়ে যায়॥

অন্তরা। তোমার বিদ্যা যত,
এরূপে মুনির সন্তান বধ করেছ কত।
মাগ সোহাগে মাগের ভেড়া এসে কাননে,

করলি অন্ধবংশ ধ্বংস মৃগমাংসের কারণে,
এবার তুই মলে তোর দশ হাজার মাগ কেঁদে মরবে কত ॥

২ চিত্তেন। আর পঞ্চ পাপের প্রধান পাপী
ব্রহ্মবধ করলি জগতে।
পাড়ন। আর তুষা অনল কল্লে এ পাপ খণ্ডান না যায়।
তুই তো জানিস্ না কে পারে মূর্খ বুঝাতে ॥

ফুঁকা। যারা ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করে, তারা সর্ব্বদা সাবধান,
মারে দেখে শুনে বাণ

মেলতা। একটী বধে বধলি তিন জনা, করে মন্ত্রণা,
যেমন জল বিনে সব চাতক মরে,
আমার ঘটলো তেম্নি দায় ॥ ০ ॥

৺মাধব ময়রা।

মহড়া। ও মাধব অযোধ্যার পতি আমায় অন্ধ বলে
ঠাট্টা করিস্‌নে।
আমি যোগবলে দেখিলাম ধ্যান করে,
আপনি পরম ব্রহ্ম রামরূপ ধরে,
জন্মিবেন তোমার ঘরেতে।
তুমি মাগের কথায় বনে দিবে প্রাণের সীতে।
শোকে মরবি, বালীর পিণ্ডি খাবি, কলার পিণ্ডি পাবিনে।

খাদ। কিসে ভাল মন্দ হয় কিছুই ভাবিস্‌নে ॥

ফুঁক। যেজন বিদ্যা শূন্য ভট্টাচার্য্য হয়,
তারে কেও করে না বিশ্বাস।

তুই তো রাজার বেটা, জন্মেছিস্ মনাকাটা,
কেন তোরে রেখেছে যম বেটা রে করে উপবাস ॥

মেলতা। দশ হাজার বৎসর প্রমাই তোমার ক্ষয় হলো এবার
যম-ভবনে তোমার নামে, খাতা উঠবে কোন দিনে ॥

১ চিতেন। এখন বল্লে এসে সূর্য্যবংশে
সুপুত্র জন্মে না একজন ॥

পাড়ন। কায়মনেতে অভিশাপ দিতেছি তোরে
রাজা দশরথ রে, মুনির বাক্য নয় অলঙ্ঘন ॥

ফুঁকা। বাল্মীক ষাট হাজার বৎসর অগ্রেতে,
করেছেন পুরাণ রচনা, আমার আছে সব জানা।
চন্দ্র সূর্য্য আকাশে, যদি সব পড়ে খসে,
তবু মুনির বাক্য কোন অংশে মিথ্যা হবে না ॥

মেলতা। সাধ করে কি কল্লেম অভিশাপ, পেলেম মনস্তাপ,
এবার কালসাপে দংশিল তোরে,
তাগা বাঁধবি কোনখানে ॥ ০ ॥

৺নীলু ঠাকুর।

মহড়া। দুর্য্যোধন কুরুপতি হে,
তোমার মামা শকুনির কথায় বিবাদ ঘট'লে।
দেখিল সকলে কপট ছলে, পাশা খেলালে,
পঞ্চ পাণ্ডবের রাজধানী সব জিতে নিলে।
তাদের রাজ্য হতে তাড়িয়ে দিলে,
মুখ চাইলে না ভা'ই বলে ॥

খাদ। পরের কথায় এককালে বুদ্ধি হারালে॥

ফুঁকা। দ্রুপদ রাজকন্যে, তোমার ভাদ্রবধূ ছিল হস্তিনে,
তুমি নেংট করেছ তারে সভার মাঝখানে॥

মেলতা। সে যে কুলবধূ ভাদ্রবধূ তোমার,
তার আবরু সরম, কল্লে হরণ, বাম উরুতে বসালে॥

১ চিতেন। আমি দ্রোণাচার্য্য নামটী ধরি হস্তিনাতে রই॥

পাড়ন। আমার প্রধান শিষ্য তুমি রাজা দুর্য্যোধন,
আমি তোমাদের শিক্ষাগুরু হই॥

ফুঁকা। এ কি শুনতে পাই, আমি জান্তে এলেম তাই।
যুধিষ্ঠির পাশায় হেরে, রাজ্যধন ত্যজ্য করে,
গেল বার বৎসরের তরে বনে পঞ্চ ভাই॥

মেলতা। যেমন কেকই দিলে রামকে বনবাস,
তুমি তেম্নি করে পাঁচজনারে বনবাসে পাঠালে॥

অন্তরা। ভাল মন্ত্রণা।
শকুনি হতে তোমার ঘটবে যন্ত্রণা।
শম্ভু দৈত্যের মন্ত্রী ছিল সে ধূম্রলোচন,
তেম্নি লঙ্কায় ছিল রাবণ-রাজার মন্ত্রী শুক শারণ,
এখন তোমার মন্ত্রী হলো দেখি শকুনি এক জনা॥

২ চিতেন। ভাল মন্ত্রী নাই যে রাজার, রাজ্যের অমঙ্গল॥

পাড়ন। যে মন্ত্রণা দিলে তোমার মামা শকুনি,
তোমার সকলি হবে বিফল॥

ফুঁকা। নলরাজা যেমন, এম্নি পাশা খেলে গেল বন।

শনির মন্ত্রণায় পড়ে, রাজ্যধন গেল উড়ে,
আবার কতকদিন পরে হলো গৃহে আগমন ॥

মেলতা। তোমার মাতামহের হাড়ে পাশা হয়।
যখন যেটা ব'লে পাশা ফেলে, তখনি সেইটে ফলে ॥ ০ ॥

৺ভোলানাথ ময়রা।

মহড়া। বলবো কি দুর্য্যোধন বার বৎসরের পর
পাশা খেলার আশা পূরাবে।
কৃষ্ণ সহায় যার, ভাবনা কি হে তার,
ভীম মনেতে করেছে বিষম অঙ্গীকার,
মেরে গদার বাড়ি ভেঙ্গে উরু যমের বাড়ী পাঠাবে ॥

খাদ। যাজ্ঞসেনীর আপসোস সকল ঘুচাবে ॥

ফুঁকা। জানি পরাক্রম, ভীম আর অর্জ্জুন, যুদ্ধেতে নয় কম।
দাঁড়ালে মালসাট মেরে, কার সাধ্য আঁটে তারে,
ভীম হয়েছে একা তোমাদের একশো ভায়ের যম ॥

মেলতা। মোর রে ভীষ্ম কর্ণ অর্জ্জুনের বাণে,
বুঝি তোমার জন্যে রণে আমায় ঐ পথে যেতে হবে ॥

১ চিতেন। বল্লে পাশাতে পণ করে বনে গেল পঞ্চ ভাই ॥

পাড়ন। অনেক পাশা খেলা করে অনেক রাজাগণ,
এমন খেলা আর কোথাও দেখিনে ॥

ফুঁকা। পাশায় হারালে,
দয়া নাই তোর মনে ছোট ভাই বলে।

আন্‌লি তার মাগকে ধরে, ভাশুর হয়ে সাপট মেরে,
ছি ছি কি পৌরষ দেখালে ॥

মেলতা। ভাদ্রবধূ বলে মানিলে না,
তোমার মনে মনে বাঞ্ছা ছিল তারে বামে বসাবে ॥

অন্তরা। ভাল পাশার গুণ,
দিয়েছ আপন ঘরে বিচ্ছেদের আগুন।
শুনেছি সেই বনমানুষের হাড়ের যেমন গুণ,
আর সুবল রাজার হাড়ের আছে তেম্নি গুণ ॥

২ চিতেন। দেখবে রণস্থলে খেল্‌বে পাশা এনে ভীমার্জ্জুন ॥

পাড়ন। অর্দ্ধেক রাজ্য হস্তিনায় তোর দায়ভাগে প্রমাণ।
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র একশত ভাই,
পাণ্ডু রাজার কেবল পাঁচ সন্তান ॥

ফুঁকা। জ্যেষ্ঠ পুত্র তার, নাম যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার,
অধর্ম্ম কল্লে পরে, ধর্ম্ম কি সইতে পারে,
হলো পাপেতে রাবণ রাজা সবংশে সংহার ॥

মেলতা। শেষে লঙ্কার রাজা হলো বিভীষণ।
তেম্নি ধর্ম্ম বলে পাণ্ডুকুলে, যুধিষ্ঠির রাজা হবে ॥ ০ ॥

৺হরু ঠাকুর।

মহড়া। অহঙ্কার বশে দুর্য্যোধন,
তুমি একশত ভেয়ের দর্প করে ধর্ম্ম ভাবলে না।
সাগর বংশ হায়, মুনির শাপে যেমন ভস্ম হয়,

দ্রৌপদীর অভিশাপ ফলবে তদ্রূপ প্রায়।
হবে অন্ধের বংশ ধ্বংস কেও আর পিণ্ড দিতে থাকবে না॥

খাদ। আমার কথা শুনে মনে ব্যঙ্গ করো না॥

ফুঁকা। দ্রৌপদীর যখন, কেশে ধরে আন্‌লে দুঃশাসন।
তখন সে ঋতুবতী, তোমার হলো দুর্ম্মতি,
তাই তখন তারে কুরুপতি, কাল্ল দরশন॥

মেলতা। যদি ঋতুবতী পরনারী,
তারে পুরুষেতে দেখলে পরে ঘটে মন্দ ঘটনা॥

১ চিতেন। তুমি ঐ কথা বই বলবে কি আর রাজা দুর্য্যোধন॥

পাড়ন। পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা যখন চাইলে যুধিষ্ঠির।
তুমি দিতে তায় পাল্লে না তখন॥

ফুঁকা। মৃত্যুকাল সময়, রোগী যেমন ঔষধ না খায়,
তদ্রূপ প্রায় তুমি হয়ে, দ্রৌপদীর রূপ দেখিয়ে,
তোমার মামার মন্ত্রণা পেয়ে মজিলে পাশা খেলায়॥

মেলতা। তোমার মামার মনে যাহা বেশ জানি,
সে অন্ধবংশ ধ্বংস করবে এইটে তাহার বাসনা॥

অন্তরা। স্পষ্ট বল তাই।
এ পাশা কে গড়েছে স্পষ্ট শুন্তে চাই।
মড়ার হাড়ের পাশায়, যখন যা বলে তাই হয়,
যেমন পরশ পাথর যাতে ঠেকায় তাই ত সোণা হয়,
এ হাড়ের গুণ দেখে আমি বলিহারি যাই।
যদি যুদ্ধ করে মরবে তুমি হলো বাসনা।

তবে কেন ভাদ্রবৌয়ের কল্লে অপমান,
কেন এ যুদ্ধ আগে কল্লে না ॥ ০ ॥

৺রাম বসু।

মহড়া। জলে জ্বলে কে গো সখি।
অপরূপ রূপ দেখি, দেখ সই নিরখি ॥
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়,
মায়া করে ছায়া রূপে সে কালা এসেছি কি ॥

১ চিতেন। আচম্বিতে আলো কেন যমুনারি জল।
দেখ সখি কুলে থাকি কে করে কি ছল।
তীরের ছায়া নীরে লেগে হলো বা এমন,
চকিতে দেখিতে আমার জুড়ালো দুটি আঁখি ॥

অন্তরা। নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে।
ওগো ললিতে।
না দেখি এমন রূপ, বারি মাঝেতে ॥

২ চিতেন। আজ সখি এ কি রূপ নিরখিলাম হায়!
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়।
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে বলে কিশোরী,
দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকী ॥

অন্তরা। বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই তো নই,
ওগো প্রাণ সই।
নিরখি নির্ম্মল জলে, অনিমিষে রই ॥

৩ চিতেন। কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে।

শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে ॥
আবার ভাবি সে যে সখি কুমুদ-বান্ধব,
হৃদয় কমল কেন, তা দেখে হবে সুখী ॥ ০ ॥

৺রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

বিরহ।

মহড়া। প্রেমে ক্ষান্ত হলেম প্রাণ,
আর আমার পিরীতের পথে যেতে মন সরে না।
যা হবার তা হয়ে গেছে, সে আলাপে কাজ কি আছে,
ওরে আমার প্রাণ।
মিছে বেগার দিতে আমার কাছে আর তুমি এসো না ॥

খাদ। তোমার যত ভালবাসা গিয়েছে জানা।

ফুঁকা। যে দিন শয়নকালে প্রাণ তোমারে ভাবি মনে মনে।
মরি মনের আগুনে, প্রাণ রে।
তুমি থাক দেশান্তরে, আমি থাকি শূন্য ঘরে,
বুক ফেটে যায় চিন্তাজ্বরে, মুখ ফুটে বলিনে ॥

মেলতা। আমায় যে দেখে একবার,
বলে রক্ষা রক্ষে পাওয়া ভার,
একটা মিষ্টিকথা বলে কেও তো সুধায় না ॥

১ চিতেন। অবলা নারী আমি ছিলেম প্রাণ-কুলেতে ॥

পাড়ন। ছিল বিধির লিখন, চক্ষের মিলন,
তোমায় আমায় দেখা পিরীতের পথে ॥

ফুঁকা। তখন নূতন২ দিন কতককাল প্রাণ জুড়ালে এসে।
তাইতে মজলেম প্রেমরসে, প্রাণ রে।
যেমনধারা মাণিক যোড়ে, তেম্নি ছিলেম যোড়ে যোড়ে,
এখন তুমি আমায় ছেড়ে, লুকিয়ে রও বিদেশে॥

মেলতা। দৈবাৎ হয়েছে মনে, তাইতে এলে এখানে,
বঁধু আজ বাদে কাল তোমার দেখা পাব না॥

অন্তরা। এই কি রসিকের প্রেমের ধারা, প্রাণ রে।
আমার হলো কেমন, যেমন ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরা,
তোমার হলো দুটো মন, ভাব ছাড়া ছাড়া,
প্রেম করা নয় কেবল কুলের রমণী খুন করা॥

২ চিতেন। প্রেমেতে যত সুখ জেনেছি পরিচয়, প্রাণ রে॥

পাড়ন। রমণীর মন সরল যেমন,
পুরুষের মন সরল তেমন নয়॥

ফুঁকা। তার সাক্ষী বলি উত্তমে অধমের তুলনা,
সেটা মিথ্যা বলবো না, প্রাণ রে।
সীতা সতী বিনা দোষে, রাম দিলেন তায় বনবাসে,
ভালবাসার এই সুখ শেষে, ঘটে তায় যন্ত্রণা॥

মেলতা। আর দময়ন্তী সতী, নল রাজা হয়ে পতি,
বনে ফেলে গেল একবার ফিয়ে চাইলে না॥ ০॥

৺এণ্টনি সাহেব।

মহড়া। প্রাণ সই রে, যদি বাঁচি প্রাণে, পরের প্রেমে,
আর আমি মজবো না।

আগে কতই ভালবাসে, কথা কয় মিষ্টি হেসে,
শেষকালে পালায়।
তারে ধত্তে গেলে প্রেমের পথে আর কি ধরা যায়,
একদিন প্রিয়ে বলে, মনে ভুলে, মুখ তুলে দেখে না॥

খাদ। মিথ্যে পরের জন্যে পরে করে লাঞ্ছনা॥

ফুঁকা। দৈবে দশে পাঁচে তার সঙ্গে পথে দেখা হলে,
পিরীত জানাব বলে, পথ ছেড়ে সে যায় অপথে,
আমি পুড়ি তার পোড়াতে, পোড়া লোকের গঞ্জনাতে,
মুখ ঢেকে যাই চলে॥

মেলতা। যেমন বনপোড়া হরিণ, দুঃখে জ্বলে নিশি দিন,
তেম্নি পুড়ে মরি জ্বলে, প্রেমানল নেভে না॥

১ চিতেন। কুলের কুলবালা আমি সই,
ছিলাম যখন কুলেতে॥

পাড়ন। লোকে বলতো তখন, পিরীত-রতন,
তাইতে মজিলাম পরের পিরীতে॥

ফুঁকা। কেবল দিন কতককাল সই,
যেজন আস্‌তো বারেবার।
তার গুণ বলবো কত আর,
যেমনধারা রাত্রিকালে, রংবাজিতে আগুন দিলে,
ক্ষণেক মাত্র উঠে জ্বলে, শেষকালে অন্ধকার॥

মেলতা। পরের পিরীত তদ্রূপ প্রায়, ভাবেতে সব জানা যায়,
দিলেম কুলে কালি পরের কথায় সে আপন হলো না॥

অন্তরা। কেবল সই ঢলাঢলি ঘরে পরে।
সদা পরের পোড়ায় পুড়ে মরি, এই সুখে ঘর করি ঘরে।
শুকিয়ে গেলেম ঐ জ্বালায়, পরের ভাবনা ভেবে তায়,
খেতে শুতে অসুখে প্রাণ যায়।
যেমন চোরের নারী, বলতে নারি, গুমরে মরি চিন্তাজ্বরে॥

২ চিতেন। আসা যাওয়া যদি থাকতো তার,
তবে কি সই এমন হয়॥

পাড়ন। একদিন ঘুমের ঘোরে, স্বপ্নে তারে,
দেখা শুনা তার সঙ্গেতে হয়॥

ফুঁকা। যদি আমার হতো সে তবে,
এসে দেখা দিত, প্রেমের আদর বাড়াতো।
কত্তো না প্রেম ছাড়াছাড়ি, হতো না বিচ্ছেদের আড়ি,
পাড়ায় গেলে লোকের বাড়ী, আয় বলে ডাকিত॥

মেলতা। আমার পোড়া অদেষ্ট, প্রেম করে পেলেম কষ্ট,
এখন আমায় দেখে পাড়ার লোকে,
কেও ডেকে সুধায় না॥০॥

৺এণ্টনি সাহেব।

মহড়া। যৌবন জনমের মত যায়।
সে তো আশাপথ নাহি চায়॥
কি দিয়ে গো প্রাণ সখি রাখিব উহায়॥
জীবন যৌবন গেলে আর,

ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার,
বাঁচি ত বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনর্ব্বার ॥

১ চিতেন। গেল গেল এ বসন্তকাল, আসিবে তৎকাল।
কালে হলো কাল এ যৌবন-কাল ॥
কাল পূর্ণ হলে রবে না, প্রবোধে প্রবোধ মানে না,
আমি যেন রহিলাম, তার আসার আশায় ॥

অন্তরা। হায় ষোলকলা পূর্ণ হলো যৌবনে আমার।
দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে, বিফলেতে যায় ॥

২ অন্তরা। কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদে হয় শশীকলা ক্ষয়।
শুক্লপক্ষ হয়, পুনঃ পূর্ণোদয় ॥
যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয়, কোটি কল্পে পুনঃ নাহি হয়,
যে যাবে সে যাবে হবে, অগস্ত্য গমন প্রায় ॥ ০ ॥

৺হরু ঠাকুর।

মহড়া। তোরে ভালবেসে ছিলেম বলে প্রেম,
আমার দুকুল মজালি।
দু'মাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে,
সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পালালি।
সই কিসে বিচ্ছেদ-বিষে, জ্বলি তাই বলি।
আমি সাধে কি নিষাদে রয়েছি।
করে না বুঝে লোভ, শেষে পেয়ে ক্ষোভ,
বলি কাকে, চোকে দেখে ঠেকেছি।
যেমন মৎস্য মাংস ভোগী, হয়েছিল জাম্বুকী,
তুই কি আমার ভাগ্যে এখন সেইটে ঘটালি ॥

১ চিতেন। পিরীতে মজিয়ে চিরদিন রব, প্রাণ জুড়াব,
ছিল বাসনা।
ত্রিরাত্র না যেতে, তাতে, কি বিড়ম্বনা॥
আমি তোরি জন্যে হলেম পরের বশ,
আগে মান খোয়ালেম, কুল মজালেম,
দেশ বিদেশে অপমান আর অপযশ।
আগে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি, কল্লি ছাড়াছাড়ি তুই,
আমার মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি॥ ০॥

৺গোরক্ষ নাথ যোগী।

মহড়া। পতি বিনে সই, সতীর মান কই, আর থাকে।
হায় আমি যেন হলেম সতী, বিপক্ষ তায় রতিপতি,
নারী হয়ে কি করবো তার, শিব ডরাতেন্ যাকে॥
আমার হলো যার মানে মান, সে কই মান রাখে।
ছি ছি কি লজ্জা আই গো আই॥
অন্য দিনের কথা দূরে থাক,
সর্ব্বনেশের পর্ব্ব কটা মনে নাই।
হলেম পতির পরিত্যজ্য, থাকতে দেয় না রাজ্যে সই,
আবার রাজার মসিল কালো কোকিল ডাকে॥

১ চিতেন। পতি পরহন্তা, ব্যবস্থা, সতীর প্রতি নয়।
একাঙ্গ হলে দুজনার, তবেই ধর্ম্ম রয়॥
হলো তায় আমায় সম্বন্ধ।
নামে ভার্য্যে, কাজে ত্যজ্যা সই,
[illegible]ের যেমন নদী চড়ার সনন্দ।

আমায় তাচ্ছিল্য দেখে তার, দয়া হবে বল কার,
আমার পতি-দত্ত। জ্বালা, জুড়াবে কে ॥

অন্তরা। হায় আমার এ কথা, অকথ্য,
সত্যবাদী পতি আমার।
আসি আশা দিয়ে, গেল মন ছলে,
যুগান্তরে পাওয়া ভার ॥

২ চিতেন। ফুলে বন্ধি হয়ে ওগো সই, মূলে হারা হই।
কত হব গো রমণী হয়ে, অনঙ্গ বিজয়ী ॥
আমার ধিক্ ধিক্ যৌবনে।
কাননে কুসুম যেমন সই, ফুটে আবার শুকায়ে রয় কাননে।
আমায় পেয়ে কুলনারী, বধে সারি সারি সই;
যেমন কুরুসৈন্য বেড়া চারিদিকে ॥ ০ ॥

৺রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

মহড়া। প্রাণ বলো না প্রাণ।
ছি ছি হাস্‌বে লোকে, আমার পাকে;
হবে শেষে অপমান ॥
যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই প্রাণ,
আমার করে অন্তরের অন্তর, যারে অন্তরে দিয়েছ স্থান ॥

১ চিতেন। নূতন ধারা, তোমার তারা, নয়নের তারা।
যেজন স্থূলে ভুল, দুটি আঁখির শূল,
কেন তায় আদর করা।
ত্যজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান, কর পূজ্য ধনে[illegible]পমান ॥

অন্তরা। যথায় তব নব ভাব, যারে প্রাণ বল, তার সুখ।
আমায় কেন, ব'লে প্রাণ, বাড়াও দ্বিগুণ দুঃখ॥

২ চিতেন। ভেবেছিলাম প্রাণের প্রাণ, গিয়াছে সেদিন।
এখন হলেম প্রাণ, তোমার কথার প্রাণ,
কিন্তু ধর্ম্মে ফলহীন।
চোখের দেখা মুখের আলাপন,
হলো সেই লক্ষ্যলাভ জ্ঞান॥ ০ ॥

৺ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী।

মহড়া। প্রাণ তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি।
মনে মনে মনাগুণে, আমি জল্‌ব বই আর বলব কি॥
অনেক দিনের আলাপ বলে আদরে ডাকি।
কেমন আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে।
প্রাণ গেলে প্রাণ নিজ দুঃখ তোমায় বলিনে।
ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধলে কাঁদলে ফলবে কি॥

চিতেন। আমায় বলে, আমায় ছ'লে,
প্রাণ দিলে পরেরি করে।
তুমি বন্ধি হয়ে আছ তার প্রেমেরি ডোরে।
... ...
... ...
বিরস মুখের হাসি দেখে, বল কে হবে সুখী॥

অন্তরা। তুমি ছিলে যখন আপ্তবশে রসে জুড়াতে।
পরের হয়ে আর কি এখন পার ভুলাতে।

আমার যা হবার হলো, প্রাণ ভাল দায়ে পড়েছ।
রাহুগ্রস্ত শশী যেমন, তেম্নি হয়েছ ॥
সন্ধি যোগে সে শরীর স্থিতি দণ্ড নয়।
সন্ধ্যা হলে তোমার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয় ॥
সারা নিশি, সর্ব্বগ্রাসী, দিনে ও চাঁদ মুখ দেখি ॥ ০ ॥

৺চিন্তামণি মররা।

মহড়া। রমণী হয়ে রমণীরে, রতি মজালে।
তার মৃত পতি, কেন বাঁচালে ॥
বিরহিণীর দুঃখ ঘটালে।
রতিপতি দেয় যন্ত্রণা, আমার পতি তা বুঝে না।
আমি একা,সে অদেখা, শক্র বুঝাব কি বলে ॥

চিতেন। অনঙ্গ যে অঙ্গ দহে, এ কি প্রাণে সয়।
একবার মনে করি, ভয়ে ভজবো মৃত্যুঞ্জয় ॥
আবার ভাবি তার কি হবে।
রতি তো পতি বাঁচাবে।
একবার মদন, হয়ে নিধন, নারীর গুণে জীবন পেলে ॥

অন্তরা। মরি কি তার গুণের পতি।
কি গুণে বাঁচালে রতি।
অসতীরে সুখী করে, সতীর করে দুর্গতি ॥

৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

পাল্‌টা গীত।

মহড়া। রতি কি তার নিজ পতি করে না দমন।
পেয়ে পর-নারী, মজালে মদন ॥
নির্ব্বিবেকী নারী সে কেমন।
আমরা নিজ পতি ধনে, চাইতে না দিই কারো পানে,
সে কেমনে, পতিধনে, পরে সঁপে ধরে জীবন ॥

চিতেন। বসন্ত সামন্ত আদি বাড়িল রঙ্গ।
বিরহী যুবতীর অঙ্গ, দহে অনঙ্গ ॥
যত কোকিলে কুহরে, তত হানে পঞ্চশরে,
অবলারে, প্রাণে মারে, স্মরশরে করে দাহন ॥
রতি যদি পতিব্রতা, সে কোথা তার পতি কোথা।
তবে কেন, পঞ্চবাণ, ফেরে গো আমাদের হেথা ॥ ০ ॥

৺পরাণ চন্দ্র সিংহ।

মহড়া। মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি, বলা হলো না ॥
সরমে মরমে কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে।
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।
সখি ধিক থাক আমারে, ধিক সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন করে না ॥

চিতেন। একে আমার এ যৌবনকাল,

তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ, প্রবাসে গেল ॥
যখন হাসি হাসি, সে আসি বলে।
সে হাসি, দেখে ভাসি, নয়নের জলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধরোনা ॥

অন্তরা। তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম সজনী ॥
অনায়াসে প্রবাসে গেল, সে গুণমণি ॥
এ কি হলো বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান।
মদনে দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ ॥ ০ ॥

৺রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহড়া। যাক প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয় ॥
থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর,
তারে নিন্দে করি, পাছে পতিনিন্দে হয় ॥
আমি মরি সহচরি করিনে সে ভয়।
দেখ আমি মলে কত শত মিলবে তার।
সখি সে বিনে, কে, আছে গো আমার ॥
আমায় তেজিলে তেজিতে পারে, কে তুষিবে তারে সই,
আমার পূজ্য ধন বই ত ত্যজ্য ধন নয় ॥

চিতেন। গেল গেল, কুল কুল, যাক কুল, তাহে নই আকুল।
লয়েছি যাহার কুল, সে আমার প্রতিকুল ॥
যদি কুলকুণ্ডলিনী, অনুকূলা হন আমায়।
অকূলের তরী কুল পাব পুনরায় ॥

এখন ব্যাকুল হয়ে কি, দুকুল হারাব সই,
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয় ॥ ০ ॥

৺রামসুন্দর রায়।

মহড়া। এই খেদ তারে দেখে মরতে পেলেম না।
আমায় চা'ক না চা'ক, সখা সুখে থাক,
কেন দেখা দিয়ে, একবার ফিরে গেল না ॥

চিতেন। জীবন থাকিতে প্রাণনাথ, যদি নাহি এলো নিবাসে।
লুব্ধ আশা দিয়ে সে, কেন রইল প্রবাসে ॥
আমি সেই আশা বৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রু জল।
সৃজিলাম সই, কই হলো সুখফল ॥
তরু সমূলে শুকালো, শেষে এই হলো সই,
কালো কোকিলেরি রবে প্রাণ বাঁচে না ॥ ০ ॥

৺গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া। কাল বসন্তের হাতে, যায় বা সতীত্ব-সৌরভ।
যে ধন দিয়ে গেলেন প্রাণনাথ, তায় বা করে গো আঘাত,
কত সই গো সই, মুহুর্মুহু কুহু রব ॥

চিতেন। শিশির নিশির যন্ত্রণা, সই এ হতে ছিল ত ভাল।
বসন্ত, হয়ে কৃতান্ত, বিরহী বধিতে এলো ॥
মনের কথা কই এমন কে আছে।
ঋতুর রাজা যিনি, নারী বধেন তিনি,
তবে আর দাঁড়াব কার কাছে।

আসি সপ্তরথী মিলে, আমারে মজালে,
যেমন অভিমন্যু ঘেরেছে কৌরব ॥ ০ ॥

৺সীতানাথ মুখোপাধ্যায়।

মহড়া। ধিক্ সে প্রাণকান্তে, এলো না বসন্তে।
রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে ॥
সে যে গিয়েছে দূর দেশ।
আছি কি মরেছি করে না উদ্দেশ ॥
পতি হয়ে সঁপে গেল, মদন দুরন্তে ॥

চিতেন। একা রেখে যুবতীকে, গেল দেশান্তর।
তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর ॥
সে বিনে এ যৌবন-রতন, বল রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ।
কাহার শরণ লই বিনে প্রাণকান্তে ॥

অন্তরা। প্রিয়জনে তেজে প্রিয়জন, আছে কেমনে।
হলো না কি তার দয়া রমণী-রতনে ॥

চিতেন। কন্যাকালের কথা মনে হলে বাড়ে শোক।
আমার জনক তারে দিলেন দান, দেখিয়া সুলোক ॥
করে করে ক'রে সমর্পণ।
তারে বল্লেন, সুখে করো হে পালন।
কথা না হলো পালন, সঁপিলেন কৃতান্তে ॥ ০ ॥

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহড়া। যে করেছে যাহার সহ পিরীতি ব্যাভার।
সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার ॥
পরেতে পরের মন, কে পেয়েছে কার।
প্রণয় কারণে, উভয়ের দোষ গুণ না করে বিচার ॥

চিতেন। কামিনী পুরুষ মাঝে সই, আছে যত জন।
যে যাহার মন করেছে হরণ ॥
মান অপমান দেখে না, দোঁহে সদা করে অঙ্গীকার ॥

অন্তরা। ওরে প্রাণ রে! গরিমা নাহি প্রেমিক দেহে।
প্রেমের অধীন হলে সকলি সহে ॥

২ চিতেন। গুরুজনা গঞ্জনা দেয়, না হয় সুখী।
সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি ॥
দিনান্তরে দেখা না হলে,
মন প্রাণ দহে দোঁহাকার ॥ ০ ॥

নীলমণি পাটুনী।

মহড়া। আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়,
এমন পাইনে রসিক বেপারী।
আমার এদেশে, অনেক আছে,
যারা করয়ে প্রেমেতে চাতুরী ॥
কেবল মিছে ভ্রমে, ভ্রমে মরি ॥
অরসিক গ্রাহকে এ রস চায়।
শুনে কাণে, মাথা নোওয়ায়।

পশরা নামাতে এসে অনেকে,
আগে দুই বাহু পসারি ॥

চিতেন। মদন রাজার, প্রেমের বাজারে.
এলে প্রেম লাভ হয়।
রসিকে রমণী এলেম আমি, সেই আশায় ॥
আগে কে জানে সই এ বিবরণ।
কপট মহাজন হেথা এমন ॥
নূতন ব্যবসায়ী রমণী পেলে, ফেরেফারে করে চাতুরী ॥

অন্তরা। এই অবলা সরলা, প্রেমের জ্বালা,
ভার হয় আপনার সহিতে।
যৌবন রসের, ভার অতি ভার, নারী নারি বহিতে ॥

২ চিতেন। গোপেতে গোরস, লয়ে দেশ দেশ,
ভ্রমণ করেন যেমন।
এ তো নয় তাদৃশ গছাবার ধন ॥
রসিক গ্রাহক যদ্যপি পাই, বিরলে বিক্রয় করি তার ঠাঁই,
আমারে কিনিবে যৌবন কিনে,
কেনা হব আমি তাহারি ॥ ০ ॥

চিন্তামণি মররা।

মহড়া। হর নই হে, আমি যুবতী।
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি ॥
করো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য, হয়েছে বিবর্ণ, ধরেছি শঙ্করের আকৃতি ॥

চিতেন। ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ,
এ কি রঙ্গ হে তোমার।
হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বারেবার ॥
ছিন্ন-ভিন্ন বেশ, দেখে কও মহেশ, চেন না পুরুষ-প্রকৃতি ॥

অন্তরা। হায় শুন শম্ভু-অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরি হও না আমার।
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা, নহে এ তো জটাভার ॥

২ চিতেন। কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীলরতন।
অরুণ হলে নয়ন, করে পতি-বিরহে রোদন ॥
এ অঙ্গ আমার, ধূলার ধূসর,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি ॥

৩ চিতেন। পাণ্ডব খাণ্ডববন, দহিল যখন।
নানা জাতি পক্ষী তাতে হইল দাহন ॥
কোকিলে মরিত যদি তায়
তবে কি কুরবে প্রাণ যায় ॥
বিরহিণী বধিবারে, বাঁচাইল ধনঞ্জয় ॥ ০ ॥

রামপ্রসাদ ঠাকুর।

মহড়া। এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল হলো জগতে।
করে পঞ্চ দুঃখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ,
পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে ॥
পঞ্চ যাতনা প্রায়, নিশি পঞ্চ প্রহরেতে ॥
যদি পঞ্চামৃত করি পান, নাহি জুড়ায় প্রাণ,
হর বেঁধে পঞ্চবাণ ॥

দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম করেছিলেন যার,
এখন সেই দহে দেহ পঞ্চ শরেতে ॥

১ চিতেন। পঞ্চাক্ষর, নাম মকরধ্বজ, বিরহী-রাজ্যের রাজন।
সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হলো পঞ্চজন ॥
ভ্রমর কোকিলাদি পঞ্চশর, রাজা পঞ্চশর,
অঙ্গে হানে পঞ্চশর।
তাহে ঊনপঞ্চাশত, মলয়-মারুত সই,
আবার ভানু দহে তনু পঞ্চযোগেতে ॥

অন্তরা। সই গ্রহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল,
ফুল ঘ্রাণ যেন পঞ্চবাণ।
পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যার, তার কিরণেও দহে প্রাণ ॥

২ চিতেন। পঞ্চ-দ্বিগুণ বদন যার, রাক্ষসের যে প্রধান।
তার চিতা সম জ্বলিছে সখি, পঞ্চম দুঃখেতে প্রাণ ॥
যদি দ্বিপঞ্চ দিকেতে চাই, পঞ্চ রিপু পাই,
পঞ্চ সহকারী নাই।
কেবল পঞ্চম অসাধ্যে, পঞ্চ রিপুর মধ্যে সই,
আমি থাকি যেন সখি পঞ্চ তপেতে ॥

অন্তরা। সই পঞ্চ পাণ্ডবেরা, খাণ্ডব কানন,
জ্বালায়ে ছিল যেমন।
তেমনি এ দেহ জ্বালায় সখি, বসন্তের চর পঞ্চজন ॥
পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ করে, করিতে চাহি ভক্ষণ।
তাহে প্রতিবাদী হয় গো আসি, প্রতিবাসী পঞ্চজন।
বলে পঞ্চ রিপু গিয়েছে, প্রাণে সয়েছে,
এ পঞ্চ ক-দিন আছে।

কিন্তু এ পঞ্চ যাতনা, প্রাণে আর সহে না, সই,
এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চ ভাগেতে ॥ ০ ॥

৺এণ্টনি সাহেব।

মহড়া। যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ একবার।
যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ, হানগে তায় বিচ্ছেদ-বাণ,
যদি জ্বালায় জ্বলে, আমার ব'লে, মনে পড়ে তার ॥
রাখ রাখ এই মিনতি অধিনী জনার।
যাতে মত্ত আছে সে যে, মত্ত-মাতঙ্গ।
কর গিয়ে সে প্রেমের সুহৃতো ভঙ্গ ॥
তুমি গেলে তার প্রবৃত্তি, অম্নি হবে নিবৃত্তি,
বসন্তে বিদেশী হয়ে, রবে না সে আর ॥

১ চিতেন। বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার।
যৌবনকাল হয়েছি আশ্রিত তোমার ॥
ওহে বিচ্ছেদ তোমার বিচ্ছেদ দায় নাথ না জানে।
অন্য নারীর প্রেমসুখে আছে সেখানে ॥
তারে জ্বালাতে পার না, আমায় দেও যাতনা,
ছি ছি, অবলা বধিলে নাহি পৌরুষ তোমার ॥

অন্তরা। সকাতরে হাঁরে বিচ্ছেদ করি তোরে মিনতি।
কামিনীর প্রাণ রেখে, রাখ সুখ্যাতি ॥

২ চিতেন। হয়ে আমার অন্তরের অন্তর,
নাথের অন্তরেতে যাও।
প্রণয় করে অপ্রণয়, প্রণয় গে ঘটাও ॥

বিচ্ছেদ ব্যথার ব্যথা কিছু তায় দিও বিশেষ।
নারীর প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে ॥
আমায় করেছ স্থূলে ভুল, ভেবে হলো প্রাণাকুল,
অকূলেতে কুল রক্ষা কর কুলজার ॥ ০ ॥

৺উদয় চাঁদ বৈরাগী।

মহড়া। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ,
বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি তাই, চোখের দেখা দেখতে চাই,
কিছু থাক থাক বলে ধরে রাখবো না ॥
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ, আমারি গেল ॥
সদা রাগে কর ভর, আমি তো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না ॥

১ চিতেন। দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ, হলো এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোল ও বিধুবদন ॥
পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন তো প্রেম ভাঙ্গা-ভাঙ্গি, অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচে কিছু মাণিক পাব না ॥ ০ ॥

৺নালু নন্দলাল।

মহড়া। প্রাণ তুমি আর এ পথে এসো না।
শুধু দেখা, দিবে সখা, সে তো তা, মনেতে বুঝিনে

তুমি যার, এখন তার পূরাও বাসনা।
তোমা হতে সুখ যা হবার,
প্রাণ তা হয়ে বয়ে গিয়েছে আমার।
দেখা হলে, মরি জ্বলে, এ দেখা দিও না॥

১ চিতেন। আগে তোমায় দেখলে সখা, হতো পরম আহ্লাদ।
এখন তোমায় দেখলে ঘটে, হরিষে বিষাদ॥
এসো বসো বলা হলো দায়।
কি জানি কে গিয়ে সখা, বলে দিবে তায়॥
সে তোমাকে, আমার পাকে, করিবে লাঞ্ছনা॥

অন্তরা। তা বলা নয়, উচিত হয়, না এলে এখন।
নূতন রঙ্গিণী তোমায় করিবে ভৎর্সনা॥

২ চিতেন। আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগ যুগান্তে।
নব রসে সে, যে রঙ্গিণী।
প্রাণ, হয়েছে তোমার প্রেমের অধিনী॥
আমায় যেমন জ্বালায়ে ছিলে,
প্রাণ তারে জ্বালা দিও না॥ ০॥

৺রঘুনাথ দাস।

মহড়া। বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ।
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ,
কি প্রেমের বশে, প্রেম-রসে তুষতে প্রাণ॥
রাখিতে হে অধিনীর সম্মান।
অভিমানী হতেম হে তোমায়।
প্রাণনাথ, কার সোহাগে, অনুরাগে, ধত্তে আমার পায়॥

তুমি আমি, যে, সেই আছি,
তবে কিসে গেল সে সম্মান ॥

১ চিতেন। আবাহন করে প্রেম দিলে বিসর্জ্জন।
সে যেমন হ'ক, হয়েছে, আমার কপালে ছিল হে যেমন ॥
রঙ্গ-রসে ছিলেম এতদিন।
প্রাণনাথ, প্রেমের পথে, দুজনাতে কে কারো অধীন ॥
শেষে যদি করবে এমন, কেন আগে বাড়াইলে মান।
ওরে প্রাণ রে, কথা কবার নয়, কইতে ফাটে হিরে।
পূজ্য ছিলেম, ত্যাজ্য হলেম, যৌবন গিয়ে ॥

২ চিতেন। দৈব দেখা প্রাণনাথ, হতো হে পথে,
আপ্না আপ্নি ভুলিতে, হাতে আকাশেরে চন্দ্র পেতে ॥
এখন তো সেই পথের দেখা হয়।
প্রাণনাথ লজ্জাতে মুখ ঢাক যেন ঠেকেছ কি দায় ॥
প্রেম গ্যাছে, যৌবন গ্যাছে,
শেষে তুমি করিলে প্রস্থান ॥ ০ ॥

৺রাসু সিংহ।

——

মহড়া। বঁধু কার কখন মন রাখবে।
তোমার একজ্বালা নয় দু-দিক রাখা,
বল প্রাণ কিসে প্রাণ বাঁচবে।
সমভাবে কেমনে রবে ॥
সবে তোমার এক মন।
তায় করেছ প্রেমাধিনী দুঠেঁয় দুজন ॥
কপট প্রেমে বল দেখি প্রাণ, হাসাবে কায় কাঁদাবে ॥

১ চিতেন। এক ভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ,
সে ভাব তোমার নাই।
পেয়েছ যে নূতন নারী, মন তারি ঠাঁই॥
রাখতে আমার অনুরোধ।
প্রাণ, তোমার প্রমাদ হবে, সে করিবে ক্রোধ॥
দ্বেষাদ্বেষি দ্বন্দ করে কি, দেশান্তরী করিবে॥ ০॥

৺ভবানীচরণ বণিক।

মহড়া। কার দোষ দিব কপালে দোষ আমার।
যেমন প্রাণনাথ, প্রাণে দেয় আঘাৎ,
তেম্নি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার।
কে আছে সপক্ষ রে বিরহী জনার॥

১ চিতেন। সময়েরি সখি রে, করে হীন জনে অপমান।
কোথা গে, জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি হেন স্থান॥
একে দুঃসহ বিরহ, নির্ব্বাহ নাহি হয়॥
তাহে কাল গুণে কাল বসন্ত উদয়।
এসে সপ্তরথী মিলে, যুবতী মজালে সই,
যেন অভিমন্যু বধের উদ্যোগ এবার॥

অন্তরা। সই, আমি যার, সে আমার ভেবে,
দেশে যদি না এলো।
জগতের জীবন, মলয় পবন, সে আমার কাল হলো॥
তবে মরণ ভালো॥

২ চিতেন। প্রিয়জনে তেজে প্রিয়জন,

গেল প্রয়োজনে আপনার।
আমারে বলে আমার, এমন কে আছে আমার ॥
হয়ে রতিপতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল।
আছি পথ চেয়ে রথ হয়েছে অচল ॥
ভয়ে সারথী পলালো, শেষে এই হলো সই,
কালো কোকিলেরি রবে প্রাণে বাঁচা ভার ॥ ০ ॥

৺গৌরীদাস।

মহড়া। তবে কি হবে সজনী, নাথ মান করে গেল।
প্রাণ সই, আমি ভাবি ঐ,
আবার দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলতে হলো ॥
... ...
১ চিতেন। বিধিমতে প্রাণনাথেরে করিলাম বারণ ॥
করোনা করোনা বঁধু প্রবাসে গমন ॥
সে কথা না শুনে প্রাণনাথ।
অকালে সকালে প্রেমে হান্‌লে বজ্রাঘাত ॥
নারী হয়ে, করে ধরে, সাধলাম তারে,
তবু না রহিলো ॥ ০ ॥

৺ভীমদাস মালাকার।

মহড়া। কোকিলে, কর এই উপকার।
যাও নাথের নিকটে একবার ॥
ব্যথার ব্যথিত হও তুমি আমার।
নিষ্ঠুর নাগর আছে যথায়।

পঞ্চস্বরে গান শুনাও গে তায় ॥
শুনে তব ধ্বনি, বলিয়ে দুঃখিনী, অবশ্য মনে হইবে তার ॥

১ চিতেন। বিরহী জনার, অন্তরে হানো কুহু কুহু স্বর।
ইথে নাই তোমার, পৌরুষ পিকবর ॥
একলা অবলা আমি বালা, আমারে যেরূপে দিলে জ্বালা।
তাহারে তেমতি পার রে জ্বালাতে,
প্রশংসা তবে করি তোমার ॥

অন্তরা। হায়, যে দেশে আমার প্রাণনাথ,
কোকিলে বুঝি নাই সে দেশে।
তা যদি থাকিত, তবে সে আসিত,
বসন্ত সময়ে নিবাসে ॥

২ চিতেন। কিংবা কোকিল আছে, নাই তার,
সুস্বর তব সমান।
কুরবে, বুঝি হান্‌তে পারে না বাণ ॥
অতএব মিনতি করি এখন, কোকিলে তথায় কর গমন।
তোমার এ রবে, প্রবাসে কে রবে,
নিবাসে আসিবে নাথ আমার ॥ ০ ॥

৺হরু ঠাকুর।

মহড়া। কে সাজালে হেন যোগীর বেশ।
কহ অলিরাজ সবিশেষ ॥
কেতকী সৌরভ অঙ্গে তব অশেষ।
রজ লেগেছে কালো গায়, হয়েছ প্রাণ বিভূতির প্রায়,
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি, রূপের না দেখি শেষ ॥

১ চিতেন। ধুতুরা পীযূষ বঁধু করেছ হে পান।
হেরিয়ে তোমার মুখ, করি অনুমান ॥
তাহাতে হয়েছ প্রাণধন, আঁখি দুটি ঊর্দ্ধে উন্মীলন।
মধুভিক্ষা করে বঁধু ভ্রমিতেছ নানা দেশ ॥ ০ ॥

৺গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া। ওহে বার বার আর কেন জানাও আমায়।
বুঝেছি তোমার এ মনের আশয় ॥
তুমি তো আমারি আছ গিয়েছ কোথায় ॥

১ চিতেন। সুখে থাক, মনে রেখ, এখন এই চাই।
তব গুণ গাই, কোথাও না যাই ॥
তুমি যত ভালবাস ভাবে বুঝা যায় ॥

অন্তরা। ওহে তোমার ও গুণ-প্রাণ, থাকুক তোমায়।
ও বাতাস যেন হে না লাগে কারো গায় ॥

২ চিতেন। তব সম প্রিয়তম, কোথা পাব আর।
হেন অসাধারণ গুণ আছে কার ॥
বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায় ॥

২ অন্তরা। যদি নারী হয়ে করে কেউ, প্রেম-অভিলাষ।
তোমার মতন রসিক পেলে, পূরে তার আশ ॥

৩ চিতেন। যেরূপ সুখে সে ভাসে, বিধি বিধানে।
কব কেমনে, শুধু, সেই জানে ॥
এক মুখে তব গুণ, কয়ে না ফুরায় ॥

৩ অন্তরা। ওহে যতদিন, দেহে প্রাণ, থাকিবে আমার।
ঘুষিব ঘোষণা আমি নিয়ত তোমার ॥

৪ চিতেন। তুমি যেমন, সুজন, রসিকের শেষ।
জানি সবিশেষ, নাহি দোষ লেশ ॥
তোমার রীত, চরিত, জাগিছে হিয়ায় ॥

৪ অন্তরা। তুমি ঘৃণাগ্রেতে জান নাকো শঠতা কেমন।
আহা মরি মরি তব, কি সরল মন ॥

৫ চিতেন। রঘুনাথ বলে কেন, ও বিধুমুখী।
কেন হেন বাক্যবাণ, হানিছ উহায় ॥ ৭ ॥

৺রঘুনাথ দাস।

——

মহড়া। এত দুঃখ অপমান, সাধের পিরীতে প্রাণ।
নিতি নিতি প্রাণ, নূতন আগুন, উঠে না হয় নির্ব্বাণ ॥

১ চিতেন। অতি সমাদরে, জুড়াবার তরে,
করেছিলাম পিরীতি।
আমার সে সকল গেল, শেষে এই হলো,
সদা ঝোরে দুনয়ন ॥ ০ ॥

(অসম্পূর্ণ)

৺গোঁজলা গুঁই।

——

মহড়া। যার স্বভাব যা থাকে প্রাণনাথ,
তা কি ঘুচাতে কেহ পারে।
শুনেছ কখন, অঙ্গারের মলিন, ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে ॥

১ চিতেন। নিম্বতরু যদি রোপণ হয়, শত তার শর্করে।
সে মিষ্ট রস না হয় কখন, নিজগুণ প্রকাশ করে ॥ ০ ॥
(অসম্পূর্ণ)

৺লালু নন্দলাল।

মহড়া। পিরীতি নাহি গোপনে থাকে।
শুন লো সজনি, বলি তোমাকে ॥
শুনেছ কখন, জ্বলন্ত আগুন, বসনে বন্ধন রাখে ॥

১ চিতেন। প্রতিপদের চাঁদ, হরিষে বিষাদ,
নয়নে না দেখে, উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদ, কিঞ্চিত প্রকাশ,
(অসম্পূর্ণ)

৺গুরো দুম্বো।

মহড়া। ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার, জীবন-যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ, করে যেই জন ॥
সে চাহে না আমি তার যোগাই মন ॥

১ চিতেন। যেখানেতে না রহিল মানি জনার মান।
সে কেমন অজ্ঞান, তারে সঁপে প্রাণ ॥
সেধে কেঁদে হয় গিয়ে কলঙ্ক-ভাজন ॥

১ অন্তরা। এ কি প্রণয়েরি রীতি সই, শুনেছ এমন।
কেহ সুখে থাকে, কেহ দুঃখে জ্বালাতন ॥

২ চিতেন। শয়নে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যায়ায়।
সে জন তাহায় ফিরে নাহি চায় ॥
তথাপি না পারে তারে হতে বিস্মরণ ॥

২ অন্তরা। সখি, পিরীতি পরম ধন, জগতের সার।
সুজনে কুজনে হলে, হয় ছারখার ॥

৩ চিতেন। সামান্য খেদের কথা এ কি প্রাণ সই।
কারেই বা কই, প্রাণে মরে রই ॥
ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছনা ॥

৩ অন্তরা। যারে ভাবিব আপন সই, তার এ বোধ নাই।
এমন প্রেমের মুখে, তার মুখে ছাই ॥

৪ চিতেন। হেন অরণ্য-রোদনে, ফল আছে কি।
এ হতে সুখী একা যে থাকি।
ধরে বেঁধে করা কি না প্রেম উপার্জ্জন ॥

৪ অন্তরা। যার স্বভাব লম্পট সই, তার কি এ বোধ।
আছে কি করিবে তবে প্রেম অনুরোধ ॥

৫ চিতেন। অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন।
এরূপ মিলন, না দেখি কখন ॥
রঘু বলে কোথা মিলে দুজনে সুজন ॥ ০ ॥

৺রঘুনাথ দাস।

মহড়া। এখন বল কি করি সই, কিসে ধৈর্য্য হয়ে রই,
অবোধ মন তায়, আর প্রবোধ মানে না।
সদাই সে রূপ হয় মনেতে, মন পড়ে রয় তার কাছেতে,
পোড়া মন কেমন।
আমার মন পোড়ে সই তারি তরে,

তার কই পোড়ে মন, সে কেমন করে এমন ভাবে
ভুলে রয় ভোলে বল না ॥

খাদ মন দিয়ে'সই পরের মনে পেলেম যন্ত্রণা ॥

মেলতা। তখন বুঝলেম না সই মনে মনে
কুলের বাহির হলেম, ও তার কথায় ভুল্লেম,
প্রাণ সই রে।
কি জানি সই কি তার মনে, আর আমায় করেনা মনে,
আমি তা জান্‌বো কেমনে।
তাই ভেবে সই মলেম,
করে দেশান্তরি আমায় ভুলে রইল সে,
প্রাণে মলেম কি বাঁচলেম চোক দে দেখিলে না ॥

১ চিতেন। অবলা পেয়ে, কুলে মজাইয়ে, কল্লে কুলের বার।
মুখে মৃদু হেসে, প্রমাকাশে, বাঁধিলে মন আমার।
আমি সেই দিন হতে তার প্রেমেতে বন্ধি সই হয়েছি,
কুলে কালি দে বসেছি, প্রাণ সই রে।
প্রেম করে ফল ফলাফল, সুফল নয় সই সকলি বিফল,
যেমন কর্ম্ম তার প্রতিফল হাতে হাতে পেয়েছি ॥

পাড়ন। এখন সে বা কোথায় সই, আমি কোথায় রই,
একবার চক্ষের দেখা দিয়ে দেখা করে না ॥

অন্তরা। পরে প্রাণ সঁপে এই কি পরে,
আগে না জান্তে পারি, জান্তে পেলেম পরে।
পরকে লয়ে পর হয় সুখী বলে পরস্পরে, প্রাণ সই রে,
এ কপাল পোড়া কপাল কি হবে এর পরে ॥

২ চিতেন। এখন ভাবি মনে, করে কপাল গুণে, সময় সব হয়।
পতি সঙ্গে এসে, বনবাসে, কপালদোষে, পতি হারা হয়॥

মেলতা। নলের সহবাসে বনবাসে, দময়ন্তী ছিল।
বনে পতি হারা হলো, প্রাণ সই রে।
আমার হলো তেম্নি আসা, এসে যায় জীবনের আশা,
সে পূরাবে মন-আশা, ফেলে চলে গেল॥
সই রে দুঃখের কথা এখন বল কব কায়,
অতি ব্যথার ব্যথী বলে জানাই বেদনা॥ ০॥

৺রঘুনাথ দাস।

মহড়া। তুমি কি গুণে রে প্রাণ, আমায় বেঁধেছ রে প্রাণ,
কেন তোমায় ভুলতে পারিনে।
একবার করি মনে, লম্পটের মুখ আড়নয়নে,
চেয়ে দেখবো না॥

খাদ। থাকবো অভিমানে বদন ঢেকে কথা কইব না।
আবার ঘুমের ঘোরে প্রাণ তোমারে দেখতে পাই স্বপনে॥
মনের দুঃখে বুক ফেটে যায় মুখ ফুটে বলিনে॥

ফুঁকা। প্রণয়ে ছমাসে নমাসে এক দিন,
দেখতে পাইনি তোরে,
খেদে প্রাণ কেমন করে, ওরে প্রাণ রে।

মেলতা। সূর্য্য যেমন স্বর্গে থাকে, পদ্মিনীকে আগ্‌লে রাখে,
তুমি তেম্নি প্রাণ আমাকে, আগ্‌লে রাখিলে ঘরে।
যেমন ধরে বেঁধে বসত, ঘষে মেজে রূপ,
আমার সেই দশাটি হলো বুঝিতেছি মনে॥

১ চিতেন। প্রেমের কথা শুনে, কল্লেম মনে মনে,
প্রেমের আকিঞ্চন।
হলো তোমার সাথে, প্রেমের পথে,
পথে পথে চক্ষের মিলন ॥
জানিলেম তোমার প্রেমে, ক্রমে ক্রমে, সকলি যে ফাঁকি,
যেমন চখাচখী পাখী, ওরে প্রাণ রে।
রাত্রকালে চখা ছেড়ে, চখা থাকে বৃক্ষের আড়ে,
আমি তেম্নি শূন্য ঘরে আপসোসে প্রাণ রাখি ॥
পেলেম কামসাগরে তোমায় কামনা করে,
এখন ডুবে মরি তোমার বিচ্ছেদ তুফানে ॥

অন্তরা। সুখের পিরীতে দুঃখের সাজা।
কেবল নূতন নূতন সুখে রাখে,
শেষকালে বইতে হয় বোঝা ॥
সুযশ নাই তায় কুযশ ঘটে, কুলে তুলে কুচ্ছ ধ্বজা।
ওরে প্রাণ রে।
কেবল দৃষ্টি পোড়ায় পুড়ে মলেম,
ভাজনা খোলায় মুড়ি-ভাজা ॥

২ চিতেন। তোমার সঙ্গে দেখা, আমার হলো অদেখা,
পথের দেখার প্রায়।
যদি বাঁচি প্রাণে, কত দিনে,
তোমার সনে, দেখা হয় না হয় ॥

পাড়ন। যেমন বাঘের মাসি আসি বলে,
গেলে আর আসে না।
তোমায় সেইটে মন্ত্রণা, ওরে প্রাণ।

তোমার আশায় আসাপথ চেয়ে থাকি যক্ষের মত,
বনে বসে কাঁদি কত, কেউ ডেকে সুধায় না ॥

মেলতা। আমি চোরের নারীর প্রায়, ভাবি নিরুপায়,
কেবল ঘুরে মরি তোমার কারণে ॥ ০ ॥

৺হরু ঠাকুর।

মহড়া। ওরে প্রাণ রে, ভালবাস্‌লি ভাল, এমন ভাল,
কেউ কার বাসে না।
দশে পাঁচে দেখা হলে, কওনা কথা বদন তুলে,
ওরে আমার প্রাণ।
পিরীত ভাঙ্গলে বলে, তাই বলে কি কল্লি অভিমান।
কি বলে রাখিলি প্রাণ, চিরদিনে, বিচ্ছেদের নিশানা।
তোমার যত সুরীত ব্যাভার গিয়েছে জানা ॥
আগে শেষ না ভেবে প্রাণ আমায় পিরীতে মজালি।
দিলি দুকুলে কালি ॥
দৈবে একদিন পাড়ায় গেলে, পাড়ার লোকে মন্দ বলে,
ঘরে এলে ঘরে পরে করে ঢলাঢলি ॥
সে ছার এক দিন কি দুদিন হয়েছে মনে নাই।
কেবল চিরদিনের মনে রইল মলে যাবে না ॥

১ চিতেন। একদিন তোরে দৃষ্টি করে প্রাণ,
হলো বিধির ঘটনা।
আমার মনটা এম্নি নরম হলো প্রেমের দায় সরম রৈল না ॥
আমায় বলে ছিলে প্রাণ দুজনে থাকবো আদরে,
ভাস্‌বো সুখের সাগরে।

যেমন ধারা শারি-শুকে, থাকে দুজন মুখে মুখে,
তেম্নি ধারা প্রাণ তোমাকে, রাখব বুকে করে ॥
এখন শেষকার কথা, হতো প্রাণ অন্যথা,
এখন তুমি কোথা, আমি কোথা, কোথা প্রেম বলনা ॥

অন্তরা। এই দশা কল্লি রে প্রাণ পিরীত করে।
কেবল কুল মজালি, দেশ ঢলা'লি, হাসালি ঘরে পরে ॥
আমার যেমন সরল মন, তোমার মনটী নয় তেমন,
ভালবাসার ধর্ম্ম নয় এমন।
আগে না জেনে পর পুরুষের মন,
বাইরের কোঁদল, আনিলাম ঘরে ॥

২ চিতেন। আসা যাওয়া আমার কাছে যদি থাক্তো প্রাণ,
তবে কি তায় এমন হয়।
যেমন স্বপ্নে দেখা তোমার দেখা,
আর কখনও দেখা শোনা নয় ॥
আমি এসব যন্ত্রণা কত, থাকবো বল সয়ে।
প্রাণ রে তোমার মুখ চেয়ে ॥
ছল করে ঘর ভাঙ্গে সবে, আমি মরি তোমায় ভেবে,
তুমি বেড়াও ডুবে ডুবে, ডুব দিয়ে জল খেয়ে ॥

মেলতা। যেমন তোমার প্রেমের ব্যাভার,
খিয়ায় কড়ি ডুবে পার।
আমায় বিচ্ছেদজলে ডুবিয়ে দিলে হাতে ধরে তুল্লে না ॥০॥

৺রাম বসু

মহড়া। ও মাধবচাঁদ কীচক সহোদর,
বল সত্য কথা মিথ্যে বলো না।
ওরে সৈরিন্ধ্রীর করে ধরে, আমার অন্তঃপুরের রান্নাঘরে,
তারে কি বলেছিলি বল।
আছে মনের দুঃখে অধোমুখে চক্ষে পড়ে জল,
আমি অনুভব করে কিছু মর্ম্ম বুঝতে পারি না॥
মিথ্যে কথা বল্লে পর অল্পে ছাড়বো না॥
যে জন ভূমণ্ডলে সত্য বলে, সেই সাধু জগতে প্রকাশ।
হরি করেন দাসের দাস॥
স্বধর্ম্মে থাকলে পরে, স্বর্গে যায় সশরীরে,
ওরে অধর্ম্মতা কল্লে নরের, নরকে হয় বাস॥

মেলতা। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আপনি, আমি তা জানি,
তুমি সত্যবাদী, গুণনিধি, প্রবঞ্চনা করো না॥

অন্তরা। সেই মৎস্যদেশের বিরাট রাজা,
রয়েছে বিখ্যাত সংসার।
আমি রাজার প্রিয় ভার্য্যে রাজ-পাটেশ্বরী,
সুদেষ্ণা নারী, মাধবচাঁদ ভগ্নী হই তোমার॥
তুমি কুলের চন্দ্র মাধবচন্দ্র, প্রাণাধিক প্রাণের তুল্য ভাই,
কিছু বিভিন্নতা নাই।
আমার অন্নে পালিত, এই রাজ্যে অনুগত,
আবার প্রাণে ভালবাসি কত, বলতে পারি নাই॥
মাতৃভাবে করেছি পালন, শুন বিবরণ,
কর বহু মান্য আজ্ঞা ভিন্ন কোন কর্ম্ম কর না॥

২ চিতেন। কিছু বুঝতে নারি, সৈরিন্ধ্রী সুবদনীর,

বিরস বদন হেরি।
সদাই সুখী হাস্যমুখী মুখে নাইকো ভাষ,
ত্রাসে বহে ঘন ঘন সঘনে নিশ্বাস,
আবার বলে কোথা ও প্রিয়নাথ, মান রাখ হে হরি ॥

অন্তরা। দেখ রতি জিনি রূপে ধনী, রমণী শিরোমণির প্রায় ॥
দাস্যভাবে আমার সেবায় আছে নিযুক্তা,
অতি অনুগত, যথার্থ বলতেছি তোমায় ॥
তুমি আজ প্রভাতে, আচম্বিতে কি কথা বলেছ কখন।
জ্বলে সেই দুঃখেতে তার মন।
বল্লে গা শিউরে উঠে, সৈরিন্ধ্রী খিড়কীর ঘাটে,
দুটি করপুটে, সূর্য্যদেবকে কত্তেছে স্মরণ ॥
আমি নারী বুঝতে না পারি, তাই ভেবে মরি।
সেই সৈরিন্ধ্রীর অবস্থা হেরি চক্ষেতে জল ধরে না ॥

রামপ্রসাদ ঠাকুর।

মহড়া। ও মাধবচাঁদ কৃষ্ণ রসময়,
তুমি ধৈর্য্য হতে বলিছ আমারে।
তোমায় নির্জ্জনেতে লয়ে হরি,
আমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করি,
আছে এই বাঞ্ছা মনেতে।

খাদ। তুমি আসিবে ফিরে শ্রীমন্দিরে আমার জন্যেতে।
তোমায় দেখিলে পরে, মজিবে মানে, কমলিনী রাগভরে।
পূর্ব্বকথা এখন কি ভুল্লে অন্তরে ॥

ফুঁকা। ছিল গোলকে বিরজা নারী, তুমি তার বাঞ্ছা পূরালে।

তা তো জানে সকলে, শ্রীমতী রাধায় বলে,
তুমি তার কুঞ্জে ছিলে।
দেখ অবশেষে কি করে এলে, জানে সকলে ॥

মেলতা। কারে হাসাও, কারে কাঁদাও, কারো বাধ্য নও,
তোমার প্রেমের কথা, বেদে গাঁথা, ব্যক্ত আছে সংসারে ॥

১ চিতেন। তুমি ভক্তের অধীন কৃষ্ণ বলে,
আমি তাই ভক্তিভাবেতে।
কাম সাধনা করে তোমায় ছলিতে আসিনে,
বুঝে দেখ মনে, করবো আজ পরীক্ষা তাতে।
তুমি লীলাকারী, বংশীধারী, গোকুলে লীলে করেছ।
রাধায় আশা দিয়েছ ॥

মেলতা। আমারে ত্যজ্য করে, যাবে তার শ্রীমন্দিরে,
তোমার কৃষ্ণ নামে কলঙ্ক তায় থাকিবে এবারে ॥
অনেকেরে সদয় হয়েছ, সুখে রেখেছ,
দিয়ে পদধূলা, মানব কল্লে পাষাণী অহল্যারে ॥ ০ ॥

৺নীলু ঠাকুর।

মহড়া। কমল কম্পিত পবনে।
অলি কাতর প্রাণে ॥
... ...

চিতেন। এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত।
এমন দেখিনে কভু ঘটিতে উৎপাত ॥
অস্থির নলিনী, প্রাণে সহে কেমনে ॥

অন্তরা। হায় যে দিগে নলিনী হেলে, মধুকর ধায়।
পবনেতে বাদ সাধে বসিতে না পায়॥

২ চিতেন। হায়! গুন্ গুন্ স্বরে কাঁদে অলি অধোবদনে।
ধারা বহিছে অলির দুটি নয়নে।
অলির দুর্গতি দেখি হাসে তপনে॥ ০॥

৺পরাণ চন্দ্র।

মহড়া। আমার মন চাহে যারে,
তাহার রূপ নিরখিতে ভালবাসি।
যেবা যার প্রাণ প্রেয়সী॥
নয়ন চকোর, পিয়ে সুধা যার,
সেই জন তার শারদ-শশী॥

চিতেন। তব বিধুমুখ হেরিয়ে আমার,
ঘুচিল মনের তিমির-রাশি।
যে হয় অন্তরে, কহিব কাহারে,
সুখ সিন্ধুনীরে অমনি ভাসি॥
হায় কালো কলেবর, দেখিতে ভ্রমর,
তাহে ষট্‌পদ কুৎসিত অতি।
এ তিন ভুবনে, সকলেতে জানে,
নলিনীর মন তাহার প্রতি॥ ০॥

৺রঘুনাথ দাস।

মহড়া। পিরীতে সই এমন বিরাগী হই,
ভাবি তার সুখ নিরখিব না।
এ মুখ তারে দেখাব না॥

বিরহে প্রাণ গেলে, তবু কথা কব না।
পুনঃ হলে দরশন, করয়ে কি গুণ,
তখন সে মন থাকে না ॥

চিতেন। সখি না জানি কি ক্ষণে, সে লম্পট সনে,
হইল বিধির ঘটনা।
অন্তরে সদা ঔদাস্য, দিবা-নিশি ঐ ভাবনা ॥
সখি হেন নাহি কেহ, নিবারে এ দাহ,
কালী হলো দেহ দেখ না ॥ ০ ॥

৺গোঁজলা গুঁই।

মহড়া। আমি তো সজনি জানি এই,
যে ভালবাসে ভালবাসি তায়।
পরেরি সনে করে প্রণয় ॥
পরের লাগিয়ে, প্রাণে মরি গিয়ে,
পর যদি আপনারি হয় ॥

চিতেন। ... ...

অন্তরা। আমারে যে জন করয়ে মমতা,
সরলতা ব্যাভারেতে সই।
আমারি কেমন স্বভাব গো সখি,
বিনা মূলে তার দাসী হই ॥ ০ ॥
(অসম্পূর্ণ)

৺রাসু সিংহ।

মহড়া। কোথা রে যুবতীর যৌবন,
তোমা বিনে নারীর মান গেল।
নবীন কালে দেহে ছিলে, প্রবীণ কালে কোথা গেলে।
তোমায় হয়ে হারা, হয়েছি কাতরা,
আপন বঁধু এখন পরের হলো ॥

চিতেন। নবীন বয়সে, রঙ্গরসে, দিনে দেখা হতো শতবার।
নীরস নলিনী বলে এখন ভ্রমরা চায় না ফিরে একবার ॥
আগে প্রাণ হলো, তার পরে হলো যৌবন ঘটনা।
বিধাতার এ কি বিবেচনা, যৌবন গেল,
প্রাণ তো গেল না।
আমি কি ছিলেম, কি হলেম,
আর বা কি হই, অনুতাপে তনু শুকালো ॥ ০ ॥

(অসম্পূর্ণ) ৺রাম সিংহ।

মহড়া। আমি তোমার মন বুঝিতে, করেছি মান,
দেখি আমায় তুমি কেমন ভালবাস প্রাণ ॥
মনে আমার একবার নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান,
অন্তরে হরিষ, মুখেতে বিরস,
কপটে ঝুরিছে এ দুটি নয়ান ॥

চিতেন। তুমি বল প্রেয়সি আমি তোমার প্রেমাধীন।
অন্য নারী সহবাস, নাহি কোন দিন ॥
প্রত্যক্ষে সে কথা, করি ঐক্যতা,
সরল কি তুমি পুরুষ পাষাণ ॥ ০ ॥

৺নালু নন্দলাল।

মহড়া। প্রাণ থাকিতে প্রেয়সী তোমারে কি ছাড়িতে পারি,
এমতি মনেতে কেন ভাব সুন্দরি।
কি তব মনেতে হইল উদয়,
ইহার কারণ বুঝিতে নারি॥

চিতেন। ছল্ ছল্ করে নয়ন, দেখে প্রাণ ধরিতে নারি।
কি দুঃখ ভাবিয়ে, রয়েছ বসিয়ে,
বিধুমুখ মলিন করি॥ ০॥

৺নালু নন্দলাল।

মহড়া। বল গো বিনোদিনী, নাগর চিন্তামণি,
কেন কি দুঃখে কেঁদে যায় তোর কুঞ্জ হতে।
শ্যামের অধরে নাই হাসি, যেন দিন উদাসী, ভাবি মনে।
ছল্ ছল্ দুটি নয়ন অভিমানে॥
সকাতর শ্যাম ত্রিভঙ্গ, ঘটিল এ কি রঙ্গ,
সুখ সাধ হলো ভঙ্গ, কার দোষেতে॥

খাদ। শ্যামকে দেখে রাই ব্যথা পাই প্রাণেতে॥

ফুঁকা। ঢেকে মুখ ধড়ার অঞ্চলে, বয়ান ভাসে নয়ন-জলে,
চলেছেন ব্রজের পথে।
দেখে মরি মনের দুঃখেতে গো,
শুধালে শ্যাম কয় না কথা, পেয়েছে কি মর্ম্মে ব্যথা,
সুধাতে তাই মর্ম্ম-কথা, এলাম রাই তোমার কাছেতে॥

মেলতা। রাহুগ্রস্ত শশী, হলো তদ্রূপ্রায় শ্যাম,
কোন রাহু গ্রাস করেছে শ্যামচাঁদেতে॥

১ চিতেন। চন্দ্রার কুঞ্জ হতে শ্যাম প্রভাত সময়।
রাধার কুঞ্জে রাইকে, মানে মগ্না দেখে,
অধৈর্য্য হলেন রসময়॥

পাড়ন। মানিনীর ঐ মানের দায়ে,
পীতাম্বর শ্যাম দিয়ে গলে, ধল্লেন শ্রীরাধার পায়ে।
সাধের মধুর বাক্যে বিনয়ে গো॥

ফুঁকা। মানে রাই কথা কইলে না, চাঁদবদন তুলে চাইলে না,
মদনমোহন কাঁদে তখন কুঞ্জের পথে দাঁড়ায়ে॥

মেলতা। শ্যামকে কাতর দেখে সজল চক্ষে গো,
শ্রীরাধায় সুধায় বৃন্দে বিনয়েতে॥

অন্তরা। শ্যামকে দেখে আজ প্রাণে ধৈর্য্য হতে নারি,
হলো বিচ্ছেদে বিবর্ণ গো।
দুনয়নে শত ধারা, যেন ঘন বরিষণের ধারা,
বক্ষে পড়ে সেই ধারা॥
দেখে যায় কি রাই এ জীবন ধরা।
হলো ভাবে ভাবান্তর, ভেবে প্রাণ কাতর,
সইতে নারি আমরা নারী গো॥

২ চিতেন। নয়নের পলক হতে, হারাও যারে।
সেই কৃষ্ণধন, গোপীর আরাধ্য ধন,
আজ কেন কুঞ্জের বাহিরে॥

পাড়ন। ভাব দেখে মনে বিচারি,
সামান্য ভাব নয় গো প্যারি॥

ফুঁকা। বিপরীত আজ ঘটেছে,
সাধে কে এমন বাদ সেধেছে গো ॥

মেলতা। যার আশায় এসেছিলে, সাধ করে বাসর সাজালে,
তার কেন রাই প্রভাতকালে, এ দুর্দ্দশা ঘটেছে।
এ ভাব পাইনে ভেবে, ভাবের অভাবে গো!
কে সাধিলে এমন বাদ শ্যামের পক্ষেতে ॥ ০ ॥

৺রাম বসু।

——

মহড়া। দেখ হে শ্যাম, রাখ রাখ হে সম্মান, এ গোকুলে।
নারীর মধ্যে যে সতী আমি, সকলি জান তুমি,
দীননাথ হে! জেনে কেন বঞ্চনা হে।
ছিদ্রকুম্ভেতে বারি, যদি না নিতে পারি,
তবে যমুনায় মরিব হরি, হরি বলে ॥

খাদ। রাধা আন্তে গিয়ে, জলে লজ্জা পেয়ে,
জটিলে কুটিলে ॥

ফুঁকা। জানি তাদের মত জগতে, কে পারে সতী হতে,
তারা হলো অপমান, গেছে মান,
শুনে আমার কাঁদে প্রাণ।
নিতে বারি ছিদ্রঘটে, এসে যমুনার ঘাটে,
কি জানি কি বিপদ ঘটে, ঘটায় ভগবান ॥

মেলতা। তোমার এ কেমন চিন্তাজ্বর,
জ্বর তো বিষম জ্বর, চিন্তামণি হে।
হয়ে থর থর থর প্রাণ কাঁপে যেতে জলে ॥

২ চিতেন। চিন্তাজ্বর চিন্তামণির শুনে রাধে।
সেই সংবাদ মাত্রে, হয়ে ব্যাকুল-চিত্তে,
ধারা যুগল-নেত্রে, মনের বিষাদে

পাড়ন। লয়ে ছিদ্রকুম্ভ কক্ষেতে, বের হলো রাই রাজপথে,
যমুনাতে আন্‌তে জল।
দেখে জল, কাঁপে হৃদকমল।
কলসী রাই রেখে কুলে, কান্দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
চক্ষের জলে, দুঃখের জলে, ভাসে বক্ষঃস্থল ॥

মেলতা। বলে কৃষ্ণ কি কল্লে দায়, দায় দায় দায়,
বিষম দায়, দয়াময় হে।
মরি হায় হায় হায়, কৃষ্ণ কি দায় ঘটালে ॥

অন্তরা। একে আমি শ্যাম-কলঙ্কী আছি কুলে।
প্রেম-কলঙ্কী নারী আমায় সবাই বলে গোপীর কুলে ॥
এসে এ যমুনার কূলে, ভাবি কুলে কুলে,
যাই কোন কুলে, হাসে পাছে শত্রুকুলে।
আমি কুলের বউ ভাসি অকূলে।
তুমি হয়ে অনুকূল, রাখ রাখ কুল,
নইলে দুকুল ডুবে যায় অকুলে ॥

২ চিতেন। যারা সব সাধ্যা সতী বৃন্দাবনে।
ছিদ্রকুম্ভেতে জল, নিতে যমুনার জল,
ফিরে এলো সকল, বিরস-বদনে ॥

পাড়ন। যদি একটী ছিদ্র ঘটে হয়, তা হলে জল আনা যায়,
এতে সহস্র ধারা, যেন বরিষার ধারা।

জটিলে দুই মায়ে ঝিয়ে, এই ঘাটে জল আস্তে গিয়ে,
লজ্জা পেয়ে সতী হয়ে এসেছেন তারা ॥

মেলতা। আমি নিতে কি পারি জল,
জল জল জল বিষম জল, জলধর হে।
কেন ছল ছল ছল দু'আঁখি ভাসে জলে ॥ ০ ॥

৺হরু ঠাকুর।

মহড়া। ও পাপিষ্ঠ দুষ্ট দুরাচার, এ কি বল্লে বল
কল্লে সর্ব্বনাশ।
সেই সতীর ধর্ম্ম নষ্ট করা, ওরে তার প্রতিফল যেমন ধারা,
জানে সেই ইন্দ্র মহাশয়।
সতীর ধর্ম্ম নষ্ট করে রাজার যে দুর্দ্দশা হয়।
আছে ধর্ম্ম সূক্ষ্ম, ওরে মুর্খ, সদ্য যোটে যক্ষ্মাকাস ॥

খাদ। শুনে অঙ্গ কাঁপতেছে এন্নি হচ্ছে ত্রাস ॥

ফুঁকা। দেখ পরদারা হরণ করা,
কত পাপ বলতে পারা ভার, আছে শাস্ত্র অনুসার।
হরে সব পরের নারী, মজেছে লঙ্কাপুরী,
হলো সেই পাপেতে, রামের হাতে, সবংশে সংহার ॥

মেলতা। শঙ্কাসুরের সাধ্যা রমণী, হলো কামিনী,
তারে হরণ করি আপনি হরি, গণ্ডকীতে কল্লে বাস ॥

১ চিতেন। তুমি ব্যস্ত হয়ে লজ্জা খেয়ে,
সম্মুখে কল্লে যে উত্তর।

লোক-লজ্জা চক্ষু লজ্জা কিছুই কাল্লনে,
তোর কথা শুনে, শিউরে উঠলো কলেবর ॥

পাড়ন। সেই যে প্রিয়-দাসী আমার ॥

ফুঁকা। করি তায় কন্যা সম্বোধন, আমায় বলে মাঠাকৃরুণ,
এ কর্ম্ম কল্লে পরে, লোকে কি বলবে তোরে,
ওরে কোন লাজেতে রাজ সভাতে, দেখাবি বদন ॥

মেলতা। আমি ভগ্নী কুট্‌নী হব তোর, ওরে ও বর্ব্বর,
দেখ শুন্‌লে পরে ঘরে পরে,
করবে তোরে উপহাস ॥

অন্তরা। কত বলবো বল ধর্ম্ম ভেবে, নিষেধ কত্তে হলো।
সুন্দ উপসুন্দ দোঁহে সমান বলিষ্ঠ,
পর-নারীর জন্যে হলো উভয়ে নষ্ট,
শেষে গজ-কচ্ছপ হয়ে তারা, অধোগামী হলো ॥

২ চিতেন। ওরে পরনারী দেখলে পরে,
যে করে মাতৃ সম্বোধন।
রাজ্য সুখে ভার্য্যা সুখে, পরিবার সুখে,
অতি পরম সুখে, সংসারে করে কালযাপন ॥

পাড়ন। দেখ ধর্ম্মপথে সধর্ম্মতে থাকলে পর, বাড়ে মান্যমান,
হয়ে সর্ব্বত্রে কল্যাণ।
হলে পরে কুপথগামী, ভগবান অন্তরযামী,
ফেলে ঘোর বিপদে পদে পদে পদে করে অপমান ॥

মেলতা। সঙ্গোপনে কল্লে কুকার্য্য আছে নিদ্ধার্য্য,

আবার ধর্ম্মেতে ঢাক বাজিয়ে দিবে,
জগতে করে প্রকাশ ॥ ০ ॥

৺রাম বসু।

মহড়া। ও মাধবচাঁদ কৃষ্ণ রসময়,
আজ আমার কুঞ্জে থাকতে পারবে না।
জানি কৃষ্ণ জগত পতি, আমি চন্দ্রাবলী রসবতী,
ভক্তি ভাব ভেবে মনেতে।
এসে পথ আগুলে বসে আছি তোমার জন্যেতে।
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু হয়ে, বাঞ্ছা পূর্ণ করবে না ॥

খাদ। কমলিনীর কুঞ্জে আজ যাওয়া হবে না ॥

ফুঁকা। তোমায় ভক্তি ভাবে যে জন ভাবে,
তুমি তার পূরাও মনোস্কাম।
আমায় হয়ো না হে বাম।
শ্রীমতি রাধার ভয়ে, আমারে ফাঁকি দিয়ে,
তবে ত্রিজগতে ধরবে না হে পতিতপাবন নাম ॥

মেলতা। রাধার কুঞ্জে নিত্য তুমি যাও, মনের সাধ পূরাও,
দেখবো তুমি কেমন ভক্তের অধীন,
এইবারে যাবে জানা ॥

১ চিতেন। তুমি মাধবচাঁদ গোকুলের চন্দ্র,
আমায় দিলে পরিচয়।
চন্দ্রভানু রাজার কন্যা চন্দ্রাবলী হই, শুন তোমারে কই,
সবিশেষ আমার পরিচয় ॥

পাড়ন। পূজে কাত্যায়ণী, সব গোপিনী,
গোকুলে তোমায় পেয়েছি।
পদে দাসী হয়েছি ॥

ফুঁকা। জীবন মন যৌবন দিয়ে, প্রাণ সঁপে রাঙ্গা পায়ে,
হয়ে রাজার মেয়ে, লজ্জা ভয়ে কালী দিয়েছি ॥

মেলতা। গায়ে পড়া বলছো আমারে, ভাবি অন্তরে।
তুমি জগতপতি হলে পতি অসতী কেউ বলবে না ॥ ০ ॥

৺রামপ্রসাদ ঠাকুর।

মহড়া। তোমার বিবাহের পক্ষে কেন শিশুপাল,
নন্দলাল বিপদ ঘটালে।
পর নূতন জামা যোড়া, সঙ্গে নাও তাজি ঘোড়া,
রেশালায় গেলে।
বিয়ের ধুম শুনে ভূমিকম্প হয়।
কেন চোরের বেশে ঘরে এসে, খাটের পাশে লুকালে ॥

খাদ। ব্যাওরা কথা বল আজ শুন্‌বো সকলে ॥

ফুঁকা। যখন তোমার এ ঘটকালি করে।
যেয়ে নারদ মুনি, বল্লেন তখনি।
কেন বিদর্ভপুরে, যাবে ডঙ্কা মেরে,
তোমার ভাগ্যেতে ঘটবে না রে, লক্ষ্মী রুক্মিণী ॥

মেলতা। সে যে জন্মাবধি হরিপূজা করে রাত্র দিন।
যুগে যুগে বাঁধা আছে হরির চরণকমলে ॥

১ চিতেন। আমি পরাণ চন্দ্র নামটী ধরি,
ফরাসডাঙ্গায় রই।
তুমি যে মাধব দাস ঘোষের বেটা শিশুপাল,
আমি তোমার পুরোহিত হই॥

পাড়ন। শুনিলাম সেই ভীষ্ম রাজা,
রাজকুলে অতি মান্যমান, ক্ষত্রিয় সন্তান।
ছিলেন প্রতিজ্ঞা করে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধরে,
রাজা আজ্ঞা কল্লে তারে, করবে সম্প্রদান॥

মেলতা। সেই বিয়ের খবর শুনে গেলে বিদর্ভনগর।
তুমি বামন হয়ে হাত বাড়ায়ে স্বর্গের চাঁদ ধত্তে গেলে॥

অন্তরা। ভাল কত্তে গেলে বিয়ে, গায়েতে হলুদ মেখে,
হাতে বর-সুতা বেঁধে, গোঁপে কলপ দিয়ে।
চটক মেরে গেলে, ফুটুক চাঁদা হয়ে,
কৃষ্ণের কাছে ঘাড় ঘুরাণি দিয়ে॥

পাড়ন। কিন্তু এমন ধারা বিয়ে কর্ত্তে যায় অনেক জনা।
যেমত করে তুমি সেজে গেলে যেমন বিয়ের বর,
এমন আর কোথাও দেখবো না॥

ফুঁকা। তোমার বিদ্যে যেমন বুদ্ধি তেমন,
এক সমান দেখলেম চিরকাল।
বলে নাই গোলমাল, জন্ম কুলিনের কুলে,
তায় যশ কপালে, কিন্তু একটী দোষ লোকে বলে,
ঘোষের বেটা পাল॥

মেলতা। ওরে লক্ষ্মীকান্ত না হইলে,

এ লক্ষ্মী সকলে কি পায়, সাধন গুণে পায়,
কুব্জের বাঞ্ছা মনেতে, চিত হয়ে শুতে,
ভাল মনে সাধ কল্লে কি তায়, শুতে পারা যায় ॥ ০ ॥

৺পরাণ চন্দ্র।

মহড়া। মনে জানি গো সই, প্রতিকুল আস্‌বে না আর
এ গোকুলে।
যখন অনুকুল ছিলেন হরি, ব্রজপুরে,
সাধলেন মানের দায়, দুটি চরণ ধরে।
হারায়ে কালাচাঁদে, মরি সই তার বিচ্ছেদে,
চিতে সাজিয়ে দে প্রাণ ত্যজি তায় কৃষ্ণ বলে ॥

খাদ। শোন গো শোন বলি সই সাহায্য করো সকলে।

ফুঁকা। এখন ধূলায় আস্তে নারায়ণ, শ্রবণে করি শ্রবণ,
দেখ ভুল না, তুমি ভুল না গো ও গো।
হরি বলে মৃত্যু হলে, গোলোকধামে যাব চলে
মলে কৃষ্ণ নামের ফলে, চরণ ছাড়া হব না ॥

মেলতা। সখি বল নাম বল মুখে, অঙ্গে দাও নাম লিখে,
কৃষ্ণ নাম লিখে, হয় গো সাপক্ষ, আমার প্রাণান্তকালে ॥

১ চিতেন। বলে কি জানাবি আর জানা গেছে।
ব্রজে শ্যাম আসা, ঘুচলো মনে আমার আশা,
সখি, সে আশার বাসা ভেঙ্গেছে ॥

পাড়ন। মধুপুরে পীতাম্বর হয়েছেন রাজরাজেশ্বর।
সুখের সীমা নাই, সুখের সীমা নাই, গো ও গো ॥

ফুঁকা। রাখাল ছিল এ গোকুলে, মথুরাতে রাজ্য পেলে,
এখন কৃষ্ণের জামা যোড়া, চূড়া ধড়া নাই ॥

মেলতা। এখন কুব্জা রাণী তার, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী তার,
ভঙ্গী চমৎকার।
বাঁকায় বাঁকায় এখন গেছে মিলে ॥

অন্তরা। সখি শ্যাম আসার আশা আর করিনে।
ভেবে যে রূপ মেনে, আমি প্রাণ ত্যজি শ্রীবৃন্দাবনে ॥
আসুক বা না আসুক হরি, সুখে থাকুক লয়ে কুব্জা নারী,
ওগো বৃন্দে সই।
তেজে মধুর ধাম, যদি এসে শ্যাম,
রাই মরেছে বলো মানে মানে ॥

২ চিতেন। গোপির যা ভাগ্যে ছিল হয়ে গেল।
হলো দশম দশা, আর কেন সই প্রেমের আশা,
আমার আজ হতে আশা ফুরালো ॥

পাড়ন। ঘটলো আজ নাম কলঙ্কিণা,
শোন গো শোন বলি সজনী।
ঘুচলোনা গঞ্জনা, গুরুগঞ্জনা গো ও গো ॥

ফুকা। শ্রীবৃন্দাবন পরিহরি, গিয়াছেন সে বংশীধারী,
আমি জীবন পরিহরি, ঘুচাই যন্ত্রণা ॥

মেলতা। মনে ছিল সই চিরদিন, সুখেতে যাবে দিন,
বাকী যে ক'দিন।
আমার সে সাধে বিষাদ বিধি ঘটালে ॥ • ॥

৺হরু ঠাকুর।

মহড়া। প্রবোধ শুনে, প্রাণ কই প্রবোধ মানে,
কারে লয়ে প্রাণ জুড়াবো।
আমি যেদিকেতে ফিরাই আঁখি,
অন্ধকার সকল দেখি, নাই তার উপায়,
শ্যাম বিহনে জুড়াবো কোথায়,
নাহি স্থান এ ব্রহ্মাণ্ডে, অনিবার বিচ্ছেদ ভণ্ডে,
ত্যজিব প্রাণ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিব ॥

খাদ। বংশীরব গো আর কি শুনতে পাব ॥

ফুঁকা। বিধি হয়ে বাদী, হরে নিল নিধি, কি সুখী হব।
দেখ গো ও, তোমায় কি কব ॥
করিব মান কার উপরে, কে সাধিবে চরণ ধরে,
আদর করে চক্ষে রাখিব ॥

মেলতা। ছেড়ে গিয়েছে প্রাণ কালিয়ে নিদয় হয়ে।
দেখ গো ও গো।
কালো রূপ কাল হলো সই, কি আর কব ॥

১ চিতেন। সখি দিলে বিধি, ও নয় অবধি
বিধি হলো বাদী।
আমার নাই বিধি, কাঁদি নিরবধি,
হারা হয়েছি শ্যাম নিধি ॥

পাড়ন। কল্লে কৃষ্ণ সাধন, শীতল হবে জীবন,
ঘুচিবে সই সব আঁধার, হেদে গো ও।
সাধন কই আমার ॥

ফুঁকা। যে ছিল হৃদয়বাসী, সে পেয়ে রাজমহিষী,
পাঠাইয়ে দিয়েছে বাঁশী শমন আমার ॥

মেলতা। সখি যে বাঁশী বাজিয়ে জীবন হরে নিলে।
দেখ গো ও গো।
সে বাঁশী এসেছে সই কই মাধব ॥

অন্তরা। ধৈর্য্য হব কিসে, জীবন হচ্ছে দাহন বিচ্ছেদ বিষে।
বিষ খেয়ে ক্ষীয়োদের কূলে,
আপ্নি ত্রিলোচন পড়েছেন ঢলে,
নামটি যে তার মৃত্যুঞ্জয়।
আমি নিজে অকাল, বিচ্ছেদ বিষ জ্বাল,
নির্ব্বাণ হব দেহের শেষে ॥

২ চিতেন। চিত্রে প্রিয় দাসী, হয়ে হিতাশী,
আমায় প্রবোধ দিলে।
জীবন উদাসী, বিনে কালো শশী,
দিবসে নিশি গোকুলে ॥

পাড়ন। কৃষ্ণ বঁধু বিনে, মধুর কুঞ্জবনে,
মধুর লীলে নাই, দেখ গো ও গো।
মধুর সে ভাব নাই, মধুহীন সকল ফুলে ॥

ফুঁকা। নিধুবন শাখামূলে, বিরহানলে, দগ্ধা বিনে কানাই ॥
মেলতা। হলে বারি হীন মীনের জীবন হয় যে প্রকার।
দেখ গো ও গো।
কালা হীন তাই গোপীকার কি সুখ পাব ॥ ০ ॥

৺চিন্তামণি ময়রা।

মহড়া। তোরে ধিক ধিক আজ ওরে মাধব শিশুপাল,
আর কি তোর মরিতে জায়গা নাই।
রামকল ভীষ্ম নন্দিনী, জানি নারায়ণের লক্ষ্মী তিনি,
গেলি তুই করিতে তায় বিয়ে।
মর্দ্দানি ভেঙ্গে দিব গর্দ্দানি দিয়ে।
এখন যার লক্ষ্মী সে গেল তোমার মুখে দিয়ে ছাই॥

খাদ। বিয়ের কাণ্ড শুনে আজ লজ্জায় মরে যাই॥

ফুঁকা। সে দর্পহারী বংশীধারী, আপনার দর্প রাখে না।
জেনেও জান না।
মনে যে দর্প করে হরি তা জান্‌তে পারে,
অম্নি তার দর্প চূর্ণ করে কালিয়ে সোণা॥

মেলতা। একদিন গরুড় দর্প করেছিল শ্রীহরির কাছে।
কল্লেন অনায়াসে তার দর্প চূর্ণ, পুষ্প আন্তে শুন্তে পাই॥

১ চিতেন। বল্লে কৃষ্ণ চন্দ্র তোমার বিয়ে দিতে দিলে না।
সেই জন্যে, ওরে রামকমল ভীষ্মক রাজার কন্যে,
তোমার ভাগ্যেতে ঘটিল না॥

পাড়ন। যে বৈকুণ্ঠের কমলার পতি,
রুক্মিণী রমণী হয় তার।
বলিব কি তোমায়।
টাটে আলোচাল দেখে, লাল পড়ে ভ্যাড়ার মুখে,
তেম্নি রুক্মিণী দেখে তোমার মুখ চুল্কানি পায়॥

মেলতা। ওরে কুবেরের ধন কাকে হরে, আন্তে কি পারে,
ভাজ্তে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে তুমি প্রাণ বাঁচায়ে এলে তাই॥

অন্তরা। বুঝে দেখতে হয় অন্তরে,
স্বদেশে পূজিত রাজা প্রজায় মান্য করে।
অন্য দেশে রাজা তোমায় বাম দিকে মারে,
পাঁদারে গে আন রাজা তাই দেখি তোমারে ॥
ওরে উচিত কথা কল্লেম বলে কালি দিলে আমারে ॥
মাতাল যদি নেশার বশে বেতাল সে বলে,
পণ্ডিত কি রাজা তার কথায়।
শোন রে গুরু নিন্দা নরকে বাস,
ব্রাহ্মণ নিন্দাতে কুলক্ষয় ॥

মেলতা। কুকুরে তুলসীডালে, মুতে দু-ঠ্যাং তুলে,
তবু সে তুলসীর পত্র হলে দেবতা পূজা হয়।
তুমি পায়ের কাছে কুনো বেড়াল, ঘরে বাজার গ্রামে,
যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই,
তেম্নি তোমার বড়াই দেখতে পাই ॥ ০ ॥

৺রামকমল।

মহড়া। ভাল ব্রত করে, এ দ্বারিকাপুরে,
কি ফল তোর উদ্‌যাপন।
লোকে যাগ যজ্ঞ ব্রত করে, যথা সন্তর দান করে,
শ্রীকৃষ্ণের পায় অনাসে লোক বৈকুণ্ঠে যায়,
তুমি জন্মের শোধ দান দিলে তায়, প্রাণ পতি ধন ॥

খাদ। একা তোর কৃষ্ণ নয়, কৃষ্ণ জগত জীবন ॥

ফুঁকা। দিলি তুই কৃষ্ণ ধন মুনির করে,
আমি সে ধন আন্‌বো ফিরে,

আর তো নাই উপায়, ধল্লে মুনির পায়,
ব্রাহ্মণের রাগ ক্ষান্ত পায়।
আমার পতি চিন্তামণি, সকলি তো জানের মুনি,
হলি আমার তুই সতিনী, কাল সতিনীর প্রায়॥

মেলতা। যেমন শ্রীরাধার শত্রু কুব্জা মথুরায়,
উচিত বলা যায় গো গো
তুই আমার তেম্নি শত্রু হলি এখন॥

১ চিতেন। কি কথা সত্যভামা, প্রত্যক্ষে শুনালি আমায়।
আজ তোর কথা শুনে, ব্যথা পেলেম প্রাণে,
বাঁচিনে দুঃখেতে প্রাণ যায়॥

পাড়ন। পেয়ে নারদ মুনির অনুমতি,
হলি পারিজাতের ব্রতী, এই দ্বারিকায়।
কৃষ্ণ কেঁদে যায়, কান্না দেখে কান্না পায়।
এই তোর ভালবাসা বাসি, অন্তরে বিষ মুখে হাসি,
তুই রাক্ষসী সর্ব্বনাশী, সর্ব্বগ্রাসীর প্রায়॥

মেলতা। বল গো তোর মতন এমন ব্রত করে কে।
এমন ব্যাপিকা কে গো গো।
ব্রতে তোর আশাব্রত হবে এখন॥

অন্তরা। কি দায় ঘটালি নূতন ব্রতে, পারিজাত ব্রতে,
মুনির দান দিতে।
স্বাহা নারী ব্রত করে, পতি দান দেয় মুনির করে,
সে দান নেয় ফিরে।
ব্যক্ত সংসারে, ব্যক্ত সংসারে।

শেষে হলো ব্রহ্মশাপ, পোয় মনস্তাপ,
কেঁদে কেঁদে বেড়ায় রাজপথে ॥

ফুঁকা। সকলি জানি আমি, জান্তে আর বাকী কিছু নাই।
করে সপত্নীরবাদ, বিসম্বাদ অনুবাদ,
সাধে তোর বিষাদ দেখতে পাই ॥

২ চিতেন। যখন সত্যযুগে কারণ জলে,
বটপত্রে শ্যাম ভেসেছিলে,
আমি সঙ্গেতে, কৃষ্ণের সঙ্গেতে, আছে আমার মনেতে।
ত্রেতাযুগে অযোধ্যাধামে, আমি সীতা রামের বামে,
দ্বাপরেতে দ্বারিকাতে, শ্যামের বামেতে ॥

মেলতা। আছি যুগে যুগে হরির দাসী চরণে।
ছাড়া থাকবো না, চরণ ছাড়া থাকবো সা।
দিন কত হলি শ্যামের মনোরঞ্জন ॥ ০ ॥

৺রঘুনাথ দাস।

মহড়া। বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ॥
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে ॥

১ চিতেন। বৃক্ষতলে বসি, পক্ষী অগণিত, জড়বত,
কোন কারণে।
যমুনার জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনা পবনে ॥

অন্তরা। এ কি এ কি সখি, এ কি গো নিরখি,

দেখ দেখি সব গোধনে।
তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ, আছে যেন হীন চেতনে ॥

২ চিতেন। হায়! কিসের লাগিয়ে, বিদরয়ে হিয়ে,
উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাৎ একি, প্রেম উপজিল, সলিল বহিছে নয়নে ॥
আর এক দিন শ্যামের ঐ বাঁশী, বেজেছিল বিপিনে ॥
কুল-লাজ ভয়, হরিলে তাহানে,
মরিতেছি গুরু-গঞ্জনে ॥ ০ ॥

৺রাম বসু।

মহড়া। রাধার বঁধু তুমি হে,
আমি চিনেছি তোমায় শ্যামরায়।
রাজার বেশ ধরেছ হে মথুরায় ॥
রাখালের বেশ লুকায়েছ বঁধু
বাঁকা নয়ন লুকাবে কোথায় ॥

১ চিতেন। এত অন্বেষণ, করিয়ে মোহন,
দরশন পেলেম ভাগ্যোদয়।
পাঠালেন কিশোরী, ওহে বংশীধারী,
প্রতারণা করোনা আমায় ॥

অন্তরা। এত যে মুরারি, জামা যোড়া পরি,
বার দিলে গজোপরেতে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, রূপ ঠাম, ঢাকা নাহি তাহাতে যায় ॥ ০ ॥

মহড়া। ওহে কৃষ্ণ, রাই কেন কৃষ্ণবর্ণ ব্রজে হলো।
কুব্জা কুৎসিতা নারী হলো সুন্দরী,
হেমাঙ্গিনী শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ কালো॥

১ চিতেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দে দূতী বিনয় বাক্যেতে কয়।
কালাচাঁদ, কিছু ব্রজের সংবাদ, শুন দয়াময়॥
রাধার রূপের গৌরব কত ছিল শ্যাম।
সেই রূপে, প্রাণ সঁপে, তোমার প্রেমে বৃন্দাবনধাম॥
শমন কালেতে কংসের রাজ্যেতে,
রাহু যেন আসি শশী ঘেরিল॥

অন্তরা। তাই জান্‌তে এসেছি, বলতে এসেছি,
বলতে হবে তোমারে।
কিসে এমন হলো, কিসে সে রূপ গেল শ্যাম,
হায় হায় কি কাল দংশিল রাধারে॥

২ চিতেন। যে দিন হইতে মথুরাতে, করিলে পদার্পণ।
সেই হইতে প্যারী ধরণীতে করেছে শয়ন॥
তোমার প্রেমের দায় রাধার এই হলো।
কুলে কালী, মানে কালী, ছিল রূপ তাও কালী হলো॥
সে যে তেজে তাম্বুল বেণী, ওহে চিন্তামণি,
শ্রীমতীর অঙ্গ ভূমে মিশালো॥ ০॥

৺হরু ঠাকুর।

মহড়া। যদি বৃন্দাবনে এসেছেন হরি।
তোমায় দয়া করে ওগো কিশোরী॥

সবে মেলি হেরি গিয়ে রূপ মাধুরি,
কেনে গো বিলম্ব কর, ঐ দেখ বংশীধারী।

১ চিতেন। বিধাতা সাজালেন শ্যামে অতি চমৎকার।
আর এক সাধ ছিল শ্রীমতী রাধার॥
শ্রীকৃষ্ণের চরণে দিতে তুলসীর মুঞ্জুরী॥

অন্তরা। হায় কাননেতে তরুলতা, ছিল শুকায়ে।
সকলে প্রফুল্ল হলো বঁধুরে পাইয়ে॥

২ চিতেন। কোকিল পঞ্চম স্বরে করিতেছে গান।
কমলে বসিয়ে অলি করে মধুপান॥
আনন্দে মগন হয়ে নৃত্য করে ময়ূরী॥ ০॥

৺রাম বসু।

মহড়া। সখি এই বুঝি সেই রাধার মনচোর,
নটবর বংশীধারী।
তেজে বৃন্দাবন, শ্যাম এলেন এখন, মধুপুরী
আমা সবা পানে কটাক্ষে চেয়ে, করে নিলে চিত চুরি॥

১ চিতেন। মথুরা নাগরী কহিছে সবে,
কৃষ্ণের লাবণ্য হেরি।
অক্রুর সহিত কে এল রথে,
কালো রূপে আলো করি॥

অন্তরা। শ্রবণে যেমন শুনেছিলাম সই,
দেখিলাম আজ নয়নে।
আঁখি মনের বিষাদ আমার ঘুচে গেল এত দিনে॥

২ চিতেন। এত গুণ রূপ না হলে সখি, গুণময় হয় কি হরি।
এমন মাধুরী, কভু নাহি হেরি,
আহা মরি মরি মরি ॥ ০ ॥

৺হরু ঠাকুর।

মহড়া। কমলিনী কুঞ্জে কি কর,
তোমার নব প্রেম ভাঙ্গিলো।
ব্রজের বসতি বুঝি উঠিলো ॥
মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ ঐ, নন্দের ভেরী বাজিলো ॥

১ চিতেন। সহচরী কহে কিশোরী, ব্রজে প্রমাদ হইলো।
মথুরা হইতে, প্রাণনাথে হরে নিতে,
অক্রূর আইলো ॥

অন্তরা। যে শ্যামচাঁদ সোহাগে তোমায় আদরিণী,
বলে ব্রজেতে।
সে শ্যামসুন্দর, মথুরা নগরে যাবে নিশি প্রভাতে ॥

২ চিতেন। সেই বংশীধারী, যাবে গো প্যারী,
ত্যজে গোকুল।
নিধুবনে রাধা রাধা বলে, কে বাঁশী বাজাবে বল ॥

৺রাম বসু।

মহড়া। সে কেন রাধারে কলঙ্কিণী করে রাখিলে।
বুঝিতে নারি সখী, শ্যামের এ লীলে ॥
দ্বারকা হইতে আসি শ্রীহরি,
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে ॥

১ চিতেন। ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করে সই, যে জন গিরি ধরিলে।
শিশু বৎস ধেনু কারণে, আরো মায়াতে,
ব্রহ্মার মন ভুলালে ॥

অন্তরা। হায়, দেখ প্রাণ সখি,
যোগীজন যারে সদা করে ধ্যান।
যাহার বাঁশীর গানেতে, যমুনা বহে উজান ॥
যার বেণু-রবে ধেনু সব ধায় পুচ্ছ তুলে।
যারে দরশন করিতে, হরপার্ব্বতী,
আসিতেন এই গোকুলে ॥

অন্তরা। হায়, ত্রেতাযুগে শুনেছি সখি,
কর দেখি, তাহা প্রণিধান।
যাহার গুণে পশু পক্ষীর ঝুরিত দুটী নয়ান ॥

১ চিতেন। সীতা উদ্ধারিতে যে জন,
জলেতে ভাসালে শিলে।
যার পদরেণু-পরশে দেখ,
অহল্যা পাষাণী মানবী-দেহ পেলে ॥

অন্তরা। হায়, সবে বলে দয়াময়,
পঞ্চ পাণ্ডবের সখা শ্রীহরি।
প্রেমের বন্ধনে হলেন বলিরাজার দ্বারেতে দ্বারী ॥

২ চিতেন। হিরণ্যকশিপু বধিতে যে জন, নৃসিংহ-রূপ ধরিলে।
প্রহ্লাদ-ভক্তের কারণে হরি, স্ফটিকেরি
স্তম্ভে দেখা দিলে ॥

অন্তরা। হায়, ত্রিপুরারি যার নাম জপে অবিশ্রাম,
দিবা রজনী।
বীণাযন্ত্রে গান গায়, সেই নারদ মুনি ॥

৩ চিতেন। শমন দমন হয় যার নামে, রাম জী দাসে বলে।
মৈত্রভাবে যে জন করেছিল কোলে, গুহক চণ্ডালে ॥ ০ ॥

৺রামজী দাস।

মহড়া। তোমা বিনা গোপীনাথ, কে আছে গোপীকার।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ, কোথা হে আমার ॥
ওহে ব্রজ-হরি, মরে রাধা প্যারী,
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ একবার ॥

১ চিতেন। দীনবন্ধু দুঃখভঞ্জন, অকিঞ্চন জনের ধন।
কেন হলে হে, হেন নিদারুণ ॥
কুলাইতে পার, ব্রহ্মাণ্ডেরো ভার,
রাধার ভার কি হলো এত ভার ॥ ০ ॥

৺হরু ঠাকুর।

মহড়া। ও যে, কৃষ্ণ চন্দ্র রায়, হের না ও বয়ান।
রেখ সখি, দুটী আঁখি, করে সাবধান ॥
ও পুরুষ, করে নাশ, নারীর কুল মান ॥

চিতেন। নবঘনশ্যাম-রূপ, মরি কি বঙ্কিম বয়ান।
রাধার মনোমোহন মুরলী বয়ান ॥
মজে না রূপসী, কালো শশী দেখে রূপবান্ ॥ ০ ॥

৺[illegible]।

মহড়া। মনের আনন্দে, গো বৃন্দে চল,
শ্রীবৃন্দাবনে, হরি দরশনে।
একাকী মাধব সেখানে ॥
উভয়েতে হেরি গিয়ে, জুড়াব উভয়।
ইহাতে হইবে কত সুখোদয় ॥
মনের তিমির যাবে মনোমিলনে ॥

চিতেন। সাজ গো সাজ গো সাজ, সাজ ত্বরিতে।
সুচিত্রে চম্পকলতা, আরো ললিতে ॥
রঙ্গদেবী সুদেবী গো, যত সখীগণ।
আমার সঙ্গেতে সবে করহ গমন ॥
রাধা বলে বাজে বাঁশী শুনি শ্রবণে ॥ ০ ॥

সাতু রায়।

মহড়া। তুমি কৃষ্ণ বলে ডাক একবার।
শুন রে কোকিলে শুন শুন, বলি শুন মিনতি আমার ॥
হরি হরো হয়ে আছ মৌনে বসিয়ে,
মধুর রব শুনিনে যে আর ॥

চিতেন। এই দেখ বৃন্দাবনে, বসন্ত এলো।
নীরবে রয়েছ কেন ওরে কোকিল ॥
হরিগুণ গান, পিক কর রে এখন,
শুনে প্রাণ জুড়াক শ্রীরাধার ॥ ০ ॥

৺লালু নন্দলাল।

মহড়া। ও চিত্রে সখি লো, শ্যাম বিনে রাধা ভক্ত
[illegible] কে বল।

মুখে রাই রাই রাই বলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
রাই নামে দীক্ষে কে আর ব্রজপুরে,
নয় অন্য তীর্থবাসী, ব্রজধাম অভিলাষী,
রাধার প্রেমতীর্থে সন্ন্যাসী শ্যাম-শশী হলো ॥

খাদ। দে মানভিক্ষে দে রাই ব'লে তাই কুঞ্জে দাঁড়ালো ॥

ফুকা। রাধার প্রেমযোগেতে বিচ্ছেদ যোগ,
কল্লেন যোগের উদ্‌যোগ।
যজ্ঞেশ্বর হরি, সেজে ভিখারী, হায় হায় গো।
যোগের ধন ঐ যোগী হয়ে, জয় রাধা রাধা বলিয়ে,
বেড়ায় রাধার নাম গুণ গেয়ে তাই সহচরি ॥

মেলতা। সেধে কেঁদে শ্যাম গেছে ফিরে কুঞ্জে থেকে,
মনের দুঃখেতে গো।
প্রেম করে ফলাফল আজ ফল্‌লো ভাল ॥

১ চিতেন। শুনিয়ে চিত্রের কথা কয় ললিতে ॥
রাধার প্রেমতীর্থে আজ, এলো কোন যোগীরাজ,
শুনে কই তোমার সাক্ষাতে ॥

পাড়ন। ও যে অন্য তীর্থবাসী নয়, তোমায় কই পরিচয়,
জানি বিবরণ, আছে নিদর্শন, হায় হায় গো!
বক্ষে ভৃগুপদ রেখা, ভস্মেতে শ্যাম দিলেন ঢাকা,
চেনা গেছে বাঁকা সখার বাঁকা দু-নয়ন ॥

মেলতা। রাধার মানের দায় মন ঔদাস্য সর্ব্বত্যাগী,
মনের বিরাগী গো!
যোগীর সাজ সেজে হরি কুঞ্জে এলো ॥

অন্তরা। ছেলা ধনে সই দেখে চেনা গেছে,
নব্য-কালে নবীন যোগী শ্যাম বিনে বল আর কে আছে।
কাশী কাঞ্চি গয়া ক্ষেত্র, সখি সে তীর্থ সব হয় অনিত্য,
তীর্থ বৃন্দাবনে, বিরাজে সদাই, কুঞ্জধামে রাই।
নিত্য নিত্য সই রাই তাই নাম হয়েছে ॥

২ চিতেন। শ্রীরাধার নাম মাহাত্ম্য ব্যক্ত-তন্ত্রে।
রাধা-ভক্ত বিনে, আর কে অন্যে জানে,
কৃষ্ণধন যে দীক্ষে রাই-মন্ত্রে ॥

পাড়ন। দীক্ষে রাধা-নামে কৃষ্ণধন, করে তাই উচ্চারণ,
বৃন্দাবনেতে, জানি মনেতে, হায় হায় গো!
ব্রজধামে ব্রজেশ্বরী, প্রেমে হরি আজ্ঞাকারী,
রাধার চরণ হৃদে ধরি, ভাবেন যোগেতে ॥

মেলতা। কল্লে রাধা নাম স্মরণ হয় তার, সুখ সৌভাগ্যে,
সকল যাগ-যজ্ঞ গো, সকল যাগ-যজ্ঞ গো।
মান-যজ্ঞ এতদিনে পূর্ণ হলো ॥ ০ ॥

৺ক্ষীরোদ চন্দ্র।

মহড়া। ও চিত্রে সখি গো,
যোগিনী সাজিলে রাই এ দুঃখ ঘোচে।
যেমন সেজেছেন যোগী কৃষ্ণ গুণমণি,
যোগিনী হলে পরে কমলিনী,
বসিলে রাই শ্যামের বামে, শোভা হয় কুঞ্জধামে,
হেরে জুড়ায় প্রাণ রাধা-শ্যামে, কই তোর কাছে ॥

খাদ। যেতে রাধার মান বল সই বাকী কই আছে ॥

ফুকা। যেমন শিবের বামে শঙ্করী, শোভে কৈলাসপুরী,
কিবে চমৎকার, নাইকো এমন আর, হায় হায় গো!
তেম্নি ধরা কুঞ্জধামে, বসিলে প্যারি শ্যামের বামে,
জীবন জুড়ায় যুগল-প্রেমে দেখি সই একবার॥

মেলতা। নইলে এ দুঃখ কই আর ঘোচে চিত্তে সখি।
তোমায় বলিব আর কি।
সাদ করে কালার প্রতি বাদ সেধেছে॥

১ চিতেন। বল্লে সই সয় না কৃষ্ণের কষ্ট দেখে।
তাইতে মনের দুঃখে, এসে কও আমাকে,
অধিক কি বলবো আর তোকে॥

পাড়ন। যারে যোগে ভেবে যোগীগণ, পায় না তার দরশন,
সে ধন এই কৃষ্ণ, মরি কি কষ্ট, হায় হায় গো!
ইষ্টদেব প্রাণকৃষ্ণ হরি, তার অনিষ্ট সইতে নারি,
প্রেমযোগে দুজনে যোগে হলেন প্রবিষ্ট॥

মেলতা। কল্লে কেবা সই শ্যামের পক্ষে এ গোলযোগ,
ঘুচিয়ে সুখের ভোগ,
দুঃখের ভোগ দেখি বঁধুর সার করেছে॥

অন্তরা। সখি চল গো যাই শ্যামকে কুঞ্জে লয়ে।
বসাব আজ শ্যামের বামে রাইকে যোগিনী সাজায়ে॥
কি জানি কি রাগের ভরে, বঁধু যায় যদি গো স্থানান্তরে,
মনের দুঃখেতে, মনের দুঃখেতে।
বিনে সে মাধব, ব্রজবাসী সব,
সবে রবে শবাকৃতি হয়ে॥

২ চিতেন। রাধার প্রেম কৃষ্ণপ্রেম, অখণ্ড প্রেম,
খণ্ডাবার নয়।
রাধার যানের দণ্ড, বঁধু কর্ত্তে খণ্ড,
হলো তাই দণ্ডধারী তাই রসময় ॥

পাড়ন। শ্যামের অপার লীলে কে বোঝে,
সই রে এই ব্রজে,
মনে বুঝে দেখ না, সেই কেলেসোণা, হায় হায় গো ॥
দান-ঘাটেতে দানী হয়ে, ভগ্নতরী ভাসাইয়ে,
কিশোর তায় কিশোরী লয়ে, পূরায় বাসনা ॥

মেলতা। ও যার মায়াতে মোহিত হয় সই এ ব্রহ্মাণ্ড,
দেখি কি কাণ্ড, দেখ কি কাণ্ড গো !
প্রেমদণ্ডে দণ্ডধারী শ্যাম হয়েছে ॥ ০ ॥

৺হরু ঠাকুর।

——

মহড়া। কংসের রাজ্যেতে সই করিলে, মধুর-লীলে,
এ মথুরায়।
ছিল কুব্জা কুৎসিত কংসের দাসী,
চন্দন-দান করে হলো সুরূপসী,
মধুর প্রেম বৃন্দাবনে, মন বাঁধা রাই-চরণে,
দিলেন কুব্জার ভক্তির গুণে, চরণ আশ্রয় ॥

খাদ। ব্রজাঙ্গনা বিনে আমার মন অন্যেতে কি পায় ॥

ফুঁকা। আছে ব্রজেতে রাই রঙ্গিনী, রূপে সৌদামিনী,
প্রেমের অধীন আমি তার, ব্যক্ত ত্রিসংসার।
হায় হায় গো !

সবাই জানে রাধা কানু, বিভিন্ন নয় একই তনু,
আমার এ মন করে হরণ এমন সাধ্য কার ॥

মেলতা। আমি তিলার্দ্ধ শ্রীবৃন্দাবন ছাড়া তো নই,
মনের কথা কই, মনের কথা কই,
বাসুদেব রূপে আছি কংসের আলয় ॥

১ চিতেন। শ্রীবৃন্দের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ কয়।
আমার মনের কথা, সকল লীলের কথা,
যথার্থ বলি পরিচয় ॥

পাড়ন। আমি ছিলেম গোলোকবিহারী, ক্ষীরোদশায়ী হরি,
লীলেকারী কৃষ্ণধন।
গোপীর মনের ধন, হায় হায় গো!
বৃন্দাবনে গোপের কুলে, করেছিলেম মধুর লীলে,
ছিদাম-শাপে সে সব লীলে, দিমেল বিসর্জ্জন ॥

মেলতা। ছিল কুব্জার প্রেম-বাসনা, মনে মনে।
মধুর ভুবনে গো, মধুর ভুবনে গো!
ভক্তে সই ভক্তিগুণে বাঁধে আমায় ॥

অন্তরা। আমি জগতের লীলাকারী হরি।
বৈকুণ্ঠধাম ত্যজ্য করে মানবরূপে লীলে করি ॥
গোকুলে সেই গোপির কুলে,
আমি করেছিলেম মধুর লীলে,
জানে সকলে, জানে সকলে,
রাধার প্রেমের দায়, থেকে নন্দালয়,
রাধা-নামে বাজাতেম বাঁশরী ॥

১ চিতেন। বঁধেছি কংসাসুরে এই মথুরায়।
আমি শ্রীরাধার দাস, সে সব আছে প্রকাশ,
জানে সব গোপী সমুদয় ॥

পাড়ন। তোমরা কুলের ভাবনা করো না,
গোপির কুল যাবে না, শুন ওহে বৃন্দে কই।
মনের কথা কই গো, মনের কথা কই গো!
কুলে যার কুল রক্ষে করি, অকূলেতে হই কাণ্ডারী,
প্রেমের গুরু রাই-কিশোরী, তারে ছাড়া নই ॥

মেলতা। করি রাধার নাম সুধাপান নিশিদিনে,
শয়নে স্বপনে হে, শয়নে স্বপনে হে!
ভুলিতে কি পারি আমি সেই শ্রীরাধায় ॥ ০ ॥

৺ভোলা ময়রা।

মহড়া। কুব্জার সাধ্য কি সই,
চুরি কত্তে পারে চোরের ঘরে।
সই রে আপন মন না দিলে মন পায় কি সাধ্য,
বাধ্য না হলে কে কার থাকে বাধ্য।
মিথ্যে আজ কুব্জারে, মনচোরা বলে তারে,
আমার মন বাঁধা আছে রাধার প্রেমডোরে ॥

খাদ। কুব্জার সঙ্গে সত্য ছিল সেই রাম অবতারে ॥

ফুঁকা। ছিল সূর্পণখার বাসনা, মনে প্রেম-বাসনা,
তার অন্য বাসনা নাই, মনে ছিল তাই।
দ্বাপরে সে কুব্জা হয়ে, দাসী হলো কংসালয়ে,
আমি তারে সদয় হয়ে, মনের সাধ পূরাই ॥

মেলতা। রাধার ভাবেতে ভঙ্গী বাঁকা নূতন বাঁকা,
বাঁকা সখা হে!
নাম বাঁকা মদনমোহন ব্রজপুরে॥

১ চিতেন। বল্লে সই চোরের মন নেয় চুরি করে।
কুব্জা নয় মনোচোর, আমার নহে অগোচর,
মিথ্যে চোর বলো না তারে॥

পাড়ন। সে যে কোন অপরাধী নয়, আছে এই মথুরায়,
ছিল যে তার সাধনা, পূর্ব্বের সাধনা হে, হায় হায় হে!
চন্দন দানের ফলাফলে, তাইতে কুব্জা আমায় পেলে,
আমি তারে লীলে-ছলে পূরাই বাসনা॥

মেলতা। সখি তাই রব মধুপুরে।
শত বৎসর, হলে শাপান্তর হে,
সব জ্বালা যাবে রাধার প্রভাস-তীরে॥

অন্তরা। আমি শ্রীরাধার জন্যে বৃন্দাবনে।
ধেনু লয়ে রাখাল হয়ে যেতেম বনে রাখাল সনে॥
শ্রীরাধার প্রেম কর্জ্জ বলে,
দিলেম দাসখত লিখে সে গোকুলে,
জানে সকলে।
তোমরা সব সখী, সেই খতের সাক্ষী,
জন্মের মত বাঁধা রাই চরণে॥

২ চিতেন। করেছি আমি ব্রজের ননী চুরি।
কুব্জা কংসের দাসী, সে নয় দোষের দোষী,
সব দোষী আমি শ্রীহরি॥

পাড়ন। কত্তে প্রেম-লীলে ব্রজপুরে, ব্রজগোপীর ঘরে,
চুরি কত্তেম ক্ষীর সর।
মাখন-ক্ষীর-সর, হায় হায় হে।
চুরির জন্যে নন্দ-রাণী, আমায় বেঁধেছিলেন তিনি,
ভক্তের প্রেমে বন্ধন আমি করেছি স্বীকার॥

মেলতা। আমি ভক্তিতে নন্দের বাধা বইতেম মাথায়,
রাধার প্রেমের দায় হে।
চোরা নাম আছে আমার ত্রিসংসারে॥ ০॥

৺রঘুনাথ দাস।

মহড়া। মানের গর্ব্ব করে খর্ব্ব তো করিলে॥

সওয়ারি। রাগে মান-সমাপণ করে পণ হারিলে,
রাধে অতিশয় উচিত নহে, শেষে না রহে,
অতি দানে বলি গেলেন পাতালে॥

তেহরণ। মানময়ী ভাল লোক হাসালে।

চিতেন। কহিলে যে কথা তুমি রাই রাই গো তুলে চন্দ্রানন।

২ চিতেন। তাতে জুড়ালো মনের অনল,
অতঃপুর পূরিল মম পণ॥

ফুঁকা। করে দক্ষ আগে বিষম পণ, পরেতে নারিলেন
রাখিতে পূজিলেন ত্রিলোচন, আজ রাধে গো,
তেমন জ্ঞান গুরু পণ হলো রাই মান নিবারণ॥

ভবল ঐ। সেই তো মান ত্যজিলে, শ্রীমুখে কথা কহিলে,

নিজ মান রাই এখণ পূরাতে নারিলে,
ঘুচিল বিষাদ রাধে হৃদয় জুড়ালো,
মানের অনল এখন নিভিলো ॥

মেলতা। মানের পর মান রাখতে নারিলে ॥

৺গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ঐ গীতের উত্তর।)

মহড়া। আসি হৃদয়ে উদয় হও হে হৃদয় ধন।

সওয়ারি। ধরি পায়, যেন এমন দায়, আর আমায় ফেল না।
এসো যুগল রূপ ধরি হরি, দাঁড়াও আজ ভঙ্গী করি।

ফুঁকা। প্রেম দাসীরে সাধলে চরণ ধরি, অশ্রুধার,
হেরি অনিবার, কিসে আর প্রাণ ধরি শ্যাম হে!
আর কি ছার মান হৃদয়ে স্থান পায় শ্রীহরি ॥

২ ফুঁকা। ঐ মানে আবার কিসের পণ।
নিকুঞ্জে এনে হায়, ডুবালে নিরাশায়,
দুর্জ্জয় মান হলো তায়, ত্যজিলাম এখন ॥

মেলতা। কুল-মান শ্রীপদে সব সমর্পণ ॥

তেহরণ। নিকুঞ্জ শোভা কর হে এখন ॥

৺রাম বসু।

মহড়। বল ননদীর গুণের ভাই ওরে প্রাণ প্রাণ রে;
শুনবো সমাচার, ওরে প্রাণ প্রাণ রে ॥

সওয়ারি। ধন্য তোমার বোন যুবতী,
একবার কল্লে অজা পতি, প্রাণ রে।
এবার কে হে আসিয়ে হলো নূতন বোনাই প্রাণ তোমার ॥

তেহরণ। ওরে প্রাণ রে, ননদি ঢলালে, ওরে প্রাণ,
কি ঢলান্ ঢলালে, কি ঢলান্ ঢলালে, প্রাণ কি ঢলান্,
ওরে প্রাণ, ওরে প্রাণ কি ঢলান্, ওরে প্রাণ কি ঢলান্,
ওরে প্রাণ কি ঢলান্, ওরে আমার প্রাণ, প্রাণ কি ঢলান্,
ওরে প্রাণ কি ঢলান্, ওরে প্রাণ ॥

মেলতা। আবার পতি হলো কে হে তার ॥

১ চিতেন। সুবল-তনয় তুমি হে প্রাণ, প্রাণপতি আমার।
ওরে প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ রে ॥

২ চিতেন। ননদী হন সুবল-সুতা, প্রাণ রে ভগ্নিটী তোমার ॥

ফুঁকা। কুলের মান্যে সে চন্দ্রাস্যে সুহাস্যে হে অনুক্ষণ।
ওরে প্রাণ রে, প্রাণ প্রাণ আমার।
দেখলে পরে সেই ননদীরে, প্রাণ রে মোহ হন মদন ॥

২ ফুঁকা। অজের প্রেয়সী ঠাকুরঝি, ওরে প্রাণ ওরে,
মনেতে জান তো ওরে প্রাণ ওরে ॥

মেলতা। আবার পতি হলো কে হে তার ॥

৺গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ঐ গীতের উত্তর।)

মহড়া। এ কি রোগ তোমার প্রাণ,
নি[illegible] পরের নিন্দে গাও ॥

সওয়ারি। ছিদ্র পেলে হও উন্মত্ত, কু-তত্ত্ব তোল অকথ্য,
প্রাণ প্রাণ রে, এই আপ্সোস স্বভাবদোষ গেল না ॥

মেলতা। লোকের কুচ্ছ গেয়ে উচ্চ হতে চাও ॥

তেহরণ। গান্ধারী সতী কৃষ্ণেরি বচন ॥

১ চিতেন। সরল কথায় গরল তুলে প্রাণ কেন আর জ্বালাও।
ওরে প্রাণ প্রাণ প্রাণ রে ॥

২ চিতেন। জেনে শুনে, তবু কু-স্বভাব গুণে প্রাণ,
কু-ভাবটি ঘটাও ॥

ফুঁকা। জান না কি তার ব্যবহার ত্রিসংসারে সতী কয়।
ওরে প্রাণ প্রাণ রে।
তুচ্ছ পাপে, ঋষির অভিশাপে, কুলোকে ঘটায় ॥

২ ফুঁকা। সে কথা ভুলিয়ে প্রেয়সী, ওরে প্রাণ প্রাণ,
ছলনা করিয়ে ॥

মেলতা। এমন ভারত ছাড়া কথা কোথা পাও ॥

৺রাম বসু।

---

১ চিতেন। সখি আর কৃষ্ণের কথা শুনাস্‌নে,
জ্বলাস্‌লে প্রাণ গো আমার ॥

২ চিতেন। কালো রূপ চক্ষে হেরিব না আর ॥

ফুঁকা। কুল-শীল-লাজ পরিহরি।
যার বাঁশী শুনে, দাসী হলাম চরণে,
করলে সেই হরি চাতুরী ॥

মেলতা। আর কালো রূপ হেরবো না, হেরিতে বলোনা,
কালার প্রেম কাল আমায় হইল ॥

মহড়া। কৃষ্ণ যার প্রেমের অনুরাগী এখন গো,
সেইখানে যাইতে বল।
যদি আমার হতেন শ্যাম, হতেন না আমার বাম,
জুড়াতাম লয়ে চিকণ কালো ॥

খাদ। মাধব আমার আশা, করি নিরাশা,
চন্দ্রাবলীর আশা পূরাইল ॥

২ ফুঁকা। সখি জাগলেম নিশি যার আশাতে।
সেই প্রতিকুল, যদি আমায় হইল,
কাজ কি এ ছার প্রাণেতে ॥

মেলতা। কৃষ্ণ যার এখন তারই হোক,
আমারই প্রাণেতে শোক,
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে আমার না হয় প্রাণ গেল ॥ ০ ॥

৺রামসুন্দর রায়।

---

১ চিতেন। নাহি পীতধটি, মুরলী গোচারণের সে ভূষণ ॥

২ চিতেন। ধরো না রাধার পায় এখন ॥

১ ফুঁকা। এবে যদুপতি, হয়েছ ভূপতি ॥

মেলতা। দ্বারকাপতি সোণার ভরণ ॥

মহড়া। হরি, ব্রজনারী চেন না ওহে ব্রজগোপীর প্রাণধর ॥

খাদ। প্রভাস তীর্থে দরশন ॥

ফুঁকা। পাইয়া কৃষ্ণেরে অভিমান ভরে ॥

মেলতা। কহে করে ধরে গোপীগণ ॥

অন্তরা। যদুনাথ, আর কেন দুঃখিনিগণে স্মরণ হবে।
গিয়াছে সে সব ব্রজের ভাব, মজেছে হে নব ভাবে ॥

৩ চিতেন। রুক্মিণী আদি রাজদুহিতা সবে সেবে ও চরণ ॥

৪ চিতেন। ভুলেছে সে গোপীগণ ॥

৩ ফুঁকা। রাধা কুরূপিণী গোপের রমণী ॥

৩ মেলতা। বনবাসিনী কি তারে লাগে মন ॥ ০ ॥

৺হরু ঠাকুর।

---

১ চিতেন। বঞ্চিতা ক'রে আমায় কালাচাঁদ,
জুড়ালে চন্দ্রাবলীর মন ॥

২ চিতেন। প্রভাতে আমায় ছলিতে এলেন কুঞ্জে
মদনমোহন ॥

১ ফুঁকা। দেখে রঙ্গ, ত্রিভঙ্গের অঙ্গ, দহিছে দুঃখে।
করেছি এই পণ, আর কালো-বরণ, নাহি হেরিব চক্ষে ॥

১ মেলতা। মাথায় কালো কেশ ধরবো না,
কুঞ্জে কালো সখী রাখবো না,
কালো কোকিলের ধ্বনি আর শুনবো না ॥

মহড়া। কালো ভালোবেসে হলো এই যাতনা ॥
আগে মানি নাই কালাকালে, জানি নাই কালে,
জানিলে কালার প্রেমে মজতাম না ॥

খাদ। শঠ লম্পট কুটিল অতি কালাচাঁদ আগে জানি না ॥

২ ফুঁকা। কালো অঙ্গ কাল প্রায় জ্ঞান হয়েছে মনে।
প্রাণান্তে সে কালায়, দেখতে আর আমায়,
সখি বলিস্‌নে মেনে ॥

২ মেলতা। কালো চক্ষের তারা আর রাখতে সাধ নাই,
আমার, কাল তমালের তরু কুঞ্জে রাখবো না ॥ ০ ॥

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

মহড়া। পতি বিনে সই, সতীর মান কই, আর থাকে।
হায়, আমি যেমন সতী, বিপক্ষ তায় রতিপতি,
নারী হয়ে কি করবো তার, শিব ডরাতেন যাকে।
আমার হলো যার মানে মান, সে কই মান রাখে ॥

খাদ। ছি ছি কি লজ্জা আই গো আই ॥
অন্যদিনের কথা দূরে থাক,
সর্ব্বনাশের পূর্ব্ব কথা মনে নাই।

মেলতা। হলেম পতির পরিত্যজ্য, থাক্তে দেয় না রাজ্যে সই,
আবার রাজার মসিল কালো কোকিল ডাকে ॥

১ চিতেন। পতি পরহন্তা, ব্যবস্থা সতীর প্রতি নয়।
[illegible] হলে দুজনার তবেই ধর্ম্ম হয় ॥

হলো তায় আমায় সম্বন্ধ, নামে ভার্য্যা কাজে ত্যজ্য সই ;
লোকের যেমন নদী চড়ার সনন্দ।
আমায় তাচ্ছল্য দেখে তার, দয়া হবে বল কার,
আমার পতিদত্ত জ্বালা জুড়াবে কে ॥

অন্তরা। হায় আমার এ কথা অকথা,
সত্যবাদী পতি আমার।

২ চিতেন। ফুলে বন্দী হয়ে ওগো সই, মূলে হারা হই।
কত সব গো রমণী হয়ে অনঙ্গ বিজয়ী ॥
আমার ধিক ধিক যৌবনে, কাননে কুসুম যেমন সই।
ফুটে আবার শুকায়ে রয় কাননে।
আমায় পেয়ে কুলনারী, বধে সারি সারি সই,
যেমন কুরুসৈন্য বেড়া চারিদিকে ॥

৺রাম. বসু।

---

১ চিতেন। প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে, নিকুঞ্জের নিকটে,
হেরিয়ে শ্রীমতীরে কয় ॥

২ চিতেন। রাধে কেঁদেছ যার আশাতে, নিশিতে,
সেই শ্যাম প্রভাতে উদয় ॥

১ ফুঁকা। কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মান তাহে লজ্জাভয়।
মুখে আধ আধ ভাষা, গল-লগ্নবাসা,
কাতর মাধব অতিশয় ॥

১ মেলতা। দেখে রূপের ছাঁদ, পাছে রাগে হয় উন্মাদ,
কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে ॥

মহড়া। একবার বলিস্ তো আস্‌তে বলি মাধবকে।
প্যারী তোর সম্মুখে,
ঐ দেখ কালিয়ে, কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়ায়ে।
কেঁদে বলতেছে দয়া কর রাধিকে ॥

খাদ। যদি সেচ্ছা বল গো প্রধানা গোপীকে ॥

১ ফুঁকা। কৃষ্ণ সেজেছে অতি বিপরীত।
যেন গ্রহণান্তে শশী, উদয় হলো আসি,
সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত ॥

২ মেলতা। নাহি সর্ব্বাঙ্গে সুরাগ, কলঙ্কেরি দাগ,
নাহি লাবণ্য কালাচাঁদের চাঁদমুখে ॥ ০ ॥

৺ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী।

মহড়া। ইহাই ভাবি হে গোবিন্দ সদনে।
আঁখি হাসে পরাণ পোড়ে আগুনে ॥
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে ত্যজিলে,
কুঁজীরে পূজিলে কি গুণে ॥

১ চিতেন। জগত সংসার, ভুলাইতে পার,
তোমার বঙ্কিম নয়নে।
ওহে কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে,
তোমারে ভুলালে কি গুণে ॥

অন্তরা। শ্যাম, রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য,
অতুল্য লাবণ্য রাধার।
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজা বিহারি,
কি সুখে হয়েছ নাগর॥

২ চিতেন। শ্যাম, রূপের বিচার, যদি মনে কর,
মজেছ যাহার কারণে।
ওহে কুবুজার, রূপের ভাণ্ডার, শ্রীমতী রাধার চরণে॥

অন্তরা। শ্যাম, গুণের গরিমে, কি কহিব সীমে,
আগমে যাহার প্রমাণ।
যার গুণ গেয়ে, মুরলী বাজায়ে,
নাম ধর বংশী-বদন॥

৩ চিতেন। শ্যাম, যার গুণাগুণ, করিতে সাধন,
সনাতন গেল কাননে।
ওহে এ বড় বেদন, ত্যজিয়ে সে ধন,
অধমে রেখেছ যতনে॥

অন্তরা। শ্যাম, আপনার অঙ্গ, যেমন ত্রিভঙ্গ,
কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে।
কুবুজার অঙ্গ, রসের তরঙ্গ, তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে॥

৪ চিতেন। শ্যাম, এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে,
রাধাকৃষ্ণ বলে নিদানে।
এখন কুঁজী-কৃষ্ণ ব'লে, ডাকিবে সকলে,
ভুবন তরাবে দুজনে॥

অন্তরা। শ্যাম, ত্যজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,
যুবতী সকলি সহিল।
ভুজঙ্গ-মাণিক, হরে নিল ভেক,
মরমে এ দুঃখ রহিল॥

৫ চিতেন। শ্যাম প্রদীর আলো, প্রকাশ পাইল,
চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে গোক্ষুরের জল, জগত ব্যাপিল,
সাগর শুকালো তপনে॥ ০ ॥

রাস্থ নৃসিংহ।

মহড়া। প্রাণনাথ মোর, সেজেছেন শঙ্কর,
দেখ এসে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপ দরশন, আজ প্রভাতে॥
বুঝি কার কাছে, রজনী জেগেছে,
নয়ন লেগেছে ঢুলিতে॥

১ চিতেন। পার্ব্বতী-নাথের, অর্দ্ধ শশধর,
সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে।
আমার নাগর, সেজেছেন সুন্দর, চন্দন সিন্দূর ভালেতে॥

অন্তরা। হায়, মথনের বিষ, ভক্ষিয়ে মহেশ,
নীল কণ্ঠদেশে নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপম, জগতে রয়েছে ঘোষণা॥

২ চিতেন। আমার নাগর, গিয়েছিলেন কার,

কলঙ্ক সাগর মথিতে।
ফুরায়ে মন্থন, এনেছেন নিশান আঁখির অঞ্জন গলাতে ॥

অন্তরা। হায়! সে যেমন ভোলা, তাহাতে উজ্জ্বলা,
গলে অস্থিমালা ছড়াতে।
মুখে কৃষ্ণ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম,
বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে ॥

৩ চিতেন। পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি,
এসেছেন মন তুষিতে।
গুঞ্জ চড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে,
রাধা রাধা বলে বাঁশীতে ॥

অন্তরা। হায়! প্রিলোচন হর, জগতে প্রচার,
কৃষ্ণপ্রেমে ভরা, পাগলের পাড়া,
ধুতুরা শ্রবণ যুগলে ॥

৪ চিতেন। ইহার সেইমত, সপত্র সহিত,
কদম্ব শ্রবণ যুগেতে।
ত্রিলোচন চিহ্ন, দেখ দীপ্তমান,
কপালে কঙ্কণ আঘাতে ॥ ০ ॥

৺রাম বসু।

মহড়া। শ্রীমতীর মন, মানেতে মগন, ওখানে এখন যেও না।
মানা করি কলহ আর বাড়াও না ॥
বিষাদের বাতি, জ্বেলেছেন শ্রীমতী,
তাহাতে আহুতি দিও না ॥

১ চিতেন। নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেক না।
কত নারীর সঙ্গ, করেছ কি রঙ্গ,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁও না॥

অন্তরা। শ্যাম, নিতি নিতি তব, দেখি হে যে ভাব,
তথাপি সে সব পাসরি।
এবারে তোমার রাধা পাওয়া ভার,
যে ভাবে বসেছেন কিশোরী॥

২ চিতেন। জিনি মেরু গিরি, মান-ভরে ভারি,
মরিবার ভয় করে না।
যদি গিরিধারী, হতে চাহ হরি,
মনে করি রাধা পাবে না॥

অন্তরা। শ্যাম, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে,
মজেছিলে কার প্রেমেতে।
প্রভাতে কেমনে, আইলে এ স্থানে,
নিলাজ বদন দেখাতে॥

৩ চিতেন। সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে,
তোমার মনেতে ছিল না।
বিপক্ষ হাসাতে, এসেছ প্রভাতে,
করিতে কপট ছলনা॥

অন্তরা। শ্যাম, সরমে কি করে, বলিছে তোমারে,
শ্রীমতি রাধার কথাটি।

এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে,
সে খাবে রাধার মাথাটি ॥

৪ চিতেন। দিয়ে পদ দুটি, মাড়াবে যে মাটী,
শ্রীমতী তো সেটি ছোঁবে না।
তুলিয়ে সে মাটী, দিবে ছড়া গাঁটি,
শ্রীরাধার এটি কাট্‌বে না ॥ ০ ॥

৺হরু ঠাকুর।

——

মহড়া। সখি, এসকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয় ॥
সুহৃদ ভঞ্জন, লোক গঞ্জন,
কলঙ্ক-ভাজন হতে হয় ॥

১ চিতেন। এমন পীরিতি করি, যাতে তরি, দুদিক।
ঐহিক আর পারত্রিক।
শ্রীনন্দ-নন্দন, দুঃখ রঞ্জন, সদা রাখি মন তাঁরি পায় ॥

অন্তরা। অমিয় ত্যজে, গরলে মজে, উপজে কি সুখ।
কলঙ্ক ঘোষণা জগতে, মরণ হতে অধিক ॥

২ চিতেন। হৃদয় মন্দির মাঝে, রসরাজে, বসায়ে।
দেখিব আঁখি মুদিয়ে ॥
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে,
কলঙ্ক বিচ্ছেদ নাহি ভয় ॥

৩ চিতেন। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, পদ সে নীরদ হইতে।
জাহ্নবী হলেন যাহাতে ॥
সেই কৃপা জলে মনো ডুবালে
কালেরে করিব পরাজয় ॥

অন্তরা। কমলজ জন সেবিত ধন অরুণ চরণ।
মনের তিমির বিনাশে পাইলে কিরণ ॥

৪ চিতেন। হৃদে আছে শতদল, সে কমল ফুটিবে।
প্রেমপীযূষ ঘটিবে ॥
মনো মধুব্রত, হয়ে যেন রত, সেই নামামৃত সুধা খায় ॥

অন্তরা। অমিয় আর গরল, দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে।
নয়ন দিয়েছেন বিধাতা, দেখিয়ে ভক্ষিতে ॥
ত্যজিয়ে সে সুধা রস, কেন বিষ ভক্ষিবো।
কলুষ-কূপে ডুবিবো ॥
থাকিতে নয়ন, অন্ধ যেই জন,
পেয়ে প্রেমধন সে হারায় ॥ ০ ॥

৺রাম বসু।

মহড়া। রসিক হইয়ে এমন কে করে।
কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গে ডুবায়ে,
রঙ্গ দেখে গিয়ে, দাঁড়ায়ে দূরে ॥

১ চিতেন। প্রাণ, তুমি হে লম্পট, নিতান্ত কপট,
প্রকাশিলে শঠ খল আচারে।

নহে কেবা কোথা, এত নিষ্ঠুরতা,
করেছে সর্ব্বথা নিজ জনারে ॥

অন্তরা। প্রাণ, আর এক শুন, বচনে তোমার,
দাঁড়ালেম কুলের বাহিরে।
প্রাণ তুমি জেনে শুনে, বিরহ তুফানে,
ভাসালে এ জনে, ছলনা ক'রে ॥

২ চিতেন। তোমার চরিত, পথিক যেমত,
হয়ে শ্রান্তিযুত, বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হলে, যায় সেই চলে,
পুনঃ নাহি চায় ফিরে ॥ ০ ॥

৺সীতানাথ মুখোপাধ্যায়।

মহড়া। কহ সখি কিছু প্রেমের কথা।
ঘুচাও আমার মনের ব্যাথা ॥
করিলে শ্রবণ, হয় দিব্য জ্ঞান,
হেন প্রেমধন, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিরাগে, মনের অনুরাগে,
প্রীতি প্রয়াগে, মুড়াব মাথা ॥

২ চিতেন। আমি অরসিকের স্থান, পেয়েছি সন্ধান,
তুমি নাকি জান, প্রেম-বারতা।
কাপট্য ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে,
ইহার লাগিয়ে, এসেছি হেথা ॥

অন্তরা। হায়! কেন প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী, কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে,
ভাগীরথী আনে, ভারত-ভূমে ॥

৩ চিতেন। কোন প্রেমে হরি, ব'ধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী, ক'রে অনাথা।
কোন প্রেম ফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণপদ পেলে, মাধবীলতা ॥ ০ ॥

৺নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহরা। রাধে চন্দ্রমুখী তোল চন্দ্রবদন।

সওয়ারী। দুর্জ্জয় মান, সমাধান, কর মানময়ী রাই প্যারী,
তব মান দাবানলে, মলেম জ্বলে, কর বাক্যজলে,
শীতল তাপিত মন ॥

তেহরণ। ওগো রাই রাই রাই গো
(৩) মান ত্যজ মানময়ী রাই গো।
ওগো রাই রাই রাই গো ॥

মেলতা। হও হে কৃষ্ণ পক্ষে সদয়া এখন ॥

চিতেন। সাধিলাম তব সাধে বাদ রাই রাই গো,
ভক্তের কারণ ॥

২ চিতেন। তাতে লাঞ্ছনা, নিষেধ কতই করিলেন রাই,
তোমার সখিগণ ॥

ফুঁকা। যা হোক অপরাধ আর লইও না।
নিশ্চিত আমি নিন্দিত, কর দোষ মার্জ্জনা।
ভেবে পদাশ্রিত জন, ক্ষমিতে এখন,
রাধে বঞ্চনা করোনা॥

২ ফুঁকা। স্মর গরল খণ্ডনং, মম শিরসি মুণ্ডনং
শ্রীমতী দেহি পদপল্লব মুদারং, আমার দুর্লভ ধন॥
ও পদ পরশে খণ্ডিবে মদন গরল॥

মেলতা। হও হে কৃষ্ণ পক্ষে সদয়া এখন॥ ০॥

৺গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব গীতের উত্তর।)

মহড়া। তবে আমি কি ভক্ত নই বঁধু তোমার॥

সওয়ারী। বাঁকা শ্যাম, শুন গুণধাম, এ কেমন ভাব তোমার
ভক্তের কারণে দাসীর রাখলে না কালাচাঁদ॥

মেলতা। ভাবলে না কি গতি হবে শ্রীরাধার॥

তেহরণ। নিতান্ত হরি কিশোরি তোমার॥

১ চিতেন। শ্রীরাধা বলিয়ে বংশীধর হয়েছে যে দিন,
বাঁকা শ্যাম হে শ্যাম হে॥

২ চিতেন। সেই হইতে বিক্রীতা রাধে তব রাঙ্গা পদে,
নিতান্ত প্রেমাধীন॥

ফুঁকা। রাধা'র কে আছে বঁধু তোমা বিনে।
প্রাণ মন জীবন যৌবন সমর্পণ চরণে ॥
বাঁকা শ্যাম শ্যাম হে ॥
কভু জানিনে তোমা বিনে অন্য জনে ॥

২ ফুঁকা। গুণমণি জেনো সার।
মন মান অপমান, সকলি তব স্থানি,
তুমি,না রাখিলে মনে, কে রাখিবে আর ॥

মেলতা। মান বিনে কি আছে আর অবলার ॥০॥

৺রাম বসু।

মহড়া। শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকণ কালো-বরণ।
শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও। এ অধিনীর মনের মানস পূরাও ॥

খাদ। সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গণে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশীটি বাজাও ॥

ফুঁকা। নির্জ্জনে এমন না পাব দরশন।
যায় নিশি যাক, জানুক গুরুজন ॥

মেলতা। তাহাতে নাহি দেখিত, ওহে ব্রজনাথ,
ও বংশীধর গুণ কত, বিশেষে শুনাও ॥

চিতেন। শ্যাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখ হে বচন।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ ॥

পাড়ন। কোন রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও ॥

৺হরু ঠাকুর।

মহড়া। ও ময়রার ঝি মামি গো আমার,
আমি স্পষ্ট কথা কই তোমার কাছে।
ওগো বংশ-রক্ষা করবে ব'লে,
আরে পাণ্ডু রাজা আজ্ঞা দিলে, সে কথা জানে সকলে।
তাতেই ভক্তিভাবে এনেছিল ধর্ম্মকে ডেকে।
সে পতির আজ্ঞা বজায় রেখে সতীর ধর্ম্ম রেখেছে ॥

খাদ। উচিত কথা বলতে আজ লজ্জা কি আছে ॥

ফুঁকা। সেই কুন্তী-নারী আমার পিসী,
তুমি তায় নিন্দে করো না, মনে বুঝে দেখ না।
দেবতা সব সদয় যারে, তার নিন্দে কেবা ধরে,
সে যে মান্য হবে ত্রিসংসারে, নিন্দে হবে না ॥

মেলতা। কুরু পাণ্ডুকুলে যে ব্যাভার, অতি চমৎকার,
এখন পঞ্চ দেবতা সদয় হয়ে পাণ্ডুকুল দিয়েছে ॥

১ চিতেন। সেই জরাসিন্ধুর কন্যা তুমি,
জেনে আমার অন্যে নও।
মনোমধ্যে ভিন্ন তোমার কভু ভাবিনে,
তোমায় কই এক্ষণে, সুবাদে মামী আমার হও ॥

পাড়ন। আমি ভূভার হরণের কারণ ভূতলে হলেম অবতার।
তোমায় বলি সমাচার ॥
যেখানে যখন থাকি, স্বধর্ম্ম বজায় রাখি,
নইলে কে পিতে কে পুত্র আমি কেবা হয় আমার ॥

মেলতা। অনন্ত রূপ অন্ত কেবা পায়, শুন কই তোমায়।
সেই কুন্তী নারীর তুল্য নারী ভারতভূমে কে আছে ॥ ০ ॥

৺রাম বসু।

মহড়া। ও সখি ললিতে, নিয়ে যাই তাতে, খেদ করিনে।
রাধার হয়েছে কালো রূপে একি দ্বেষ,
কি করে ত্যজবে মাথার কালো-কেশ,
কালো-রূপ-মনোহর।
কালো নয়নের তারা, রাধার কালো রূপ হৃদে ধরা,
তাও জানিস্‌নে ॥

খাদ। সই রে কালো বলে তোরা আর নিন্দে করিস্‌নে ॥

ফুঁকা। সই রে জানিস্ তো গোপীকুলে, সেই কদম্বমূলে,
কালো রূপ তখন, করে নিরীক্ষণ, হায় হায়।
জীবন যৌবন জন্মের মতন, কালো রূপে করে অর্পণ,
দিয়েছে রাই কুল বিসর্জ্জন, বলি শোন এখন ॥

মেলতা। যদি হয়েছি অপরাধী রাধার কাছে,
বলিনে মিছে।
ভাবলে স্থান পাব না শ্রীচরণে ॥

১ চিতেন। কি কথা বল্লি আমায় ললিতে।
কালো রূপ-মাধুরি, দেখবে না আর প্যারী,
শুনে তাই ভাবি মনেতে।

পাড়ন। সই রে একি অসম্ভব কথা, প্রাণে পাই যে ব্যথা,
কি রাগ বিরাগে।
ক'রে প্রতিজ্ঞা, হায়!
কালো সখি আছে যারা, কুঞ্জের বার কি হবে তারা,
দেখবো রাধার কেমন ধারা, রাখবে না কালো বর্গে।

মেলতা। প্যারী পরবে না কালো বসন, কালো ভূষণ,
কালো রূপ গঠন হে।
খাবে না কালো নীর যমুনার জীবনে॥

অন্তরা। সখি বল্ গো বল্ তোরা আমার কাছে।
কালো রূপে কমলিনীর এ কি বিরূপ হয়েছে॥
কালো রূপ করে বিসর্জ্জন,
রবে কুঞ্জে প্যারী কিরূপ এখন, ওগো ললিতে।
শুন বলে যাই কালো-রূপে রাই,
জান না যে অঙ্গ মিশায়েছে॥

২ চিতেন। শুন সই বলি আমি তোমায় স্পষ্ট।
মন প্রাণ ভুলে, রাই তাই এনেছ বলে,
যুগল নাম শ্রীরাধাকৃষ্ণ॥

পাড়ন। বল্লে মান ভরে রাই কুঞ্জেতে যদি যাও রসময়,
সে মান রবে না, দেবে লাঞ্ছনা, হায় হায়!

শুন ওগো প্রাণ সখি, অধিক কথা আর বলবো কি,
রাধার কাছে মান অপমান, মনে ভাবি না ॥

মেলতা। যদি মানময়ী মানভরেতে বৈসে এখন,
তোরে বলি শোন সই।
সেধে কেঁদে দেখবো গে কুঞ্জবনে ॥ ০ ॥

৺হরু ঠাকুর।

——

মহড়া। এ কি ভাব উদয় আজ কেন
কৈলাস এলো কুঞ্জকাননে।
সুখের কৈলাস দেশ, তব স্বদেশ শুনি মহেশ,
সে দেশ ত্যজেছ হে বল হলো কি দ্বেষ।
দেখতে পাই শীর্ণ অতি, কি অভাব পশুপতি,
তোমার বামে নাই হৈমবতী, কি কারণে ॥

খাদ। কোথা হলো বিবাদ, কি বিষাদ হয়েছে মনে ॥

ফুঁকা। জানি সতী ছাড়া নয় তুমি হর,
সতী বিনে আজ একেশ্বর, কত্তেছ ভ্রমণ।
এ কি অঘটন, হায় হায় হে !
এলে মধুর বৃন্দাবনে,
কি অভিলাষ আছে মনে,
কেন আকুল হলে প্রাণে, বল বিবরণ ॥

মেলতা। তোমার অন্ত জানে কে, ভাবি তব ভাব দেখে,
মরি হে দুঃখে, বল কি দুঃখে, বহে বারি নয়নে ॥

১ চিতেন। রয়েছে মানে মুগ্ধ রাজনন্দিনী ॥
দেখে রসরাজ, ত্যজ্য করে নটবর সাজ,
সদাশিবের সাজ সাজলেন আপনি ॥

পাড়ন। রূপে শোভা রজতগিরি, চিতাভস্ম গায়।
বাঘাম্বর তায় কটিদেশে দিয়ে ঢাকা,
ভালে অর্দ্ধচন্দ্র-রেখা, বোবো ব্যোম, বোবো ব্যোম,
গাল-বাজায়ে কুঞ্জের দ্বারে যায় ॥

মেলতা। হেরে রঙ্গিণী সুচিত্রে,
হয়ে চিত্তে বিনয় বাক্যেতে,
তাহে কহিছে প্রণাম ক'রে শ্রীচরণে।

অন্তরা। ব্রজে এসেছ কি মনে ভেবে, কি ধন অভাবে,
ভেবে পাইনে কিছু মরি ভেবে।
ভাব দেখে ভাব কত্তে নারি,
নারি আমি অবোধ নারী,
মরি আ-মরি! ভবরাণী কই, ওহে বিশ্বজয়ী,
ভবের কর্ত্তা তুমি ভবার্ণবে ॥

২ চিতেন। কীর্ত্তিবাস কি অভিলাষ হলো মনে।
হলো অসন্তোষ, ওহে তুমি দেব আশুতোষ,
দেখি বিরস ভাব কি অভিমানে ॥

পাড়ন। ভেবে যোগিগণে পায় না অন্ত,
করেছ জয় সে কৃতান্ত, গৌরিকান্ত হর।
কৈলাসেশ্বর ঈশ্বর, হায় হায় হে!

দাঁড়িয়ে আছ কুঞ্জের দ্বারে,
প্যারী আছে মানের ভরে,
ভিক্ষা কে আর দিবে তোমারে ওহে গঙ্গাধর ॥

মেলতা। জটায় ধর সুরধুনি, নাম তোমার শূলপাণি,
আগমে শুনি।
কেন কত্তেছ শিঙ্গাধ্বনি, কি কারণে ॥ ০ ॥

৺সীতানাথ মুখোপাধ্যায়।

— —

গোষ্ঠ-গীত।

মহড়া। ব্রজের গোপাল রে, আজ তোরা সব গোষ্ঠে যা রে,
আমার প্রাণ গোপাল গোষ্ঠে যাবে না রে।
দেখলেম কুস্বপন নিশি-শেষে, কে যেন বল্লে এসে,
বলাই সঙ্গেতে ॥

খাদ। গোপাল আমার নাই গোষ্ঠেতে ॥

ফুঁকা। অমঙ্গল দেখে তখন, করেছি কতই রোদন,
যেন কালো ধন, ডুবেছে কালিদয় কালো নীরে।
আমার দুগ্ধের গোপাল, রাখতে গো-পাল,
পাঠাই কেমন করে ॥
তোদের মধুর মধুর ধ্বনি শুনে,
গোপাল আমার গহন বনে,
গোচারণে যেতে চায়, বনে যেতে চায় রে ॥

অবোধ ছেলের অভিপ্রায়।
তোরা লয়ে যাবি গোঠে,
শুনে যে প্রাণ কেঁদে উঠে,
এমন সন্তান বন সঙ্কটে মা হয়ে বল কে পাঠায়॥

মেলতা। কত শত্রু আছে পায় পায়,
দুঃখিনীর ধন যদি বনে যায়, হরে লয়ে যায়,
আর তো ফিরে গোপাল পাব না রে॥

১ চিতেন। সুনিশি সুপ্রভাতে, রাখাল সব গিয়ে নন্দালয়॥

পাড়ন। বলে হা রে রে রে, রে রে,
কত ঘুমাও ভাই কানাই রে॥

ফুঁকা। গহন বনে ভাই গোষ্ঠে আয়।
করে রাখালগণ সব মঙ্গল ধ্বনি,
বলরামের শৃঙ্গের ধ্বনি,
শুনে নন্দরাণী ধায়, আস্তে ব্যস্তে ধায় গো!
ও যেন পাগলিনীর প্রায়॥
গহন বনের কথা শুনে,
রাম বনবাস হলো মনে,
কৌশল্যার প্রায়, ধরাসনে নন্দরাণী মূর্চ্ছা যায়॥

মেলতা। ক্ষণেক পরে চৈতন্য পায়,
মনের দুঃখে কেঁদে কয়,
তোরা এসময় ডেকে নিদ্রা ভঙ্গ করিস্‌নে রে॥

অন্তরা। গোপাল গোষ্ঠে যেতে দিব না।

গোষ্ঠে যাবে না, যেতে দিব না দিব না দিব না।
গোপাল আমার ঘুমায়েছে, নিদ্রা ভঙ্গ করোনা করোনা,
শৃঙ্গের রবেতে ডেক না।
যদি এমন সন্তানে, পাঠাই আজ বনে,
মনের দুঃখে প্রাণে আর বাঁচবো না ॥

২ চিতেন। তোরা সব নিত্য নিত্য ধেনু চরাতে যাস্ বনে।
পাড়ন। সদাই গোঠে মাঠে, বেড়াস্ কালিদয়ের তটে,
সঙ্কটের শঙ্কা নাই বনে ॥

ফুঁকা। আমার পঞ্চম বৎসরের ছেলে,
গোচারণে পাঠিয়ে দিলে।
গোকুলের লোক বলবে কি, আমায় বলবে কি রে,
নন্দ শুনলে বলবে কি।
কাত্যায়ণীর পূজে চরণ, পেয়েছি রে ঐ নীলরতন,
তাইতে আমি অঞ্চলের ধন, অঞ্চলে ঢেকে রাখি ॥

মেলতা। যখন নন্দ যায় বাথানে,
গোপাল তখন আমার অঙ্গণে, সদাই নৃত্য করে,
নন্দের বাধা মাথায় ক'রে ॥ ০ ॥

৺শুরো দুম্বো।

মহড়া। ওরে গোপাল লয়ে গোপাল গোষ্ঠে
গোচারণে যাস্‌নে বনে।
গোপাল গোষ্ঠেতে গেলে পরে,
পায়ে পায়ে শত্রু ফেরে,

সঙ্কটে তোরে, পাঠাইতে শঙ্কা করে,
ননী খাওরে আর মা বল রে চাঁদবদনে ॥

খাদ। না হেরে গোপাল তোরে মরি প্রাণে ॥

ফুঁকা। আমায় মা বলে আর এমন কেহ নাই।
সবে তুইরে প্রাণ কানাই ॥
লাগে যদি রবির কিরণ,
মলিন হয় ঐ চন্দ্র-বদন,
গোষ্ঠে লয়ে যেতে গোধন, মানা করি তাই ॥

মেলতা। আছে কি অভাব নন্দের ঘরে,
যাবি যমুনার তীরে,
ক'রে হরে রে ব'লে।
খাস্ না কি ভিক্ষা করে রাখালগণে ॥

১ চিতেন। গোকুলের গোপাল যত আনন্দে
গোষ্ঠের পথে ধায় ॥

পাড়ন। প্রভাত রজনী, শুনে শিঙ্গের ধ্বনি,
নীলমণি বলে যশোদায় ॥

ঁকা। সাজায়ে গোষ্ঠের সজ্জা দে আমারে,
বলি বিনয়ে তোরে।
বেঁধে দে মা পীতধড়া, গলায় দে মা গুঞ্জ ছড়া,
মস্তকে দাও মোহন চূড়া, বাঁশী দাও করে ॥

মেলতা। শুনে গোপালের নিষ্ঠুর বাণী,

কেঁদে কয় নন্দরাণী,
ওরে নীলমণি, ওরে নীলমণি।
যেতে দিব না প্রাণ থাকিতে তোয় গোচারণে ॥ ০ ॥

এণ্টনি সাহেব।

মহড়া। বলাই ধর ধর সঁপে দেই করে,
অঞ্চলের ধন রতন-মণি।
পথশ্রমেতে কাতর হলে, দেখিস্ রে করিস্ কোলে,
বলরাম রে।
খেতে দিও ক্ষুধা পেলে, ধড়ার অঞ্চলে,
বেঁধে দিলাম ক্ষীর ননী ॥

খাদ। গোষ্ঠে পাঠাতে ভয়ে কম্পিত প্রাণী ॥

ফুঁকা। ওরে গোপাল আমার অবোধ ছেলে,
প্রবোধ মানে না বুঝালে,
বিপরীত ঘটায় বিপদ অভিপ্রায়,
ইন্দ্রযজ্ঞে ঘটিল দায়,
সপ্তাহ বৃষ্টি গোকুলে, গোকুল যায় রে রসাতলে,
গিরি গোবর্দ্ধন হতে শেষে রক্ষা পায় ॥

মেলতা। একদিন বকাসুর গোষ্ঠের পথে, ঘটায় দায়,
ওরে বলাই রে ও ও।
সে দায় রক্ষা কল্লেন কাত্যায়ণী ॥

১ চিতেন। রাখাল সব প্রভাতকালে গোষ্ঠে যায়
ত্বরান্বিত হয়ে ॥

পাড়ন। ডাকে কানাই কোথায়,
আয় ভাই গোষ্ঠে যাই আয়॥

ফুকা। গোধন সব আছে দাঁড়ায়ে।
শুনে রাখালের মধুর ধ্বনি,
ব্যস্ত হলেন চিন্তামণি,
শিঙ্গের ধ্বনি তায়।
ডাকে আয় রে আয়, শুনে বলে যশোদায়,
ডাকছে ঐ দাদা বলাই,
সাজিয়ে দে মা গোষ্ঠেতে যাই,
ঐ দেখ মা রাখাল সবাই, গোষ্ঠের পথে যায়॥

মেলতা। রাণী সাজায়ে প্রাণ গোপালে গোষ্ঠের বেশ।
ভুবনমোহন বেশ গো গো।
বলায়ের করে ধরে বলে রাণী॥

অন্তরা। বলাই গোপাল ছাড়া হ'ও না,
দেখ ভুলনা ভুলনা।
দেখ যেন ক্ষুধা পেলে দাবানল পান করে না,
বলরাম রে ওরে।
অন্ন ভিক্ষা করে অবোধ গোপাল প্রবোধ মানে না॥

পাড়ন। কংসের অনুচরে, বেড়ায় ব্রজপুরে,
তাইতে রে [illegible] সন্দ হয়। বলাই রে॥

ফুঁকা। বুদ্ধে বিশিষ্ট, রাখাল মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠ,
জ্যেষ্ঠ সবাকার।

কারে বলিব আর, কে এখন আছে আমার,
বলি রে তোর করে ধরে,
যেও না কালিন্দীর তীরে,
দেখ যেন যায় না জলে, দিব্য যশোদার ॥

মেলতা। একবার কালিদয়ে গিয়ে গোপাল বিপদ ঘটায়,
খেদে প্রাণ যায়।
কালিয়ের মাথায় চড়ে কালো মণি ॥ ০ ॥

৺উদয় চাঁদ।

মহড়া। এই নে ধর হলধর, অধর চাঁদেরে ধর,
আমার নীলমণি সঁপে দিলাম তোর করে।
বাছা যাস্‌নে সেই কালিদহে,
এখন জীবন দহে,
মনে হলো অধরের শঙ্কা নাই রে।
জল অনলে, তাই বলি গোপাল রে।
রাখিস্ বাপ যত্ন ক'রে, আবার না গিরিধরে,
গিরি ধরে ॥

খাদ। আমার নিরন্তর কত ভয় অন্তরে ॥

ফুঁকা গোষ্ঠেতে গোপাল বিদায় দিতে, অশ্রু চম্বিতে,
চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়,
জ্বলি বনদগ্ধা হরিণীর প্রায় রে,
আমার গোপাল দুধের গোপাল,
যায় গোপাল লয়ে গোপাল,

ব্রজ গোপাল দেখিলে গোপাল,
গোপালের না ঘটে দায় ॥

মেলতা। গায় না লাগে তাপ, সেখানে যাস্‌নে বাপ,
যেখানে প্রভাকরে প্রভা করে ॥

১ চিতেন। যাইয়া রাখাল সবে শ্রীনন্দের ধাম।
নিশি প্রভাতকালে, আয় রে ব'লে,
কৃষ্ণকে ডাকেন বলরাম ॥

পাড়ন। উঠ রে গোপাল প্রভাতকালে,
মায়ের কোলে, আর কি নিদ্রা শোভা পায়,
ওরে কোকিলে ঐ ললিতে গায়।
আয় রে কানু, ও নীলতনু,
উদয় ভানু, বাজা রে বেণু,
বাজিলে নূপুর রুণুঝুণু, ধেনু তবে গোষ্ঠে যায় ॥

মেলতা। লয়ে কৃষ্ণধন, চক্ষের জল বরিষণ,
যশোদা কহে তখন মধুস্বরে ॥

অন্তরা। হৃদিনিধি সঁপে দিলাম তোর করে করে।
আমার চক্ষে নাহি জল ধরে রে।
গোপাল বিনে আমি নারী,
গৃহে রইতে নারি,
সইতে নারি, প্রাণ যে কেমন করে ॥
প্রাণ গোপালের তরে,
ওরে কানুর গান নিশায় যেন দান সুধাকরে ॥

২ চিতেন। যতনে নীল-রতনে রাখিস্‌ বলাই।

এই নে নবনী ধর, চাইলে রাখালেশ্বর,
চাঁদমুখে দিও রে সদাই ॥

পাড়ন। গোকুলের মাণিক যতনের ধন,
আমার জীবন ধন,
এমন ধন আর কার নাই,
আহা মরি মরি মরে যাই রে ॥
গোপাল বিনে ক্ষণে ক্ষণে,
কত দুঃখ মনে মনে,
পথে সুধাই জনে জনে, বনে বনে খুজি তাই ॥

মেলতা। বিনে গোপাল আমার,
কে আছে কুলে আর,
না দেখলে সুধাই আবার ঘরে ঘরে ॥ ০ ॥

৺গোরক্ষ নাথ

মহড়া। ওমা যশোদে, দে মা গোষ্ঠের বেশ,
যাব আমি গোষ্ঠেতে।
আমায় বেঁধে পীতধড়া,
দে মা দে মোহন চূড়া,
করে বাঁশী দে, দে মা আমায় নবনী দে।
ডাকছে ঐ রাখালগণে,
গাভী সব যায় না বনে,
দে মা বেঁধে দে ননী ধড়ার অঞ্চলেতে ॥

খাদ। ধেনু বৎস লয়ে, আমার বদন চেয়ে
আছে সকলেতে ॥

ফুঁকা। লয়ে নব বৎস সঙ্গেতে, চরাবো মা গোষ্ঠেতে,
গহন বনে যাব না, যাব না,
কালিন্দীর জল খাব না।
ভেব না মা দুঃখ মনে,
আস্‌বো বেলা অবসানে,
বিনে বেণু, ব্রজের ধেনু, গোষ্ঠে যাবে না ॥

মেলতা। করে গাভী সব হাম্বা-রব,
রাখালের হৈ হৈ রব, ওমা যশোদে,
হলো প্রাণাকুল নব বৎসের রবেতে ॥

১ চিতেন। রাখাল সব প্রভাতকালে যায় গোষ্ঠেতে।
ডাকে কোথায় কানাই,
বেলা হয়েছে ভাই,
কত নিদ্রা যাও রে, মায়ের কোলেতে ॥

পাড়ন। ওরে আমাদের তো মা আছে,
ছিলেম রে মায়ের কাছে,
নিদ্রা ভেঙ্গে উঠেছি, উঠি রে,
গোষ্ঠের পথে বেরিয়েছি।
বি বলে, তাতেই রে ডাকি সকলে,
তোর গুণে ভাই, বাঁধা রয়েছি ॥

কাতর স্বর,
পারে না,
বনয় বাক্যেতে ॥

খেলবো গোষ্ঠে সবাই মিলে।

রবির কিরণ লাগবে যখন, বস্‌বো গিয়ে বৃ...
যাবো বলাই দাদার সঙ্গে,
রব সঙ্গে সঙ্গে রাখাল সঙ্গে,
যাব না আর কার সঙ্গে,
থাকবো সুখেতে কথার প্রসঙ্গে,
মনে বাঞ্ছা সকলারি, খেলবো লুকোচুরি,
ননী মাখন খাবো ক্ষুধা পেলে ॥

পাড়ন। গোচারণে করবো মিলে সকলেতে।
বনের কুসুম তুলে, মালা গাঁথবো ফুলে,
মনের আনন্দে মা পর্‌বো গলাতে ॥

ফুঁকা। তুমি করেছ যা নিবারণ, ভুলিনে আছে স্মরণ,
অন্ন ভিক্ষা করবো না, খাব না,
ভিক্ষার অন্ন খাব না।
বসে সবাই সারি সারি,
বাজাবো মোহন বাঁশরী,
বেণুর রবে রবে ধেনু দূরে যাবে না ॥

মেলতা। গোষ্ঠের বেলা হয় দাও বিদায়,
ঘটবে না কোন দায়, ওমা যশোদে,
এমন শত্রু কে আমার বিপদ ঘটা... ...ক্ষিতে,

সম্প...

পদ্যছন্দে

শ্রীমদ্ভাগবত-গী

পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের
বাক্য, যোগের নানাবিধ কূ
অনূদিত। যে গীতা মহা-
দুর্বোধ্য বলিয়া বোধ হয়, সেই গীতাশাস্ত্র
লিখিত হইয়া কঠিনে কোমলত্ব আনয়ন
এ উদ্যম নূতন ও নে
লিখিত গী
সকল